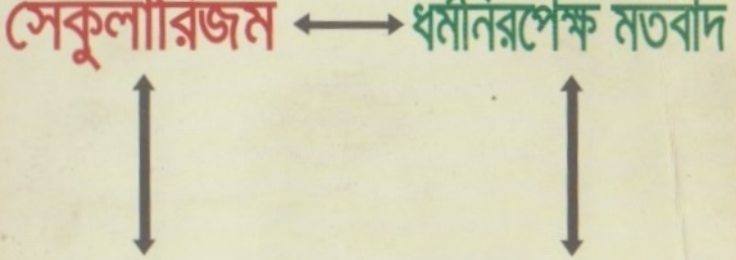

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

অধ্যাপক ফজলুর রহমান
সাবেক বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ও
সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, সিলেট

www.pathagar.com

প্রকাশক

মিসেস খায়রুন নেছা খাতুন
দার-আল খায়ের
মানিকপীর রোড, কুমারপাড়া, সিলেট
ফোন : ০৮২১-৭১৫৬৫৩

প্রকাশকাল

জানুয়ারী ২০১০

পরিবেশক

প্রফেসর্‌স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/খ, ওয়ারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন
মানিকপীর রোড, কুমারপাড়া, সিলেট
মুঠোফোন : ০১৭১২ ৮৬ ৮৩ ২৯

মূল্য : ১০০/= (একশত) টাকা

Secularism, by Professor Fazlur Rahman
Published by : Mrs. Khairun Nessa Khatun
Dar-Al-Khair, Manikpir Road, Sylhet
Price : 100/= (One Hundred) Taka

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	সেকুলারিজমের সংজ্ঞা	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন	১১
তৃতীয় অধ্যায়	খ্রিস্টপূর্ব ইউরোপে ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা	১৭
চতুর্থ অধ্যায়	ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম	২১
পঞ্চম অধ্যায়	খ্রিস্টধর্ম ও রাজশক্তি	২৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	রাজশক্তির ছত্রছায়ায় যাজক শ্রেণীর কার্যকলাপ	৩৩
সপ্তম অধ্যায়	খ্রিস্টধর্মের সংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলন	৪৩
অষ্টম অধ্যায়	খ্রিস্টধর্ম পরিণতিতে মানব রচিত মতবাদ খ্রিস্টবাদ	৪৬
নবম অধ্যায়	সেকুলারিজমের উদ্ভব, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ	৫৩
দশম অধ্যায়	সেকুলার বাগানের কয়েকটি চারা	৬০
একাদশ অধ্যায়	বিপর্যস্ত মানবতা	৭১
দ্বাদশ অধ্যায়	বাংলাদেশে মাত্র একজন শতভাগ খাঁটি সেকুলার	৮৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ইসলাম	৯৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

সেকুলারিজম নিয়ে ইদানিং আমাদের দেশে বেশ চর্চা হচ্ছে। এ মতবাদের পক্ষে বিপক্ষে বহুলোকের অবস্থান। এ মতবাদ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হবার জন্য পক্ষে বিপক্ষের কয়েকজনের সাথে আলাপ করে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

অতঃপর এ সংক্রান্ত বই-পুস্তক পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি হল। আমার দুর্ভাগ্য আমি বাংলায় কয়েকটি পুস্তিকা এবং কোন কোন প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে মাত্র একটি প্রবন্ধ ব্যতীত এ মতবাদের উপর পূর্ণাঙ্গ কোন বই সংগ্রহ করতে সক্ষম হই নাই।

তাই আমার সেকুলারিজমের উপর একটি বই লিখার আগ্রহ সৃষ্টি হল। লিখার কাজে হাত দিবার পর আমার মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হল–সেকুলারিজমের সঠিক সংজ্ঞা কি? কোন যুগে এ মতবাদের উদ্ভব হয়? পৃথিবীর কোন অংশ এ মতবাদের উৎপত্তিস্থল? কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে? সেকুলার চিন্তাধারা একক না এর শাখা প্রশাখা আছে? মানব সমাজে এ মতবাদ কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে? সমাজ এ থেকে কি ফল লাভ করল? এর পরিণতি কি? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে দেশী বিদেশী বহু বই পুস্তক অধ্যয়ন করতে হয়েছে। এ অধ্যয়নের ফলে আমার যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তা সাজিয়ে গুছিয়ে লিখার চেষ্টা করেছি। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পুস্তক রচনার প্রয়াস পেয়েছি। পুস্তক রচনায় কতটুকু সফল হয়েছি তা পাঠক সমাজ বিবেচনা করবেন।

আমার জীবনসঙ্গীনী খায়রুন নেছা খাতুন বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করে এবং পুস্তকটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছেন। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। পাঠক সমাজ থেকে সাড়া পেলে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করে পরবর্তী সংস্করণে পুস্তকটি আরো সমৃদ্ধ করার আশা পোষণ করছি।

মোঃ ফজলুর রহমান
বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিঃ
দার আল-খায়ের
মানিকপীর রোড, সিলেট।
টেলিফোন : ০৮২১-৭১৫৬৫৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

সেকুলারিজমের সংজ্ঞা

১। Encyclopedia Americana এর ২৪নং Volume এ সেকুলারিজমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে :-

Secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality and independent of revealed religion or super naturalism.

◈ সেকুলারিজম একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐশী সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বা রহস্যবাদমুক্ত।

২। Holyoake যিনি সেকুলারিজম নামকরণের প্রথম উদ্যোক্তা এবং যিনি Secular Society গঠন করে এর পক্ষে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন, তার লিখিত A Confession of Belief বইতে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:-

A form of opinion which concerns itself only with the questions, the issues of which can be tested by the experience of this life.

◈ সেকুলারিজম হল এক ধরনের মতামত যা ইহজগতে এই জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা সম্ভব বিষয়গুলোকে স্পর্শ করে।

৩। English Secularism বই'র প্রদত্ত সংজ্ঞা : Secularism is a code of duty pertaining to this life, founded on consideration purely human, and intended mainly for those who find theology indefinite, inadequate, unreliable or unbelievable.

www.pathagar.com

◈ সেকুলারিজম এমন একটি কর্তব্য পালন পদ্ধতি, যা শুধু ইহজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ও কেবলমাত্র মানবীয় বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের জন্য যারা ধর্মতত্ত্বকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে।

৪। Oxford Dictionary তে Secularism এর সংজ্ঞা : Secularism means the doctrine morality should be based solely on regard to the wellbeing of mankind in the present life, to exclusion of all consideration drawn from belief in God or in future life.

◈ সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদে মানবজাতির ইহজগতের কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠবে এমন এক নৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোন ধরনের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসভিত্তিক বিবেচনা।

৫। Encyclopedia বা বিশ্বকোষে Secularism এর নিম্নরূপ দুটো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

No-1. Secular spirit or tendency especially a system of political or social philosophy that reject all form of religious faith.

◈ সেকুলারিজম হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্ম বিশ্বাসকেই প্রত্যাখ্যান করে।

No-2. The view that public education and other matters of civil society should be conducted without the introduction of a religious element.

◈ সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক সংস্থা পরিচালনায় কোন ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৬। Random House Dictionary of English Language গ্রন্থে Secularism এর তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

No-1. Not regarded as religious & spiritually sacred.

◈ সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

www.pathagar.com

No-2. Not partaining to or connected with any religion.

◈ যা কোনভাবেই ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

No-3. Not belonging to a religious order.

◈ ধর্মীয় আইন-কানুন বহির্ভূত ব্যবস্থা।

৭। The Advanced Learners' Dictionary of Current English এ সেকুলারিজমের প্রদত্ত সংজ্ঞা :-

–Worldly or material, not religious or spiritual.

◈ ইহজাগতিক অথবা পার্থিব, ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক নয়।

–The view that morality & education should not be based on Religion.

◈ সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যার অধীনে নৈতিকতা ও শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের উপর ভিত্তি করে হবে না।

৮। Oxford Advance Learners' Dictionary'র প্রদত্ত সংজ্ঞা :-

The belief that religion should not be involved in the organisation of society, education etc.

◈ সমাজ সংগঠন, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না এমন বিশ্বাসের নাম হল সেকুলারিজম।

৯। Wikipaedia তে সেকুলারিজমের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :-

◈ সেকুলারিজম জ্ঞান হল সেই জ্ঞান, যার ভিত্তি রয়েছে ইহকালে, যা এই জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ জগতের কল্যাণ সাধন করে এবং যা এ জগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব।

১০। Encyclopedia of Religion & Ethics এ প্রদত্ত সংজ্ঞা :-

◈ মানবকল্যাণ নির্ধারিত হবে যুক্তির মাধ্যমে। ওহী বা ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে নয়। আর যুক্তি পরীক্ষিত হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

১১। A Short History of Secularism এর লেখক Graeme Smith সেকুলারিজমের ব্যাপারে লিখেন :-

The latin term from which the word 'Secular' is derived–'Saeculum' means generation or age, and came to mean that which belongs to this life, to the here and

www.pathagar.com

now in this world. It is used as a short hand for the idealogy which shape contemporary society without reference to divine.

◈ ল্যাটিন শব্দ–'Saeculum' থেকে Secular শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। Saeculum এর অর্থ যুগ, জেনারশন। পরিভাষাগত ভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়—যা ইহজগত, বর্তমান দুনিয়া ও এই জীবন সম্পর্কিত। এটা ব্যবহৃত হয় ঐ আদর্শের শিরোনাম হিসাবে যে আদর্শ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ (ওহী) বাদ দিয়ে সমসাময়িক সমাজ বিনির্মাণ করেছে।

Graeme Smith আরো বলেন :- Secularism was born of cristianity, daringly & originally. It is imposible to understand the idea of Secular without appreciating that, at root, it is cristian. .

◈ এটা নির্ভয়ে বলা যায় যে, মূলতঃ খ্রিস্টবাদ থেকেই সেকুলারিজমের জন্ম। এটা না বুঝার কোন কারণ নাই যে, সেকুলার আইডিয়ার মূল জড় খ্রিস্টবাদের অভ্যন্তরে নিহিত।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর সারসংক্ষেপ :

Secular ইংরেজী ভাষার একটি শব্দ। এ শব্দটি ল্যাটিন ভাষার Saeculum শব্দ থেকে এসেছে। Saeculum শব্দের অর্থ হল—ইহজগত। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাড়ায়—ইহজগত, বর্তমান দুনিয়া ও ইহজীবন সম্পর্কিত বিষয়াদি।

সেকুলারিজম এমন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা মানবজাতির ইহজাগতিক কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠেছে। এর আওতাধীন বিষয়গুলো ইহজগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করার সম্ভব। মানবরচিত এ মতবাদ ইহজগতের বাইরে পরজগত নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ মতবাদ 'ওহীর' মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান অস্বীকার করে, ধর্মকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বাস্য মনে করে। এ মতাদর্শ মানুষের সামষ্টিক ব্যাপারও শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট করতে রাজী নয়। এ মতবাদ সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল স্বীকার করেনা—অন্যকথায় সেকুলারিজম ধর্মীয় বিশ্বাসকে করে প্রত্যাখ্যান।

(বি:দ্রঃ সেকুলারিজমের উদ্ভব, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ইত্যাদি নবম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন

সেকুলারিজমের উদ্ভব হয় খ্রিস্টান সমাজে ইউরোপে মধ্যযুগে। খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া (Reaction) হিসাবে সেকুলারিজমের জন্ম। যেহেতু সেকুলারিজমের জন্মের পশ্চাতে (Background) ধর্মযাজকদের কার্যকলাপ জড়িত তাই প্রাসঙ্গিকভাবে খ্রিস্টধর্ম ও যাজকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

খ্রিস্ট বা ঈসায়ী সাল হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের বৎসর থেকে গণনা করা হয়। হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম হয় ফিলিস্তিনের বেথেলহামে। তার মায়ের নাম মারিয়ম (Mary)। মারিয়মের পিতামাতা অত্যন্ত ধার্মিক, খোদাভীরু ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। মারিয়ামের মা হান্না গর্ভকালীন অবস্থায় আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন–"হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। সে আপনার কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকবে। আপনি কবুল করুন। আপনি শোনেন ও জানেন।"

(সূরা : আলে ইমরান, আয়াত-৩৫)

মারিয়ামের জন্ম লাভের পর তাঁর মা বললেন–"হে আমার প্রতিপালক, আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।.....আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাঁর ও তাঁর বংশধরদের জন্য আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(সূরা : আলে ইমরান, আয়াত-৩৬)

হযরত জাকারিয়া (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবী। তিনি জেরুজালেমের বায়তুল মাকদিসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি মারিয়ামের আপন খালু হন। মারিয়াম জাকারিয়া (আ.) এর তত্ত্বাবধানে একটি কামরায় প্রতিপালিত হচ্ছিলেন এবং এবাদতের মাধ্যমে দিনযাপন করছিলেন। তিনি যখন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত–এ সময় একদিন একদল ফিরিশতা তাঁর সম্মুখে আসলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন– "হে মারিয়াম–আল্লাহ তোমাকে উচ্চসম্মানে মহিমান্বিত

www.pathagar.com

করেছেন, পবিত্রতা দান করেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীর মহিলাদের উপর তোমার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তোমাকে তার নিজের কাজের জন্য বাছাই করেছেন। হে মারিয়াম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক 'বাণীর' সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাঁর নাম হবে 'ঈসা বিন মারিয়াম'। ইহ ও পরকালে তিনি হবেন সম্মানিত। তাঁকে আল্লাহতায়ালার নিকটবর্তী বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা হবে। তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন। তিনি হবেন পূণ্যবানদের একজন। আল্লাহ্ তাঁকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করবেন। (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত-৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯) তাঁকে বনী-ইসরাইলদের জন্য স্বীয় রসুল হিসাবে প্রেরণ করবেন।" মারিয়াম বললেন-"আমার সন্তান হবে কিভাবে? আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আর আমি কোন চরিত্রহীনা নারীও নই।" ফিরিশতা জবাব দিলেন-"এভাবেই হবে। এ রকম করা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ কাজ। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কিছু স্থির করেন, তখন বলেন-"হও"—অমনি তা হয়ে যায়। আর এটা করা হবে এ উদ্দেশ্যে যে, এ পুত্রকে মানুষের জন্য একটা নিদর্শন ও রহমত বানানো হবে।" (সূরা : মারিয়াম, আয়াত-২০, ২১)

মারিয়ামের গর্ভে ঈসা (আ.) এর ভ্রুণ সঞ্চার হল। তিনি বায়তুল মাকদিস থেকে একটু দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। এক পর্যায়ে প্রসব বেদনা উঠলে তিনি একটি খেজুর গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। তিনি আক্ষেপ করে বললেন—"হায় আমি যদি এর পূর্বে মরে যেতাম, আর আমার নাম নিশানাও পর্যন্ত না থাকত।" (সূরা : মারিয়াম, আয়াত-২৩) এ সময় ফিরিশতা তাঁকে ডেকে বললেন—"চিন্তা করো না তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য এক ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দাও। তোমার উপর তাজা পাকা খেজুর টপটপ করে পড়বে। তুমি তা খাও, পান কর, আর তোমার চোখ ঠাণ্ডা কর। তুমি কোন লোক দেখলে বলবে—"আমি রাহমানের জন্য রোজার মানত করেছি। এ কারণে আমি কারো সাথে কথা বলব না"। (সূরা : মারিয়াম, আয়াত-২৪, ২৫, ২৬)

অতঃপর মারিয়াম সন্তান নিয়ে নিজের জাতির লোকদের নিকট আসলেন। লোকেরা তাঁকে বলল-"হে মারিয়াম, তুমিতো বড় পাপের কাজ করে বসেছ। তোমার পিতা কোন খারাপ লোক ছিলেন না, আর তোমার মা ও চরিত্রহীনা ছিলেন না" (সূরা : মারিয়াম, আয়াত-২৭, ২৮)। মারিয়াম বাচ্চার দিকে ইশারা করলেন। লোকেরা বলল—"তার সাথে কি কথা বলব। সে

www.pathagar.com

তো দোলনায় শায়িত এক শিশুমাত্র"। এ মুহূর্তে শিশু ঈসা (আ.) বলে উঠলেন—"আমি আল্লাহ্‌র বান্দাহ। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন। তিনি আমাকে বরকতওয়ালা বানিয়েছেন। তিনি আমাকে আমরণ সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ আমাকে মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন। তিনি আমাকে স্বৈরাচারী ও হতভাগা বানান নাই। আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তাঁরই এবাদত কর। এটাই সহজ সরল পথ" (সূরা : মারিয়াম, আয়াত-২৯, ৩০, ৩১, ৩২ ও সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-৫১)। শিশু ঈসা (আ.) এর কথা শুনে সবাই থ হয়ে গেল। সবাই উপলব্ধি করল, এ কোন সাধারণ শিশু নয়, এ শিশু আল্লাহ্‌তায়ালার এক নিদর্শন—খাস মাজেযা। আর তার মাও পবিত্র, সম্মানিতা ও মর্যাদাশীল মহিলা। তিনি চরিত্রহীনা নন।

"আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত। আল্লাহ্ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করে নির্দেশ দেন–'হও'। অমনি সে হয়ে যায়।"

(সূরা: আলে-ইমরান, আয়াত-৫৯)

কালক্রমে ঈসা বিন মারিয়াম উপযুক্ত হয়ে উঠলেন। আল্লাহ্ তাঁকে রসুল নিযুক্ত করলেন, আর তাঁর উপর আসমানী কিতাব 'ইঞ্জিল' নাযিল হল। তিনি বনী ইসরাইলের জন্য নবী নিযুক্ত হলেন।

ঐ সময় ইহুদীদের সার্বিক আস্থা কি রকম ছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :-

ঐ সময় ইহুদী সমাজ ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব–সংঘাত লেগেই থাকতো। এর আগে তাদের উপর গোলামীর অভিশাপ আপতিত হয়। ঈসা (আ.)-এর জন্মের ৭৩৮ বছর আগে আসুরিয়রা তাদেরকে পদানত করে। অতঃপর খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ব্যাবিলিয়রা ফিলিস্তিন দখল করে এবং ২০০ বছর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখে। তারপর ইহুদীরা পারস্য (ইরান) সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪ থেকে ৩২৩ অব্দ পর্যন্ত তারা গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের অধীনস্থ হয়। পরবর্তীতে তারা মিশরের টলেমী (Ptolemies) শাসকদের তাবেদার হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮ সালে ইহুদীরা গ্রীক রাজবংশ সুকডিয়ার (Scloucaedea) অধীনে চলে যায়। গ্রীকরা তাদেরকে মূর্তিপূজা করতে বাধ্য করে। এ সময় ইহুদীদের সামান্য হুঁশ হয়। তারা অধিকার সচেতন হয়। ঈসা (আ.)-এর জন্মের ১১৪ বছর আগে তারা লড়াই করে স্বাধীনতা লাভ করে।

www.pathagar.com

কিন্তু খাসলত তাদের বদলায় নি। তাদের নিজেদের মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব সংঘাত, আভ্যন্তরীন কোন্দল, যার ফলশ্রুতিতে তাদের একাংশের আমন্ত্রণে খ্রিস্টপূর্ব ৬০ সালে রোম সম্রাট ফিলিস্তিন দখল করে নেয়।

আলোচিত কোন এক সময়ে প্রথম কেবলা বায়তুল মাকদিসে মূর্তি ঢুকানো হয়। তাদের অনুষ্ঠানাদি ও পূজা-পার্বণে মদ, জুয়া, নাচ, গান ইত্যাদি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। তখন ঘুষের বাজার চালু হয়। আদালতের রায় নিজের পক্ষে আনার জন্য ঘুষ প্রদান স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। তারা আল্লাহ্‌র নবী হযরত ওজায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র হিসাবে ঘোষণা করে এবং তাঁর মূর্তি বানিয়ে পূজা আরম্ভ করে আবার অন্যদিকে বহু সংখ্যক নবীকে অকারণে হত্যা করে। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের পর গেলিলের শাসনকর্তা হিরোডিস এক নর্তকীকে খুশি করার জন্য হযরত ইয়াহইয়া (আ.) (John the Baptist, খ্রিস্টানদের দেয়া নাম) কে হত্যা করায়। তাদের স্পর্ধা এতদূর ছাড়িয়ে যায় যে, তারা প্রচার করে আল্লাহ্‌ ধূলার ধরায় নেমে আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং তাদের জাতীয় বীরের সাথে মল্লযুদ্ধে পর্যদুস্ত হয়েছেন।

প্রখ্যাত হাদিসগ্রন্থ তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে—রসুল (স.)-এর বয়ান–হযরত মুসা (আ.)-এর ইন্তেকালের আগে ইহুদীরা তাঁর কাছে দাবী করেছিল—"আমাদের জন্য একটি মূর্তি বানানোর অনুমতি দাও যেমনি তাদের (প্রতিবেশী জাতিসমূহের) প্রতিমা আছে"।

ইহুদীদের চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনের এরকম যুগসন্ধিক্ষণে হযরত ঈসা (আ.) নবুয়তপ্রাপ্ত হয়ে তাদের কাছে দ্বীনের (ধর্মের) দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন। তিনি বনী ইসরাইলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সামনে মাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতি বানাই, আর উহাতে ফুঁক দেই, উহা আল্লাহ্‌র নির্দেশে জীবন্ত পাখি হয়ে যায়। আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেই। মৃতকে জীবন্ত করি। আমি তোমাদেরকে বলে দেব, তোমরা কি খাবে আর গৃহে কি সঞ্চয় করে রাখবে। এতে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা ঈমান আনতে প্রস্তুত হও। আমার সম্মুখে তাওরাত ও যাবুরের যে শিক্ষা ও হেদায়াতের বাণী মওজুদ আছে, আমি তার সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে এসেছি। মুসা (আ.) ও দাউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর স্বার্থপর কিছু লোক তোমাদের যা হারাম করে দিয়েছে, আমি

www.pathagar.com

তা হালাল করতে এসেছি। আমি আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, তোমাদের ও প্রতিপালক। তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর। এটাই সঠিক ও সরল পথ।"

ঈসা (আ.) কে আরো পরীক্ষা করার জন্য শ্রোতারা তাঁকে বলল—"হে মারিয়াম পুত্র ঈসা, আপনার প্রতিপালক আসমান থেকে খাদ্য ভরা একখানা পাত্র কি আমাদের জন্য নাযিল করতে পারেন? ঈসা (আ.) জবাবে বললেন–"আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও"। তারা বলল—"আমরা শুধু এটাই চাই যে, সে পাত্র থেকে আমরা খাদ্য গ্রহণ করব এবং আমাদের হৃদয় শান্ত ও পরিতৃপ্ত হবে। আর আমরা জানতে পারব যে, আপনি সত্য বলেছেন। আমরা এ ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকব"। এ সময় ঈসা ইবনে মারিয়াম দোয়া করলেন—"হে আমার প্রতিপালক, আমাদের প্রতি আসমান থেকে একটি খাদ্যভরা পাত্র নাযিল কর, যা খুশী ও আনন্দের উপলক্ষ হবে এবং হবে তোমার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন। আমাদেরকে জীবিকা দান কর, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা"।

(সূরা : মায়েদা, আয়াত-১১২, ১১৩, ১১৪)

আল্লাহ্ উত্তরে বললেন—"আমি তোমাদের প্রতি তা নাযিল করব, কিন্তু অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে, তাকে এমন শাস্তি দিব যা দুনিয়াতে আর কাউকে দেই নাই"। (সূরা : মায়েদা, আয়াত-১১৫)

(বিঃদ্রঃ উপরোক্ত তথ্যগুলো আল কুরআনের সূরা আলে-ইমরান, সূরা মায়েদা ও সূরা মারিয়াম থেকে গৃহীত।)

ঈসা (আ.) ত্রিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। প্রায় তিন বৎসর তিনি বনী ইসরাইলদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি তাদেরকে তাঁর উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব ইঞ্জিলের বাণী শোনান। মাঝে মধ্যে নিদর্শন (মাজেযা) দেখাতে থাকেন। তাঁর দাওয়াতে কিছু লোক ঈমান আনল, আরো কিছু লোক তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে থাকলো। আল কুরআনে তাদেরকে 'হাওয়ারী' বলা হয়েছে।

ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতে থাকলেন। তাঁর প্রচারে ইহুদী স্বার্থান্বেষী ভণ্ড আলিমদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগল। তাঁকে অবাধে ধর্মপ্রচার করতে দিলে তাদের ভণ্ডামী জনগণের কাছে ধরা পড়বে, ফলে তাদের ধর্ম ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে, এ ভয়ে তারা ঈসা (আ.)-এর চরম

www.pathagar.com

বিরোধিতা আরম্ভ করল। তারা ফিলিস্তিনের রোম সম্রাটের প্রতিনিধি গভর্ণর পন্টিয়াছ পিলেট (Pontious Pilate)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করল যে, ঈসা একজন ধর্ম ও রাজদ্রোহী ব্যক্তি। তাকে অবাধে ধর্মপ্রচার করার সুযোগ দিলে, সে সমস্ত লোকজনকে বিভ্রান্ত করে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিদ্রোহ ঘটাবে। ফলে রাজ্য ও ধর্ম উভয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধর্ম ও রাজদ্রোহীকে দমাতে হলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়া দরকার।

গভর্ণর পন্টিয়াছ পিলেট তাদের আরজী শুনে তাদের কথামত ঈসা (আ.) এর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করলেন। ঐ সময় শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত। দণ্ডাদেশ শুনে ইহুদী স্বার্থপর আলেমরা খুশীতে বাগ্-বাগ্ হয়ে ঈসা (আ.)-কে ধরার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঈসা (আ.)-এর কাছে এ খবর পৌঁছুলে তিনি আত্মগোপন করলেন। এ সময় তাঁরই এক সঙ্গী বিশ্বাসঘাতক 'ইসকেরিয়াত' ঘুষ গ্রহণ করে ঈসা (আ.)-কে ধরিয়ে দিল।

ঈসা (আ.) একটি নিরালা জায়গায় হাওয়ারী (সঙ্গী) বেষ্টিত ছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিলেন। এ সময় বিশ্বাসঘাতক ইসকেরিয়াতের চেহারা অবিকল ঈসা (আ.) এর চেহারার মত হয়ে যায়। বোকার দল তাকেই ঈসা (আ.) মনে করে শূলে চড়িয়ে বধ করল।

সূরা আলে ইমরানের ৫৫নং আয়াতে উল্লেখ আছে "স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ বললেন—হে ঈসা আমি তোমার কাল পূর্ণ করেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তোলে নিচ্ছি"।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

খ্রিস্টপূর্ব ইউরোপের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা

ফিলিস্তিনে ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদী ইহুদী আলেমদের কারণে ঈসা (আ.) এর নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়। তাঁর দাওয়াত কবুলকারী সঙ্গীগণ (হাওয়ারী) এখানে অবস্থান করা নিরাপদ নয় চিন্তা করে ইহুদী আলেম ও ফিলিস্তিনের রাজশক্তির আওতার বাইরে গিয়ে ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। তারা ভূমধ্যসাগরের উভয় পারে একদিকে সিরিয়া, ইরাক ও মিশরে, অন্যদিকে গ্রীস ও রোম হয়ে ইউরোপের পথে ধাবিত হয়।

মিশর, সিরিয়া ও ইরাক অঞ্চলে বহু আল্লাহ্‌র নবী এসেছিলেন। নবুয়ত ও আসমানী কিতাবের ব্যাপারে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। হযরত ঈসা (আ.) বনী ইসরাইল কউমের জন্য নবী হয়ে এসেছেন–এতদঅঞ্চলের বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তাই বনী ইসরাঈল কউমের বাইরে অন্যান্য জনগণের মধ্যে ঈসা (আ.) এর সঙ্গীগণ খুব সুবিধা করতে পারেন নি। অন্যদিকে গ্রীস ও রোমের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

গ্রীস ও রোমসহ সমগ্র ইউরোপের বাসিন্দারা Paganism এ বিশ্বাসী ছিল। তারা নানা দেব-দেবী, ভূত, পেতনী, পরী, ডাইনী ইত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। তারা এদের করুণা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কারো মূর্তি বানিয়ে, আবার কাউকে অশরীরী কল্পনা করে পূজা করত। পূজার স্থলে মন্দির গড়ে তোলা হত। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে সামষ্টিকভাবে পূজা করা হত। তারা মোমবাতি জ্বালিয়ে দেব-দেবীর নিকট থেকে মঙ্গল আরাধনা করত। ক্ষতিকর অশরীরী আত্মাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য মাঠে একত্রিত হয়ে আতশবাজি পোড়াত। পূজা অনুষ্ঠান উৎসবে পরিণত হত। মদ, জুয়া, পাশা খেলা, নাচগান, ব্যভিচার ইত্যাদি পূজা অনুষ্ঠানের সহচর ছিল। এ সময় আনন্দ স্ফূর্তির বন্যা বয়ে যেত। মন্দিরে খাঁচায় আবদ্ধ বাঘ, সিংহ রাখা হত। এদের খোরাক হিসাবে তাদের ভাষায় 'অপরাধীদেরকে'

www.pathagar.com

খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়া হত। পশুরা জীবিত মানুষকে ছিঁড়ে ফেড়ে ভক্ষণ করত। আর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা পূজারী তা সচক্ষে অবলোকন করে হাততালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করত।

R.C. Chelmers তাঁর লিখিত 'The Heritage of Western Culture' বইতে উল্লেখ করেন–"গ্রীক ধর্মে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ভূড়িভোজ ও নাচ ধর্মীয় আচারের পাশাপাশি সমান তালে চলতে দেখা যায়।..... ডায়নিসাস হলেন তাদের মদ্যপানের দেবতা। এ দেবতার পূজা করার সময় তারা প্রচুর মদপান করত। ফলে মদপান তাদের ধর্মের অংশ হয়ে যায়।

পরকাল সম্পর্কে তাদের মনে ভয়-ভীতি, অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক বিরাজ করত। গ্রীক বীর একিলিসের উক্তি–"মৃত ব্যক্তিদের রাজা হবার পরিবর্তে আমি বরং ইহজগতে একজন স্বল্প আয়ের ভূমিহীন দিনমজুর হিসাবে বসবাস করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করি। (Odyssy page-489)

গ্রীকরা তাদের অতীতকালের বীরদের দেবতা বানিয়ে পূজা করত। Encyclopedia of Religion & Ethics এর ষষ্ঠ Volume এ উল্লেখ আছে–"অতীতে কিছু সংখ্যক বীর যারা প্রাচীন যুদ্ধ নায়ক হিসাবে বহুকাল শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে, তারা দেবতার মর্যাদা পেয়েছে।"

Encyclopedia এর একই Volume এ আরো উল্লেখ আছে–"গ্রীক দেবতা এপলো লাইকিউস আরগোসের মন্দিরে রাখা হয় আগুনের 'শিখা–চিরন্তন।' এ অগ্নি শিখা সদাসর্বদা জ্বালিয়ে রাখা হত। চিরন্তন জীবনের প্রতীক হিসাবে 'শিখা চিরন্তনের' সংরক্ষণ ও পূজা হত।"

রোমান ধর্ম ছিল অনেকগুলো কুসংস্কারের জগাখিচুড়ি। Word Fawler এর মতে রোমান ধর্মীয় ইতিহাস শুরু হয়—প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, পাথর, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার যথা মাদারউলফ, কাঠঠোকরা ইত্যাদির পূঁজার মাধ্যমে। রোমানদের প্রাথমিক যুগে পুরোহিত ও শাসকদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তারা বিশ্বাস করত রাজার সাথে স্বর্গীয় দেবতার বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাচীন রোমের সম্রাটদের মধ্যে তিনজন ছিলেন ইতালী ও গ্রীসের নাগরিক। তাদের রাজত্বকালে ইতালী ও গ্রীক উপাসনা পদ্ধতি, সাথে জমকালো উৎসব আয়োজনের রেওয়াজ রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু হয়। The Dawn of European Civilization এর লেখক Hartwall Jones তাঁর বইতে উল্লেখ করেন– "রোমানদের World Spirit এ আছে– কৃষির দেবতা

www.pathagar.com

স্যাটার্ন, গৃহের দেবী ভেসতা, পানি ও ঝর্ণায় বসবাসকারী পরীগণ, যাদুমন্ত্রের দেবদেবী, বজ্রপাত, মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবতা এবং মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মা মানুষের সুখের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলে।"

তখনকার রোমান বুদ্ধিজীবীরা আবার 'আত্মার অবিনশ্বরতায়' বিশ্বাসী ছিল না। তাদের বক্তব্যের সারমর্ম—"মৃত্যু আমাদের বিচলিত করে না। কেননা আত্মা নশ্বর। আমাদের কাছে মৃত্যু কিছুই না। যা ক্ষয় হয়ে যায় তার কোন অনুভূতি থাকে না। আর যার কোন অনুভূতি নাই, তা আমাদের কাছে কিছুই না।"

এ সময় রোমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যে নৈতিক অবস্থা ছিল, তার বর্ণনা পাওয়া যায় William Hartpole Leeckey'র লেখায়। তার History of European Morals বই'র বর্ণনা–

"নাগরিকরা দেখত যে, আয় রোজগারের সম্মানজনক ক্ষেত্রগুলো রয়েছে দাসদের দখলে। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যকে তীব্রভাবে ঘৃণা করত। ফলে অভিনেতা, মূক অভিনেতা, ভাড়াটে মল্লযোদ্ধা, রাজনৈতিক গোয়েন্দা, রিপুর সেবক, ধর্মীয় প্রতারক, নকল দার্শনিক ইত্যাদি দুর্নীতিযুক্ত। পেশায় তাদের অনেকেই অংশগ্রহণ করে। এতে করে মুক্ত ব্যক্তিরা অনিশ্চিত, সাময়িক আয় রোজগারের উপায় খোঁজে পায়। তাদের মক্কেলও জোটে নানান ধরনের। প্রত্যেক ধনীলোকের অর্থে পালিত হয় আরো অনেক লোক। এরা ধনীদের তোষামোদকারী ও ইন্দ্রিয়ের সেবকরূপে ভূমিকা পালন করত।"

একই বইতে লেখক দাসদের সম্পর্কে লিখেন–"দাস শ্রেণী ছিল পাপাচারের আখড়া। তাদের নারী পুরুষ যারা অভিজাত শ্রেণীর শ্রান্ত কামুক ইন্দ্রিয়কে চাঙ্গা করে তুলতে পারত, তারা প্রতিটি পরিবারের ভূষণ হয়ে থাকত। বিয়ের প্রতি অনীহা ব্যাপকতা লাভ করে। অবিবাহিত ধনীদের সম্পদের উত্তরাধিকারলিপ্সু ও তোষামোদকারী লোকদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। তারা খেলাধূলায় আসক্ত হয়ে পড়ে। পাবলিক গোসলখানা ও সাঁতারকাটার স্থানগুলোতে কর্মবিমুখ লোকদের ভীড় লেগেই থাকত। বস্তুত: আলস্য, স্ফূর্তি ও রোজগারের একটি মামুলী উপায় ছিল রোমানদের কাম্য। ধনীদের মধ্যে ভ্রূণ হত্যা এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিশুহত্যার প্রচলন তাদের ধ্বংসকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।"

www.pathagar.com

একই বই'র ২৬ পৃষ্ঠায় W.E.H. Leeckey আরো লিখেন—"শিশু হত্যা গ্রীকদের মাঝেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। প্লেটো ও এরিস্টটলের 'সর্বোচ্চ সুখ' মতবাদের প্রভাব, লাইকারগাস ও সলোনের আইনের ফলে শিশু হত্যা বৈধতা লাভ করে। লোকেরা ভাবে যে, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা দরকার এবং যতদূর সম্ভব রাষ্ট্র অনুৎপাদনশীল ব্যক্তিদের ভারমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, শিশুদের বিশেষ করে পঙ্গু ও ব্যাধিগ্রস্ত শিশুদের কষ্ট না দিয়ে হত্যা করা একটি সামাজিক কল্যাণ।"

কবি 'এস্কিলাসের' একটি কবিতার কয়েকটি লাইনে তখনকার অবস্থা ফুটে উঠে এভাবে—

একের পর এক ভেঙ্গে পড়া ঢেউগুলোর মধ্যে
এক আর্তনাদ, এক কান্না,
মৃত্যুর গুহা থেকে ভেসে আসে বিলাপ।
পবিত্র নদীর ফোয়ারাগুলো
মনোবেদনা ও দুঃখ বেদনার কাতরতা নিয়ে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্ম

পূর্বে উল্লেখিত পরিবেশে ঈসা (আ.) এর সঙ্গীগণ গ্রীস ও রোমে আগমন করেন। তারা খুবই সাবধানতা অবলম্বন করেন যাতে রাজশক্তি তাদের অবস্থান জানতে না পারে। অর্থাৎ Underground পদ্ধতিতে সংগোপনে তারা বঞ্চিত, অবহেলিত, অসহায়, গরীব ও দাস শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন।

ঈসা (আ.)-এর যে সাথীরা গ্রীস ও রোমে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন, তারা বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি সামনে রেখে হেকমত খাটাতে গিয়ে ঈসা (আ.)-এর আনীত ধর্মে কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। একজন যাজকীয় ইতিহাসবিদ খ্রিস্টধর্মের মিশ্রণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—"একটি স্বচ্ছ বিশুদ্ধ ঝর্ণাধারা স্বর্গীয় কুয়াশা বিন্দুতে ভরপুর নালা থেকে পানি সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে একটি নদীর রূপ নিয়ে যখন দীর্ঘ ও আঁকা-বাঁকা পথে অগ্রসর হয়, তখন যে মাটির উপর দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়, সে মাটির রং স্রোতে মিশে যায়।" অর্থাৎ ঝর্ণার মূল পানির সাথে বহু জিনিস মিশে পানি তার মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলে।

অবস্থা হয়ে যায় তাই। ধর্মপ্রচারকগণ খ্রিস্টধর্মকে সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ও ত্যাগের ধর্ম হিসেবে মানুষের সামনে পেশ করেন। তারা সমগ্র মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করে একটিমাত্র বিষয়ের প্রতি আর তা হল- কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে অনায়াসে আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করা যাবে। তারা প্রচার করে-"যদি আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে চাও তবে ইহজগতের সবকিছু পরিত্যাগ কর"।

তারা আল্লাহ্ প্রেরিত ঈসা (আ.) এর উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব ইঞ্জিলকে বিকৃত করে তাদের মর্জিমত গ্রীক ভাষায় বাইবেল রচনা করে। বাইবেলের মাধ্যমে তারা যে বিষয়টি ফোকাস (Focus) করে তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :-

www.pathagar.com

"যদি কেউ আমার কাছে আসে এবং সে নিজের বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোনকে এমনকি নিজের প্রাণকে পর্যন্ত ঘৃণা করতে না পারে, সে আমার শিষ্য হতে পারবে না। (লুক : ১৪ : ২৬)

"তুমি যদি পূর্ণতা লাভ করতে চাও তবে যাও–নিজের সমস্ত মালপত্র বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দাও এবং আমার অনুগত হও। তাহলে তুমি আকাশে ভাণ্ডার পাবে"। (মথি ১৯ : ২১)

"পৃথিবীতে নিজের জন্য সম্পদ পুঞ্জীভূত কর না। কেননা এখানে সম্পদ পোকায় খায় জং ধরে.....সম্পদ আকাশে পুঞ্জীভূত কর"। (মথি : ১৬ : ১৯)

"আমি তোমাদের বলি—নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ কর। কি খাব, কি পান করব, কি পরব এ ভাবনায় পড় না.....

.....আকাশের পাখিদের দেখ—তারা ফসল বোনে না, সম্পদ জমা করে না, তথাপি আসমানের পিতা তাদেরকে খাওয়ান.....জঙ্গলের শোষণ গাছের দিকে তাকাও, দেখ কিভাবে তার বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। তারা পরিশ্রম করে না, সুতা ও কাটে না—যে গাছ আজ জঙ্গলে আছে, কাল চুলায় যাবে, তাকে যখন আসমানী পিতা পোষাক পরান—তখন হে দুর্বলচিত্ত লোকেরা, আসমানী পিতা তোমাদেরকেও পোষাক পরাবেন।" (মথি ৬ : ২৫–৩১)
বাইবেলের এ জাতীয় বাণীসমূহ তাদেরকে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক H.A.L. Fisher তাঁর সুবিখ্যাত History of Europe গ্রন্থে প্রাথমিক যুগের খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারকের বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেন :–
"এ জগত একটা দুষ্টগ্রহ, মানবতা-স্বর্গভ্রষ্ট। এ দুষ্টগ্রহ চিরকাল টিকে থাকবে না। যীশুর দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় আসন্ন, তা বিলম্বিত হবার কোন কারণ নাই। পৃথিবীতে সত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল ত্রুটি, অন্যায় ও মানুষের নৈতিক ঘাটতি মুছে যাবে। প্রতিটি মানবাত্মা বর্তমানে ভয়ানক সমস্যার সম্মুখীন। কিভাবে অশেষ যন্ত্রণা থেকে নাযাত লাভ করা যায়, তার সাধনা করতে হবে। এ যন্ত্রণা মানুষকে উচিত শাস্তি হিসাবে ঈশ্বর দিয়েছেন স্বর্গোদ্যানে আদমের আদি পাপের জন্য.....ইত্যাদি।"

www.pathagar.com

এ সময় খ্রিস্টান সাধুদের মগজে হেলেনিক চিন্তা অনুপ্রবেশ করে। আত্মা ও বস্তুর পৃথকীকরণ হল হেলেনিজমের অন্যতম ধারণা। এ মতবাদ আত্মাকে ভাল ও বস্তুকে মন্দ জিনিস মনে করে। তাদের লক্ষ্য হল সাধনার মাধ্যমে মন্দ দেহ থেকে আত্মাকে মুক্ত করে নিষ্কৃতি লাভ করা। খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারকদের এ সমস্ত প্রচারণা ইউরোপের এ অংশে মাঠ পায়। ফলে আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, পরিহার করে মঠকেন্দ্রিক জীবন গড়ার এক আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং খ্রিস্টধর্ম সমান গতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময় নবদীক্ষিত খ্রিস্টানদের উপর বৈরাগ্যবাদ কিভাবে আছর করেছিল—কিভাবে তারা পরিবার-পরিজন পরিত্যাগ করে মঠজীবন বেছে নিয়েছিল তার বর্ণনা ইউরোপের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের কালোত্তীর্ণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। আমরা এ পর্যায়ে W.E.H. Leeckey'র রচিত বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ History of European Morals গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি :-

"চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে সেন্ট পেখোমিয়াস তার অধীনে সাত হাজার মঠবাসী জড় করেন। সেন্ট জেরোম-এর অধীনে ইস্টার উৎসবে পঞ্চাশ হাজার মঠবাসী একত্রিত হয়। নিট্রিয়ার একজন এবোটের অধীনে ছিল পাঁচ হাজার মঠবাসী"। মঠবাসীদের জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে W.E.H. Leeckey লিখেন—"সেন্ট জেরোম সপ্রশংসভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি এক মঠবাসীকে ত্রিশ বছর যাবত প্রতিদিন একখন্ড যবের রুটি ও সামান্য পরিমাণ ঘোলাপানি খেয়ে জীবনযাপন করতে দেখেছেন। ২য় একজনকে একটি গর্তে বাস করতে এবং প্রতিদিন পাঁচটি ডুমুর খেয়ে জীবনধারণ করতে দেখেছেন। ৩য় একজন কেবল ইস্টার সানডেতে বছরে একবার তার চুল কাটত, ময়লা কাপড়চোপড় পরত, পরনের পোষাক ছিন্নভিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তা খুলতো না, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা ও গায়ের চামড়া পাথরের মতো না হওয়া পর্যন্ত উপোস করত।.....সেন্ট ইউসেবিয়াস একশ পঞ্চাশ পাউন্ড লোহা শরীরে বহন করতেন। তিনি তিন বছর শুকিয়ে যাওয়া একটি কূয়ার ভিতর কাটিয়েছেন। সেন্ট বেসারিয়ান চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত কাঁটা ঝোপের মধ্যে থাকেন.....সেন্ট মারসিয়ান দিনে একবার সামান্য আহার করতেন এবং সারাদিন ক্ষুধায় ছটফট করতেন।.....সেন্টজন সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি একটি পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে উপাসনারত ছিলেন। উপাসনারত অবস্থায় তিনি একবার ও বসেন নি। প্রতি রোববার প্রভুর উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

উৎসর্গীকৃত কিছু খাবার তাকে দেওয়া হত, তা খেয়েই তিনি জীবনধারণ করতেন। কিছু সন্ন্যাসী কাপড়চোপড় ঘৃণা করতেন। তারা হামাগুড়ি দিয়ে অন্যত্র যেতেন। চুল, দাঁড়ি-গোঁফ ছিল তাদের শরীরের আবরণ। .....সেন্ট এথানসিয়াস সোৎসাহে বর্ণনা করতেন কিভাবে সেন্ট এনটনি বার্ধক্যকাল পর্যন্ত নিজ পা ধোয়ার পাপ করেন নি। সিলভিয়া নামে এক কুমারী ষাট বছরের বৃদ্ধা হয়েও ধর্মীয় কারণে আঙ্গুল ছাড়া আর কোন অংগ ধৌত করতে অস্বীকার করেন। সেন্ট ইউফ্রেক্সিয়া একশ ত্রিশ জন কুমারীর একটি কনভেন্টে যোগদান করেন। ওরা কোনদিন তাদের পা ধোয়নি—গোসলের কথা শুনলে তারা আঁতকে উঠত।.....

.....সেন্ট জেরোম এবং আরো কয়েকজন ব্যক্তি বৈরাগ্যবাদে সহজতা আনার চেষ্টা করেন। এই কৃচ্ছ সাধনার ফলে বহুলোক পাগল হয়ে যেত। বহুলোক আত্মহত্যা করত। মঠবাসীদের নির্জন কামরাগুলো কান্না, বিলাপ ও ফোঁপানির এক ভয়ংকর পরিবেশ বিরাজ করত। মঠবাসীরা কাল্পনিক অশরীরী শত্রুর ভীতিতে ছিল বিহ্বল।"

চারপাশের স্বার্থ, মায়া, মমতা ছিন্ন করাই ছিল বৈরাগ্যবাদের মূল কথা। এর প্রভাবে সংসার জীবনের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে অসংখ্য মানুষ সংসার ধর্ম, মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিজনকে পরিত্যাগ করে আত্মার মুক্তির সাধনায় নিয়োজিত হয়। তাদের একাগ্রতা যাতে নষ্ট না হয়, এজন্য তাঁরা এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। "ইভাগ্রীয়াস নির্জন সন্ন্যাস জীবনযাপন করা কালে একদিন তাঁর মা-বাবার কাছ থেকে একটি চিঠি পান। চিঠি পড়লে তার ধ্যান নষ্ট হয়ে যেতে পারে–এ ভয়ে তিনি চিঠি পুড়িয়ে ফেলেন। .....মিউটিয়াস নামে এক ধনী ব্যক্তি তার সকল সম্পদ ত্যাগ করে আট বছরের ছেলেকে নিয়ে মঠে ভর্তি হন। তাকে এমন তালিম দেওয়া হয় যে, তিনি ভুলে যান যে তিনি এককালে অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন। এবার তার ছেলেকে ভুলে যাবার দীক্ষা শুরু হয়। ছেলেকে নোংরা কাপড় পরতে দেওয়া হয়, তার সামনে ছেলের উপর চলে নানা ধরনের অত্যাচার। ছেলের চোখে অশ্রু লেগেই থাকতো, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত—তিনি সব সহ্য করতেন। তিনি নিজের পূণ্য ও আত্মার উৎকর্ষের কথা চিন্তা করে ছেলের কথা ভুলে যেতেন। অবশেষে এবোট তাঁর ছেলেকে নদীতে ফেলে দেবার হুকুম দেয়। তিনি ছেলেকে নদীতে ফেলার জন্য অগ্রসর হন। ছেলেকে নদীতে ফেলার মুহূর্তে মঠবাসীরা ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

এক মায়ের সাত সন্তান মা কে ফেলে নির্জনবাসে চলে যায়। মা একবার সন্তানদেরকে দেখতে আসেন। মাকে দেখে সন্তানরা রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বাইরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সেন্ট পোম্যান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলেন—'আপনি বুড়ো মানুষ এমনভাবে কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ কেন করছেন?' কণ্ঠ শুনে বৃদ্ধা বুঝে ফেললেন এ তার ছেলের কণ্ঠ। তিনি বললেন—"ওহে ছেলে আমি তোমাদের এক নজর দেখতে চাই, আমাকে দেখলে তোমাদের কি ক্ষতি হবে? আমি কি তোমাদের বুকের দুধ পান করাই নাই? আমি অতি বুড়ো হয়ে গেছি, তোমাদের জন্য আমার প্রাণ ছটফট করছে—সন্তানেরা দরজা না খুলে জানিয়ে দিল মৃত্যুর পর তাদের সাথে দেখা হবে।"

বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি হবার আশঙ্কায় এ জাতীয় ঘটনার বিবরণ আর না বাড়িয়ে এ ব্যবস্থার উপর ঐতিহাসিকদের মতামত তুলে ধরা হচ্ছে :-
ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন বলেন—"পুরোহিতগণ সফলভাবে ধৈর্য্য ও ভীরুতার শিক্ষা দেয়। সক্রিয়ভাবে সামাজিক ভূমিকা পালনকে নিরুৎসাহিত করা হয়। সামরিক শৌর্য-বীর্যের অবশিষ্টাংশ কবরস্থ হয় নিভৃত প্রকোষ্ঠে। সরকারী ও বেসরকারী প্রচুর অর্থ উৎসর্গ হয় দানের নামে। সংযম সতীত্বের গুণপনা গাইত যারা তাদের উপর ব্যয় হয়- সৈনিকের বেতনের প্রয়োজনীয় অর্থ। বিশ্বাস, উৎসাহ, কৌতুহল তদুপরি বিদ্বেষ এবং উচ্চাকাঙ্খা ধর্মতাত্ত্বিক কলহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গীর্জা এমনকি রাষ্ট্র ও ধর্মীয় উপদলগুলোর কলহের কারণে হতবুদ্ধ হয়ে যেত। সম্রাটগণ যুদ্ধ-শিবিরের পরিবর্তে ধর্মীয় বিতর্ক সভার দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হতেন। সন্ন্যাসব্রত রোমান আত্মা ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার উপর আঘাত হানে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, বৈরাগ্যবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি করে। আবার বৈরাগ্যবাদের সাধনার ধরণ-ধারণ ও পদ্ধতি নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য, ধর্মীয় উপদল ও কলহ বিবাদের সূত্রপাত হয়। এর পরিণতি সম্পর্কে Will Durant তাঁর বই The Story of Civilization এ লিখেন—"বৈরাগ্যবাদ মানুষকে ব্যক্তিগত নাজাতের দিকে মনোযোগী করে তোলে। রাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠার মাধ্যমে যে সামষ্টিক মুক্তি অর্জন করা যায়, সেদিকে মানুষকে উদাসীন করে তোলে। এটা রাষ্ট্রের সংহতি দুর্বল করে। এ মতবাদের অনুসারীদেরকে সরকারী দায়িত্ব বা সরকারী চাকুরী গ্রহণে নিরুৎসাহিত করা হত। সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি করা ছিল সময়ের দাবী। অথচ তারা শান্তি

www.pathagar.com

কামী ও প্রতিরোধ বিমুখ মানসিকতা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিল। তাই বলা যায় যে যিশুর বিজয় ছিল রোম সাম্রাজ্যের মৃত্যুর পরোয়ানা।"

প্রাচ্যের চিন্তাবিদ আবদুল হামিদ সিদ্দিকী ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তা নিম্নে প্রদান করা হল :-

"আত্মা ও দেহের সংঘাততত্ত্ব, গীর্জা ও রাষ্ট্রের সংঘর্ষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর বড় রকমের আঘাত হানে। সৎ ও ধার্মিক লোকেরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে পড়ে। ফলে সুবিধাবাদী লোকেরা অবাধে তাদের তৎপরতা চালাতে থাকে এবং তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার পথে কোন বাধা না পেয়ে তারা আরো বেশী বেপরওয়া হয়ে উঠে। এ অবস্থাটাই সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গড়ে উঠার সুযোগ করে দেয়।

.....খ্রিস্টবাদ ব্যক্তিগত নৈতিকতার ক্ষেত্রে বড় রকমের বিপ্লব ঘটিয়েছে। কিন্তু তা সিজারকে (সম্রাটকে) যা ইচ্ছে তাই করার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়েছে। খ্রিস্টবাদ একটি কর্মক্ষেত্র আলাদা করে নিয়ে ব্যক্তি, বিবেক, গীর্জা ও গডকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই মতবাদ আধ্যাত্মিক জীবন ও পার্থিব জীবনের মাঝে যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তা শুধু মধ্যযুগের নয় পরবর্তীকালের চিন্তাধারাকেও প্রভাবান্বিত করে।"

(আবদুল হামিদ সিদ্দিকী : পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস-অনুবাদ অধ্যাপক এ.কে.এম নাজির আহমদ।)

মানুষের একটা ফিতরত আছে। ফিতরত থেকে মানবতাকে সরিয়ে ফেললে প্রতিক্রিয়া (Reaction) হতে বাধ্য।

আল্লাহ্তায়ালা মানুষের মধ্যে কিছু সহজাত প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর ভারসাম্য ব্যবহারের উপর মানব সভ্যতা নির্ভর করে। এগুলোকে বাদ দিলে জীবন অচল হয়ে যায়। আবার এগুলোর বাড়াবাড়ি ব্যবহার সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট করে। যেমন কাম বা যৌন প্রবৃত্তি—এ প্রবৃত্তির সঠিক ব্যবহারের উপর মানব জাতির অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আবার এ প্রবৃত্তির বাড়াবাড়ি দুনিয়ার অধিকাংশ পাপ ও অশান্তির কারণ। এভাবে ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদির সঠিক ব্যবহার সভ্যতাকে সচল রাখে। মানুষের গুণবাচক প্রবৃত্তি যেমন দয়া-দাক্ষিণ্য, দানশীলতা, ধৈর্য্য, একাগ্রতা সমাজের জন্য কল্যাণকর, আবার এগুলোর বাড়াবাড়ি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও abstract গুণগুলোর ভারসাম্য ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ সচল থাকে।

সমাজের মধ্যে অবস্থান করে সমাজ সভ্যতাকে সচল রাখতে হয়। খ্রিস্টবাদ এ সত্যকে অস্বীকার করে মানুষকে বৈরাগ্যবাদ ও সংসার ত্যাগের দীক্ষা দিয়েছিল। ফলে মানুষের ফিতরত বা স্বভাব বিরোধী আচরণের প্রতিক্রিয়া (Reaction) সৃষ্টি হয়। ফলে খ্রিস্ট সমাজ এক প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্তে চলে যায়। এ বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

বৈরাগ্যবাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্তায়ালা কালামে পাকে বলেন :-

"আর বৈরাগ্যবাদ যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল—আমি তাদের উপর এই বিধান প্রদান করি নাই।

(সূরা : আল হাদীদ, আয়াত-২৭)

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

খ্রিস্টধর্ম ও রাজশক্তি

রোম সম্রাট কন্‌স্টেনটাইন ভূ-মধ্যসাগরের নৌ-পথ নিজ কর্তৃত্বে রাখা এবং এশিয়া অঞ্চলে তার আধিপত্য সুসংহত করার জন্য ৩২৪ সালে প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত নিরাপদ নগরী তুরস্কের ইস্তাম্বুলে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং নগরীর নাম রাখেন কন্‌স্টানটিনেপুল। সম্রাটের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে—রোম, ইতালী ও গ্রীস ইত্যাদি এলাকায় নীরবে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপে তার আধিপত্য বহাল রাখার জন্য তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্মকে রাজধর্ম ঘোষণা করে তিনি ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করেন। তিনি সরকারী ব্যয়ে রোমে বিরাট গীর্জা তৈরি করে এ গীর্জাকে অন্যান্য সকল গীর্জার নিয়ন্ত্রক গীর্জায় (Controller) বানিয়ে দেন। এ গীর্জার নাম সেন্ট পিটার ক্যাথিড্রেল।

তার মৃত্যুর পর তার তিনপুত্র খ্রিস্ট ধর্মের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তারপর রোম সাম্রাজ্যে ব্যতিক্রমধর্মী এক ঘটনা ঘটে। রোম সম্রাট ৬ষ্ঠ কন্‌স্টানটাইনকে গৃহবন্দী করে রাজমাতা আইরিন নিজ হাতে সাম্রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করেন। এ মহিলা অত্যাচারী ও দুশ্চরিত্রা ছিল। খ্রিস্টান যাজকেরা তাকে মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু না মেনেও উপায় ছিল না। কারণ সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিলে, উদীয়মান মুসলিম শক্তির কাছে তাদেরকে পরাজিত হতে বাধ্য হতে হবে। ফলে অসন্তুষ্ট চিত্তে তারা আইরিনকে মেনে নিতে বাধ্য হল।

খ্রিস্ট ধর্মের নিয়ন্ত্রণকারী রোমের প্রধান গীর্জা সেন্ট পিটার ক্যাথিড্রেল এর পোপ হাড্রিয়েন ৭৯৫ সালে মারা যান। তার মৃত্যুর পর পোপ হন তৃতীয় লিও। কিন্তু চারিত্রিক মান ও অন্যান্য কারণে হাড্রিয়েনের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব নবনিযুক্ত পোপের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেন এবং তাকে

www.pathagar.com

হত্যা করা কিংবা তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেন। পোপ তৃতীয় লিও অবস্থা বেগতিক দেখে আলপ্‌স পর্বত অতিক্রম করে ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লম্যানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। লিও বিরোধীরা রাজার কাছে পোপের অবৈধ কার্যকলাপের ফিরিস্তি দিয়ে তাকে বরখাস্ত করার আবেদন জানায়।

রাজা শার্লম্যান তার প্রধান পরামর্শ দাতা আল কুইনের সাথে পরামর্শ করেন। আল কুইন তাকে বলেন, "রোম সম্রাট ৬ষ্ঠ কন্‌স্টানটাইন গৃহবন্দী। দুশ্চরিত্রা আইরিনকে খ্রিস্ট সমাজ মনে প্রাণে গ্রহণ করে নাই। এদিকে পোপও রোম থেকে বিতাড়িত। রাজা যদি সুযোগ গ্রহণ করে রোম দখল করে পোপ তৃতীয় লিওকে স্ব-স্থানে অধিষ্ঠিত করতে পারেন তবে কৃতজ্ঞ পোপ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে রাজাকে রোম সম্রাট ও খ্রিস্ট জগতের প্রধান বানিয়ে দেবে।" পরামর্শ মত কাজ হলো। রাজা শার্লম্যান রোম দখল করেন এবং পোপকে স্ব-স্থানে অধিষ্ঠিত করেন।

এবার কৃতজ্ঞ পোপ আটশত খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টের জন্ম উৎসব পালন উপলক্ষে মণি-মুক্তা খচিত রাজমুকুট শার্লম্যানের মাথায় পরিয়ে দেন এবং প্রথা অনুযায়ী তার দেহে তৈল মর্দন করেন। এ আনুষ্ঠানিকতার কারণে শার্লম্যান রাজা থেকে রোম সম্রাটে পরিণত হন। রোমের সেন্ট পিটার ক্যাথিড্রেলের উৎসবে উপস্থিত সবাই শার্লম্যানকে রোমের সম্রাট ও খ্রিস্ট জগতের প্রভু হিসেবে আনুগত্য প্রকাশ করল। এভাবে তিনি হয়ে যান রোম সাম্রাজ্যের Lord and Father, Emperor, Priest, Guide an Chief. আর তৃতীয় লিও হন তার একান্ত অনুগত ও বাধ্য পোপ ও খ্রিস্টজগতের আধ্যাত্মিক গুরু।

সম্রাট তার রাজত্বকালে ৫৪টি যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। ৭টি যুদ্ধ ব্যতিত তিনি সকল যুদ্ধে জয় লাভ করেন। ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সমগ্র ইউরোপ তার দখলে চলে আসে। যে ৭টি যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করতে পারেন নি তা ছিল স্পেনের মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে। সম্রাট শার্লম্যান পীরেনিজ পর্বত পার হয়ে স্পেনের 'এব্রো' নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন কিন্তু মুসলিম বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে তার বাহিনী আর অগ্রসর হতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, স্পেনের মুসলিম শাসন ৭১১ থেকে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল।

www.pathagar.com

সম্রাট শার্লম্যানের ধর্ম অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম প্রজারা বিনা বাক্যে গ্রহণ করে নেয়। সম্রাট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে ইউরোপের সর্বত্র খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে দেন। তিনি সব জায়গায় গীর্জা তৈরি করান, বিশপ নিযুক্ত করেন এবং প্রতিটি গীর্জায় প্রচুর জায়গা ও সম্পত্তি প্রদান করেন। আরো একটি আশীর্বাদ তার ভাগ্যে জুটে। ৮১২ সালে কন্‌স্টানটিনেপলের বায়জানটাইন সম্রাট তাকে সরকারীভাবে (Officially) রোম সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। ফলে সম্রাট শার্লম্যান হয়ে যান খ্রিস্ট জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। ৮১৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তিনি মারা যান।

পোপ ও যাজকরা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের Policy বদলাতে থাকে। প্রথমে তারা রাজ্যশক্তিকে এড়িয়ে ধর্ম প্রচার করে। পরে রাজশক্তির সহায়তা লাভ করে রাজাকে তোষণ করার নীতি গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় ধর্ম প্রচার করে। অতঃপর রাজা শার্লম্যানকে রোম সম্রাট বানিয়ে তার সহযোগিতায় খ্রিস্টধর্ম পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়। স্থানে স্থানে গীর্জা ও মঠ গড়ে তোলা হয়। এগুলো প্রচুর জমি ও সম্পদের মালিক হয়। গীর্জা ও মঠে বিদ্যা শিক্ষার চর্চা শুরু হয়। এবার রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনে গীর্জা শিক্ষিত রাজ-কর্মচারী সরবরাহ করতে থাকে। এ সকল সরকারী কর্মচারী দ্বৈত আনুগত্য প্রকাশ করে। তারা একদিকে সম্রাট ও রাজার আনুগত্য করে অপরদিকে পোপেরও অনুগত হয়।

শার্লম্যানের মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম অটো সম্রাট হন। তিনি পিতার মত যোগ্য ছিলেন না। তিনি পোপ ও যাজকদের সহযোগিতা নিয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। প্রথম অটোর পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অটো সম্রাট হন। তৃতীয় 'অটো' নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তখন পোপ ও যাজক শ্রেণী জনগণকে একমত করে জার্মানীর একজন প্রথিতযশা সামন্তবাদী জমিদার ডিউক হেনরীকে রোম সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের ব্যবস্থা করেন। ডিউক (জমিদার) থেকে সম্রাট হয়ে কৃতজ্ঞ, হেনরী পদে পদে পোপের পরামর্শে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। সর্বত্র পোপের মনোনীত লোকজন রাজ কর্মচারী নিযুক্ত হন। এভাবে পোপ সম্রাটের চেয়ে বেশী প্রতাপশালী হয়ে উঠেন।

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিকভাবে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। শার্লম্যানের পরবর্তী সম্রাটগণ তার মত যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারেন নি। পরবর্তী সম্রাটগণ তাদের ভাই কিংবা ছেলেদেরকে কোন কোন এলাকার রাজা বানিয়ে দেন। ওরা ঐ এলাকাসমূহে স্বাধীন রাজায় পরিণত হয়। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহী বাহিনী জিতে গেলে তাদের নেতা ঐ এলাকার রাজা বনে যান।

এভাবে পরবর্তী ইউরোপ এককেন্দ্রিক নেতৃত্বের পরিবর্তে বহু রাজাদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। কিন্তু রোমের পোপের প্রতি সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে। ফলে পোপ হয়ে যান ইউরোপের ঐক্যের প্রতীক। এছাড়া সব গীর্জায় বিশপ ও যাজক শ্রেণী এবং পোপ মনোনীত রাজ-কর্মচারীগণ পোপের প্রতি রাজার চেয়ে বেশী অনুগত ছিল। ফলে পোপ সব রাজ্যে প্রভাব খাটাতে থাকেন।

এবার পোপ নির্দেশ জারি করে সব গীর্জায় সৈন্য বাহিনী পোষণ করার ব্যবস্থা করেন। তার মাথায় নতুন পরিকল্পনা গজিয়ে উঠে।

তিনি ভাবেন– যীশু খ্রিস্টের জন্মস্থান বেথেলহাম ও ফিলিস্তিন মুসলমানদের অধীনে। আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ, ভূমধ্যসাগরীয় নৌপথের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো মুসলমানদের দখলে। এগুলো উদ্ধার করে খ্রিস্ট জগতের হাতে নিয়ে আসতে হবে। পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রা ও বাণিজ্য পথ নিরাপদ করার জন্য পোপ Urban II মুসলমানদের বিরুদ্ধে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডের আহবান জানান। গীর্জার সৈন্যবাহিনী এ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। সকল রাজ্য সফর করে তিনি রাজা, সামন্ত নেতা, ডিউক নাইট, ভাড়াটে সৈন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে বায়জানটাইন সম্রাট Alexius এর নেতৃত্বে সমর অভিযানে অগ্রসর হন। কিন্তু মুসলিম নেতা ইমাম উদ্দিন জঙ্গের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসেন।

ইমাম উদ্দিন জঙ্গের ইন্তেকালের খবর পেয়ে পোপ Eugenius III আবার সকল খ্রিস্টশক্তি একত্রিত করে দ্বিতীয় ধর্ম যুদ্ধ ক্রুসেডে অবতীর্ণ হন। ১১৪৮ সালে জার্মানীর সম্রাট Conrad III ও ফ্রান্সের রাজা Louis VII সম্মিলিত ভাবে এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। এবার ইমাম উদ্দিন জঙ্গের ছেলে নুরুদ্দীন জঙ্গের হাতে পর্যদুস্ত হয়ে খ্রিস্ট বাহিনীকে ফিরে আসতে হয়।

www.pathagar.com

আবার ক্রুসেডাররা পোপ Gregory VIII এর আহবানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১১৯২ সালে মুসলিম বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে মুখোমুখি হন। এবার গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর হাতে বিপর্যস্ত হয়ে অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করে অপমানজনক অবস্থায় সন্ধিপত্রে সই করে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ইন্তেকালের পর ক্রুসেডাররা আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। এবার মিশরের বীর সুলতান বায়বার্স তাদের উপর চরম আঘাত হানেন। তিনি ১২৯১ সালে হৃত টায়ার, সিডন, বৈরুত প্রভৃতি অঞ্চল পুর্নদখল করেন। এবার ক্রুসেডাররা বিতাড়িত হয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ে। (সূত্র : The Arabs : A Short History by phillip K. Hitti)

বি:দ্রঃ ক্রুসেডের প্রথম আক্রমণকালে জেরুজালেমের পতন হয়। তাদের হাতে জেরুজালেম শহরের নারী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই নিহত হয়। শহরের অলিতে গলিতে স্তূপীকৃত মানুষের হাত, পা, মাথা ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখা যায়। ১১৮৭ সালে গাজী সালাহউদ্দিনের হাতে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার হয়।

(সূত্র : The Arabs : A Short History by phillip K. Hitti)

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজশক্তির ছত্রছায়ায় যাজক শ্রেণীর কার্যকলাপ

"আমি তোমাদের সকলকে বলি শত্রুকে ভালবাস। যে তোমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তার উপকার কর। যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, তার কল্যাণ কামনা কর। যে তোমায় অবমাননা করে তার জন্য প্রার্থনা কর। যে তোমায় এক গালে চড় মারে তার সামনে অপর গালটি বাড়িয়ে দাও। যে তোমার জামা নেয়, তাকে কোট নিতেও নিষেধ করো না। অন্যদের কাছ থেকে তুমি যে ব্যবহার পেতে আশা রাখ, তুমি নিজেও তেমনি ব্যবহার কর। কেবল যে তোমাকে ভালবাসে তাকেই যদি শুধু ভালবাস তাহলে তোমার মহত্ত্ব কিভাবে প্রকাশ পাবে? (লুক–৬ : ২৭–৩২)

"যদি তোমরা মানুষের অপরাধ ক্ষমা কর তাহলে তোমাদের আসমানী পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর যদি মানুষের ত্রুটি ক্ষমা না কর তাহলে তোমাদের পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন না।" (লুক ৬ : ১৪–১৫)

এ জাতীয় নৈতিক উপদেশ মেনে অসীম ধৈর্য প্রদর্শন করে যিশুর শিষ্যগণ ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। তারা আড়াই তিনশত বছর ধর্ম প্রচার করেন। এ সময় তাদেরকে বহু জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

প্রথমে রোম সম্রাট ও তার প্রতিনিধিবর্গ এবং ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়। রোম সম্রাট নিরো রোম পোড়ানোর অভিযোগ উত্থাপন করে Available প্রতিটি খ্রিস্টানকে গ্রেফতারের চেষ্টা করে। তাদের কাউকে শূলে চড়িয়ে, কাউকে বাঘ সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। বহু সংখ্যক নারী-পুরুষ ও শিশুকে রোমের কুখ্যাত আখড়ায় পাশবিক খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৭০ খ্রিস্টাব্দে তিতুসের নেতৃত্বে বায়তুল মাকদিস সহ বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করে ৯৭ হাজার খ্রিস্টানকে দাস-দাসী বানানো হয়, ১১ হাজার

www.pathagar.com

লোককে উপোস রেখে মেরে ফেলা হয়, আরো কয়েক হাজার লোককে সৈন্যদের তরবারি প্রশিক্ষণের শিকারে পরিণত করা হয়।

সম্রাট 'নিরোর' পর মার্কোস, আরিলিয়াস, সেন্টিমোস, সেভিরস, ডেলিসিওস ও ডালেরিয়াস সমান তালে নির্যাতন চালিয়ে যায়। সর্বশেষে ডারোক্লোটিয়াস চূড়ান্ত নির্যাতন অভিযান পরিচালনা করে। সে গীর্জা ধ্বংস করে বাইবেল পুড়িয়ে ফেলে। গীর্জার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। ৩০৪ খ্রিস্টাব্দে সে নির্দেশ জারি করে যে, যে খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ করবে না তাকে হত্যা করা হোক। এ নির্দেশের পর বহু খ্রিস্টানকে হত্যা করা হয়। যারা খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ করতে সাহসিকতার সাথে অস্বীকার করে তাদের দেহ কেটে লবণ ও টক লাগিয়ে নির্যাতন করা হয়। এ সময় প্রার্থনারত ভক্তদের গীর্জায় আটকিয়ে গীর্জাসহ তাদেরকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাও ঘটেছে।

এ হল মুদ্রার একদিক– মুদ্রার বিপরীত দিকও ঘটনাবহুল তবে সুখকর নয়। রোম সম্রাট কন্‌স্টেনটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময় খ্রিস্টধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়। তখনো সাম্রাজ্যের অর্ধেকের বেশী প্রজা পৌত্তলিক (Pagan) ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। এ সময় পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে নির্যাতন আরম্ভ হলেও মারাত্মক আকার ধারণ করে নি।

Rev. Cutt লিখিত Constantain the Great বইতে নির্যাতনের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। বইতে উল্লেখ আছে– "পৌত্তলিক মন্দিরসমূহের ছাদ ও দরজা খুলে ফেলা হয়। মূর্তিসমূহের বস্ত্র ও অলংকার হরণ করে মন্দির থেকে বের করে দেওয়া হয়।"

সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের সময় দুটি বিধি প্রণীত হয়। বিধিগুলো হলো :-

১। রাষ্ট্র নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ পাপ কাজ দেখলে দোষীদের শাস্তি দেবেন, যদি তারা শাস্তি না দেন তবে তারা এ পাপ কাজের অংশীদার বলে গণ্য হবেন।

২। কল্পিত দেব-দেবী ও প্রতিমা পূজা করা, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

এ সময় রোমান সিনেট আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রস্তাব পাশ করে। প্রস্তাবটির সারমর্ম হলো– "জুপিটারের পূজা রোমানদের ধর্ম নয়– ধর্ম হলো যিশুর পূজা।" এ সময় সম্রাট একটি ফরমান জারি করেন। ফরমানে বলা হয়–"যিশু ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর পূজা প্রকাশ্যে বা গোপনে করা যাবে না। যে এ বিধি লংঘন করবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।"

www.pathagar.com

এবার তারা উপরে উল্লেখিত বাইবেলের শ্লোকসমূহ সম্পূর্ণ ভুলে যায়। শুরু হয় ধর্মীয় কারণে নির্যাতন। নির্যাতনের নমুনা ঐতিহাসিক Gibbon লিখিত The Fall of Roman Empire বইতে পাওয়া যায় : "এই সময়ে বল প্রয়োগে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করা হয়। 'গল' নামক প্রদেশে তুরশের বিশপ ধর্মপরায়ণ যাজকদের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মন্দির, উপাসনালয়, মূর্তি ও কথিত পবিত্র বৃক্ষসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন। সেরাপিসের মূর্তিকে টুকরা টুকরা করে জনসম্মুখে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এসব জুলুম-নির্যাতনের ফল দাড়ায় এই যে, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসীরা বাধ্য হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠাহীন ও অবিশ্বাসী পূজারীতে গীর্জা ভর্তি হয়ে যায়।"

Encyclopaedia Britanica এর Art Inquisition অধ্যায়ের কিছু বর্ণনা প্রাসঙ্গিকভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :- "সমস্ত অখ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদ উৎখাত করার জন্য শক্তি প্রয়োগের বর্বরোচিত পদ্ধতি খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা বৈধ করে নিয়েছিল। রোমের পোপের অধীনে প্রতিষ্ঠিত Inquisition আদালত সমূহ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এসব আদালত নাস্তিকতা, খোদাদ্রোহীতা, ইহুদী ধর্ম পালন, ইসলাম গ্রহণ ও বহুবিবাহের ন্যায় অপরাধসমূহের শাস্তি বিধানের জন্য যে সব ফৌজদারি আইন চালু করে তার মধ্যে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা, জিহ্বা কেটে ফেলা, কবর খোঁড়ে হাড়গুড় বের করা অন্যতম। স্পেনের ধর্মীয় আদালতের রায়ে তিন লক্ষ ২৪ হাজার লোককে বিভিন্ন পন্থায় হত্যা করা হয়। এছাড়া মেক্সিকো, কর্ডোভা, সিসিলি, সার্ডিনিয়া, নেপল্‌স্ ও কালাব্রারাস অঞ্চলের ধর্মীয় আদালতসমূহের রায়ে অখ্রিস্টীয় ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করার জন্য অন্তত দেড় লাখ লোককে হত্যা করা হয়।"

এ সময় পোপ ও যাজক শ্রেণীর অধীনে গীর্জা ও মঠের কি হালত হয়েছিল তা নিজের ভাষায় বর্ণনা না করে খ্যাতিমান ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবিদদের লিখিত যুগোতীর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো :-

"পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পুরোহিত তাদের পূর্বসুরীদের মত জীবনযাপন করত– একথা মেনে নিলেও এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নাই যে, হাজার হাজার পুরোহিত মঠবাসী সন্ন্যাসীর জীবন নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কলঙ্কে ভরপুর ছিল। এমন কি যাজক শ্রেণীর লোকও উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার প্রয়োজনে ধর্মীয় মত পর্যন্ত বিশ্রীভাবে বিকৃত করা হত। প্রকৃত অর্থে পোপ ছিলেন যিশু বিরোধী। তার হাতে ধর্মের অধ:পতন

www.pathagar.com

ঘটে। পোপের হাতে ধর্ম শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ধর্ম হয়ে পড়ে ইতালীয় ধর্মীয় রাজ কুমারদের লাম্পট্য, বিলাসিতা ও স্বার্থপরতা চরিতার্থ করার মাধ্যম।"

(Edward Eyre : European Civilization IV P-139)

"নুরেমবার্গের ডায়েটে (১৫২২ খ্রিঃ) গীর্জার বিরুদ্ধে যে Hundred grievances প্রণয়ন করা হয়, তাতে বলা হয় যে, গীর্জা জার্মানীর অর্ধেক সম্পদের মালিক হয়ে গেছে। একজন ক্যাথলিক ইতিহাসবিদের মতে গীর্জা জার্মানীতে তিনভাগের এক ভাগ, ফ্রান্সের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সম্পদের মালিক ছিল। কিন্তু পার্লামেন্টের প্রকিউরার জেনারেল ১৫০২ সালে হিসেব করে দেখান যে, ফ্রান্সের সব সম্পদের ৪ ভাগের তিন ভাগ গীর্জার অধীনে ছিল। ইতালী উপদ্বীপের $\frac{১}{৩}$ ভাগ পোপের রাষ্ট্র হিসেবে গীর্জার মালিকানাধীন ছিল। অন্যান্য অংশেও গীর্জা মূল্যবান সম্পদের মালিক ছিল।"

(Will Durant : The Story of Civilization)

"একজন মঠ অধ্যক্ষ একবার রোমে গেলে পোপও কার্ডিনালদেরকে মোটা অঙ্কের দক্ষিণা দিতে হত। এর বিনিময়ে পরবর্তী নির্বাচনে তার মঠ অধ্যক্ষ পদ লাভ করা সুনিশ্চত হত।" (James Hastings : Encyclopedia of Religion and Ethics)

"চতুর্দশ শতাব্দীর একজন ডমিনিকান জন ব্রোমাইড তার সহকর্মী যাজকদের সম্পর্কে বলেন– যাদের দরিদ্রদের পৃষ্ঠপোষক হবার কথা, তারা উত্তম খাদ্যের লোভ করে। তাদের খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই সকাল বেলার প্রার্থনায় অংশ নিতে পারে। তারা ভুঁড়িভোজ ও পানে আসক্ত এবং যাজকদের সমাবেশ এখন লম্পট ব্যক্তি ও অভিনেতাদের বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।"

(Will Durant : The Story of Civilization)

Guy Joucnneaux কে পোপের পক্ষ থেকে ফ্রান্সের বেনেডিকটাইন মঠ-ব্যবস্থার সংস্কার করার জন্য পাঠানো হয়। তিনি গীর্জার বিষয়াদি সম্পর্কে একটি দুঃখজনক রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন–"বহু মঠবাসী সন্ন্যাসী জুয়া খেলে, সরাইখানায় যাতায়াত করে, তলোয়ার সঙ্গে রাখে, টাকা পয়সা সঞ্চয় করে, যৌন অপরাধ করে, মদ পান করে এবং দুনিয়ার আসক্ত ব্যক্তিদের চেয়ে বেশী পরিমাণ দুনিয়াদার হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

(Will Durant : The Story of Civilization)

"গীর্জায় ও মঠে কুমারীদের অবস্থা ছিল আরো খারাপ। এ ব্যবস্থার সূচনা ছিল চমৎকার। কিন্তু এক শতাব্দীর মধ্যে উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করে। এসব কুমারী নির্জন বাস বেছে নিয়েছিল নোংরামি থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার উন্নতি সাধন কল্পে। তাদের জন্যে যে নৈতিক মান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল, তা তারা রক্ষা করতে পারে নাই। আত্মার-উন্নতির পথ ছেড়ে দিয়ে তারা দেহের চাহিদা মিটানোর দিকে ঝুঁকে যায়, কিংবা তাদেরকে ঝুঁকে যেতে বাধ্য করা হয়। তারা লজ্জাশীলতা ও পেশাগত সৎ চরিত্রতা বর্জন করতে থাকে। তারা মাঝে মধ্যে নিজেদের আবাসস্থল ত্যাগ করে অন্যদের বাসায় যাতায়াত শুরু করে। তারা জনগণের উদ্দেশ্যে নির্মিত গোসলখানায় আসা-যাওয়া শুরু করে। তারা বিভিন্ন জায়গায় জন্মদিন উৎসবে যোগদান করে। তাদের আবাসস্থলে সন্দেহজনক লোকজনের আনাগোনা দেখা যায়। এ সবই ছিল গর্হিত অথচ তাদের কুমারীত্ব ছিল মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত।" (G.G Couton : Feve Centuries of Religion)

যাজক ও মঠবাসীর অধঃপতনের কারণে তারা জনগণের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের প্রভাব কমতে থাকে। গীর্জা ও মঠ প্রকাশ্যে সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে The Cambridge Modern History থেকে একটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হল :-

"ক্রমাগতভাবে বিপুল অর্থ আদায়ের কারণে রোমের পোপকে অধস্তন যাজকগণ ঘৃণা করত। আবার স্থানীয় যাজকদেরকে একই কারণে জনগণ ঘৃণা করত। এ ঘৃণা এতই তীব্র ছিল যে, ১৫০২ সালে ইরেসমাস লিখেন যে, সাধারণ মানুষের অবস্থা এমন দাড়ায় যে, তাদেরকে কেউ মঠবাসী বলে ডাকলে তারা নিজেদেরকে অপমানিতবোধ করত। এ সময় সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করত, অথচ পাদ্রী জীবন ছিল প্রাচুর্যে ভরপুর। তাদের ছিল বহুসংখ্যক শিকারী বাজপাখী, কুকুর, জমকালো অনুচরবর্গ ও সুসজ্জিতা মহিলা সঙ্গিনী।"

Drapper তার Science and Religion গ্রন্থে লেখেন :

"তাদের টেবিলগুলো ছিল স্বর্ণখচিত। রূপার বাসন-কোসন ছিল মণি-মুক্তা খচিত। তাদের চতুর্দিকে থাকত মূল্যবান পোষাক পরিহিত অনুচরবৃন্দ। যৌন ক্ষুধা উদ্রেকের জন্য পাশে থাকত অর্ধউলঙ্গ বালিকা দল। যে শহরগুলোতে সর্বোচ্চ সংখ্যক যাজক বসবাস করত, সে শহরগুলোতে সর্বোচ্চ সংখ্যক বেশ্যাদের আড্ডা দেখা যেত।"

www.pathagar.com

বাইবেলের বাণী এবং ধর্মযাজকদের প্রচারণার কারণে সাধারণ লোকেরা আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশের জন্য অর্থাৎ স্বর্গে যাওয়ার জন্য বৈরাগী সেজে মঠে নিষ্ঠার সাথে সাধনার পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু যখন প্রকাশ হয়ে গেল যে, ধর্মযাজকদের ব্যক্তিগত জীবন আসলে বিলাস, ভোগ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় ভরপুর তখন এক ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হল। মানুষ ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে গেল। আরো একটি বিষয় ইউরোপের বিদগ্ধ জনগণকে ভাবিয়ে তুলল। বিষয়টি ক্যাথিলিক চার্চ কর্তৃক পাপীদের পাপমোচন করে স্বর্গে যাওয়ার সার্টিফিকেট (Indulgence) বিক্রি। এ বিষয়টি সম্পর্কে একটু পরিস্কার ধারণা দেওয়া দরকার।

প্রচার করা হয় যে যিশু গীর্জাকে পাপ মোচন করার ক্ষমতা দিয়েছেন। ফলে পোপ পাপ মুক্তির সার্টিফিকেট (Indulgence) ইস্যু করা আরম্ভ করেন। গীর্জা এ অধিকার লাভ করে 'ইকিউম্যানিক্যাল কাউন্সিল' থেকে। এ কাউন্সিল খ্রিস্টধর্ম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধিকারী ছিল। দ্বাদশ ইকিউম্যানিক্যাল কাউন্সিল ঘোষণা করে যে, যেহেতু যিশু গীর্জাকে পাপ মোচনের ক্ষমতা দিয়েছেন সেহেতু গীর্জা খ্রিস্টানদের মুক্তির জন্য পাপ মুক্তি ও স্বর্গে যাওয়ার সার্টিফিকেট (Indulgence) ইস্যু করবে। কাউন্সিল আরো সিদ্ধান্ত নেয় যে যদি কোন খ্রিস্টান এ সার্টিফিকেট নিরর্থক বলে প্রচার করে কিংবা গীর্জার এ অধিকার অস্বীকার করে তাহলে তাকে ধর্মচ্যুত করা হবে। সাথে সাথে এও সিদ্ধান্ত হয় যে, এ ক্ষমতা ভেবে-চিন্তে প্রয়োগ করতে হবে যাতে যাজকীয় নির্দেশের অপব্যবহার না হয়।

উল্লেখ্য এ সার্টিফিকেট বহু টাকার বিনিময়ে বিক্রি হত। ধনী লোক ছাড়া কেউ এ সার্টিফিকেট কিনতে সক্ষম হত না। প্রচার করা হয় যে যার নামে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে, তাকে কোন পর্যায়ের কেউ স্বর্গে প্রবেশে বাধা দিতে পারবে না। সার্টিফিকেট বিক্রির মাধ্যমে গীর্জার প্রচুর আয় হচ্ছিল। তাই তারা বেশী বেশী সার্টিফিকেট বিক্রির জন্য খ্রিস্টজগতের চতুর্দিকে কমিশনের মাধ্যমে দালাল নিযুক্ত করে।

ক্রমে পোপ অধিকতর সম্পদশালী হয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরো বেশী ভূমিকা রাখতে উদ্যোগী হন।

ঐ সময়কার ইউরোপের চিত্র 'অনাগত মানব সভ্যতা' বইতে সুস্পষ্ট হয় ফুটে উঠেছে :

গীর্জার লোকেরা রাজা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগে উত্থাপন শুরু করলো। অভিযোগগুলো কেবল ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

ছিলো না। রাজনৈতিক প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নেও মোকদ্দমা শুরু হলো। একাদশ শতাব্দীতে পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিবাদ শুরু হলো। পুরোদমে চলতে থাকলো এ বিবাদ। প্রথমদিকে পোপ বিজয়ী হলেন। চতুর্থ হেনরী সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে "কাসল অব ক্যানোসা"-তে গিয়ে পোপের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হলেন। এটা ছিলো ১০৭৭ সালের ঘটনা। যে পর্যন্ত না রাজদরবার বিনীত অনুরোধ জানালো, সে পর্যন্ত পোপ হেনরীকে তাঁর কাছে যেতে অনুমতি দেননি। অতঃপর হেনরীকে নগ্নপদে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো। হেনরী মোটা উলের পোশাক পরে প্রবেশ করলেন এবং অনুশোচনা জ্ঞাপন করলেন। পোপ সে অনুশোচনা অনুমোদন করলেন। পোপতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত না হওয়া পর্যন্ত পোপ ও সম্রাটের দ্বন্দ্ব অবিরত চলছিলো।

রাষ্ট্রনায়কদের সাথে লড়াই চলাকালে পুরোহিতগণ জনগণের উপর করভার বৃদ্ধি করলো। করভারে অতিষ্ঠ জনগণ গুঞ্জরণ শুরু করলো। তাদের দুর্ভোগ বেড়েই চললো। জনগণের এ অসন্তোষকে পুঁজি করলো রাষ্ট্রনায়কেরা। তাঁরা জনগণকে গীর্জার শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললেন। এক্ষেত্রে তাঁরা পাদ্রীদের গোপন পাপাচার ও অমিতাচারের কাহিনী জনসমক্ষে ফাঁস করে দিলেন। পাদ্রীসুলভ পোশাকের আড়ালে যে লাম্পট্য আত্মগোপন করেছিলো তা জনগণের সামনে নগ্ন হয়ে গেলো। এটা ছিলো একটা চরম আঘাত। এ পরিণতিতে ভয়ানক নেতিবাচকতা আত্মপ্রকাশ করলো যার ফলে ইউরোপে ধর্ম এবং জীবনের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের সব সম্ভাবনা বিলীন হলো। ধর্মীয় মতবাদ এবং সমাজ ব্যবস্থা পৃথক হয়ে গেলো। নিজ অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এটা ছিলো পাশ্চাত্য গীর্জার সবচে' বড়ো অপরাধ।

এ অপরাধমূলক কাজ কি করে সংঘটিত হলো? প্রথমত: ধর্মযাজকেরা বাইবেলের সমঝ ও ব্যাখ্যাদানের সব অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিলো। গীর্জার বাইরের কোন চিন্তাবিদ এ গ্রন্থ মূল্যায়ন করার অধিকারী ছিলেন না। দ্বিতীয়ত: খ্রিস্টীয় ধর্মীয় বিশ্বাসে এমন সব কথা সংযোজন করা হলো যেগুলো ছিলো দুর্বোধ্য ও অবিশ্বাস্য। যিশু সম্বন্ধে তাদের আজগুবি চিন্তার কথা আর্ণল্ড সাহেবের উদ্ধৃতিতে পরিস্ফুট। এসব অস্পষ্ট মতকে তারা 'স্বর্গীয় রহস্য' আখ্যা দিয়েছিলো। এগুলোকে উপাসনা পদ্ধতিতে সংযোজিত করলো। উদাহরণস্বরূপ 'ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানের' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ অনুষ্ঠানে রুটি ও মদকে যিশুর শরীর ও রক্ত জ্ঞান করা হয়। মার্টিন লুথার, জন ক্যালভিন এবং উলরিখ উইংলী (Ulrich Zwingli) এ

www.pathagar.com

সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে প্রোটেস্টানটিজম-এর জন্ম দেন। ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানটি খ্রিস্টবাদের একটা নতুন সংযোজন। অবতীর্ণ গ্রন্থে, খ্রিস্টবাদের প্রাথমিক ইতিহাস অথবা ইকিউম্যানিক্যাল কাউন্সিলের কোন ঘোষণায় তার উল্লেখ নেই।

আসল ব্যাপার ছিলো যে খ্রিস্টানরা, 'ইস্টার' উৎসবে চিরাচরিতভাবে রুটি খেত এবং মদ পান করতো। এটাকে তারা প্রভুর সান্ধ্য-ভোজ নামে অবিহিত করতো। পরবর্তীকালে গীর্জা বললো যে এ রুটি এবং মদ যিশুর প্রকৃত দেহ ও রক্তের রূপ লাভ করে। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি এ রুটি ও মদ গ্রহণ করবে সে ব্যক্তি প্রভুর ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। গীর্জা এ মত খ্রিস্টানদের ওপর চাপিয়ে দিলো এবং এর বিচারবিশ্লেষণ নিষিদ্ধ করে দিলো। বলা হলো এ বিষয় কেউ আলোচনা করলে তাকে ধর্মচ্যুত করা হবে।

ধর্মে এসব অবাস্তব ভুল বিশ্বাস ঢুকানো হলো। এগুলোর উৎস অন্বেষণ করার প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। তারপর গীর্জা আরেক কদম এগিয়ে গেলো। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অনেক আজগুবি থিউরী ধর্ম বিশ্বাসের নামে প্রচার করা শুরু হলো। সমসাময়িককালের কতিপয় ভৌগলিক, ঐতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক থিউরী ধর্মে ঢুকানো হলো। এগুলোর বেশীর ভাগই ছিলো ভ্রান্তি ও কল্পনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এগুলোর আলোচনা, সংশোধন, অস্বীকৃতি এবং বিকল্প তালাশ করা ছিলো অবৈধ।

এটাই ছিলো খ্রিস্টবাদের উপর শেষ আঘাত। কেননা অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক এ মতগুলো সামান্য পরীক্ষণের মাধ্যমে হতো পরিত্যক্ত।

তদুপরি ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট-এ বর্ণিত ভূগোল ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কতিপয় ব্যাখ্যার সাথে ধর্ম যাজকগণ তৎকালীন প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান যোগ করলো। এ জ্ঞানকে তারা ধর্মীয় রং দিল এবং একে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করলো। এ সম্পর্কে ধর্মযাজকদের লিখা বই-পুস্তক বের হলো। তৎকালীন আজগুবি ভূগোল জ্ঞানকে "খ্রিস্টীয় ভূগোল" আখ্যা দেয়া হলো। এ জ্ঞান যে ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারতো না তাকে 'অধার্মিক' বলা হতো।

এ সময়ে ইউরোপে যুক্তি প্রবণতার উন্মেষ ঘটেছিলো। বিজ্ঞানীরা ধর্মীয় ঐতিহ্য ভেঙ্গে ফেলেছিলো। তারা খ্রিস্টীয় ভূগোলের কড়া সমালোচনা করলো এবং তা প্রত্যাখ্যান করলো। বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও ধর্ম বিশ্বাস সাংঘর্ষিক হয়ে পড়লো। বিজ্ঞানীরা ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন

www.pathagar.com

করতে থাকলো। এতে গীর্জা ক্রুদ্ধ হলো। গীর্জার নেতৃবৃন্দ বিজ্ঞানীদেরকে ধর্মত্যাগী বলে ফতোয়া দিতে শুরু করলো। পোপগণ 'ইনকুইজিশন কোর্ট' স্থাপন করলেন। পোপদের কথার এ কোর্টগুলো 'শহর, বন্দর, জংগল, গুহা ও মাঠে ছড়ানো নাস্তিকদের' শাস্তি বিধানের জন্যে গঠিত হয়েছিলো। এ কোর্টগুলো কালক্ষেপণ না করে খ্রিস্টান জগৎ হতে যে কোন শত্রুকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে দারুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু করলো। সারা দেশে গুপ্তচর বাহিনী ছড়িয়ে দেয়া হলো। প্রতিটি কাজের খোঁজখবর রাখা শুরু হলো। প্রতিটি নতুন চিন্তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। লোকদেরকে তাদের কাজের মতলব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। একজন খ্রিস্টীয় ধর্মবেত্তা বলেছিলেন 'স্বাভাবিক পন্থায় কেউ খ্রিস্টান হতে এবং মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম ছিলো না।'

এক হিসেব মতে জানা যায় যে এসব কোর্টে-দণ্ড পেয়েছিলো তিন লক্ষ ব্যক্তি। এদের মধ্যে ৩২ হাজার ব্যক্তিকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে ফেলা হয়। জীবন্ত দগ্ধ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী 'ব্রুনো'। তাঁর "বহু জগত" সম্পর্কিত মতবাদ গীর্জার নেতৃবৃন্দের ক্রোধের উদ্রেক করে এবং তাঁকে এক ফোঁটা রক্তপাত ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তার অর্থ ছিলো জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী 'গ্যালিলিও' বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। এ বিশ্বাসের কারণে তাঁকে জীবন দিতে হলো।

এ পর্যায়ে এসে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং সংস্কারকগণ আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তাঁরা গীর্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। গীর্জার সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট ছিলো, সবকিছু তারা বর্জন করলো। বর্জন করলো গীর্জার ধর্ম-বিশ্বাস অথবা শিক্ষা, গীর্জার বিজ্ঞান অথবা নৈতিক মূল্যমান। খ্রিস্টবাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা দ্বারা এ কাজ শুরু হলো। পরে ধর্মের বিরুদ্ধেই এ বিদ্রোহ পরিচালিত হলো। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের নেতৃবৃন্দের সাথে খ্রিস্টবাদের তথা 'সেন্টপলের' ধর্মের নেতৃবৃন্দের লড়াই শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের লড়াইতে পরিণত হলো।

দুর্ভাগ্যক্রমে এসব বিপ্লবীরাও অধ্যয়ন বিশ্লেষণকালে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করার ধৈর্য অবলম্বন করতে পারে নি। ধর্ম এবং ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদের পার্থক্য করার মানসিক সুস্থিরতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা তারাও দেখাতে পারে নি। তারা ধর্ম কর্তৃক নির্দেশিত কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ এবং ধর্মযাজকদের

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাচার, অনমনীয়তা ও ভুল উপস্থাপনার পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয় নি। এ পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হলে তারা কোনদিন ঘৃণাভরে ধর্মকে বর্জন করতে পারতো না। ধর্মযাজকদের প্রতি ঘৃণা এবং অপরিণত চিন্তাশক্তি তাদেরকে ধর্মের প্রতি ন্যায়ানুগ মনোভাব প্রদর্শন করতে বাধাগ্রস্থ করেছে।

সাধারণতঃ এসব কারণগুলোর পরিণতিরূপে প্রচণ্ড নেতিবাচক মানসিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ মানসিক ব্যাধি আজ ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ইউরোপ ও গীর্জাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো। এ উদাহরণ অনুসরণ করে অন্যান্য স্থানে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হলো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিবেচনা করে দেখা হলো না। ইউরোপ ভেজাল খ্রিস্টবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো। এ খ্রিস্টবাদের মূলভিত্তি ও মূল্যমান নানাভাবে দূষিত হয়ে গিয়েছিলো। ইউরোপ গীর্জার লোকদের শোষণ ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো। এসব লোক নিজেদের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে এবং পৃথিবীর বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিলো। গীর্জার লোকেরা চরম ঘৃণা ও সার্বজনীন শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছিলো।

এ পরিস্থিতিটা মূলতঃ ইউরোপীয়। এটা শুধু একটা বিশেষ ধর্মীয় মতের সাথে সম্পর্কিত এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলসত্তার সাথে সম্পর্কিত নয়। তদুপরি এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিটা ইতিহাসের একটা বিশেষ অধ্যায়ে সীমিত। এ সংঘাতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে অবহিত না হলে এ অলক্ষুণে পরিস্থিতির প্রভাব মুক্ত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

ইউরোপের আত্মা আজ ঐতিহাসিক কারণে মানসিক ও আবেগগত জড়ত্বে আবদ্ধ। যুক্তি ও ধর্মের লড়াইয়ের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ইউরোপীয় মন আজ ব্যক্তিত্বের চরম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রচণ্ড নেতিবাচকতার শিকার। ইউরোপীয় সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জীবনসত্তা আজ ব্যাধিগ্রস্ত। তাই বর্ণিত পরিস্থিতির মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির হাত থেকে নিস্কৃতির পথ দেখাতে পারে এমন যোগ্যতা আজ ইউরোপের নেই।"

(শহীদ সাইয়েদ কুতুব : অনাগত মানব সভ্যতা ও ইসলাম,
অনুবাদ : অধ্যাপক নাজির আহমদ)

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

সংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলন

(Reform & Counter-reform Movement)

বাইবেলের সুন্দর সুন্দর বাণী ও নীতিকথা শুনিয়ে খ্রিস্টধর্ম নীরবে ইউরোপে প্রবেশ করে। রোম সম্রাট কন্‌স্টানটাইনের ধর্ম গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে খ্রিস্টধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়। ৮০০ সালে রাজা শার্লম্যান রোম সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে সমগ্র ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে দেন। এ সময় সর্বত্র গীর্জা ও মঠ গড়ে উঠে। গীর্জা ও মঠ প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়। সময়ের সাথে সাথে পরিবেশ ও পরিস্থিতি সামনে রেখে খ্রিস্টধর্ম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে থাকে। পোপ রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। সম্পদ ও ক্ষমতা চরিত্র বিনষ্ট করে। পূর্বের একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সাধনা ক্ষমতা, ভোগবিলাস, দুর্নীতি ও লাম্পট্যে রূপান্তরিত হয়। নানা কায়দায় বিধি-নিষেধ আরোপ করে চিন্তার স্বাধীনতা সংকুচিত করা হয়। ধর্মীয় আদালতের মাধ্যমে ইচ্ছামত রায় দিয়ে অমানবিক পদ্ধতিতে মানুষ হত্যা করা হয়।

মঠ ও গীর্জায় ইতিমধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের মনে Theory & Practice অর্থাৎ তাদেরকে কি আদর্শ ও নীতিকথা শিক্ষা দেওয়া হয়, আর বাস্তবে তারা কি দেখে—এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহ সৃষ্টি হয়। ভক্ত ও মঠবাসীদের মনেও নানা প্রশ্নের, নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

প্রতিটি এলাকায় গীর্জা প্রধান কিংবা মঠ অধ্যক্ষ থাকতে হলে রোমের পোপ ও তার নিকটস্তদেরকে বিভিন্নভাবে সন্তুষ্ট করতে হয়। যারা এ কাজে পটু নয়, তারা স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারে না। এ সমস্ত বিষয় সামনে রেখে খোদ ধর্মযাজকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন, নানা সন্দেহ ঘোরপাক খেতে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে ধর্ম সংস্কারের চিন্তা জাগ্রত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের যাজক জন ওয়াইক্লিফ প্রথম সংস্কার আন্দোলন সূত্রপাত করেন। তাকে বলা হয় Morning Star of Reformation. ফ্লোরেন্সের স্যাভানোরোলা, জার্মানীর রিউক্লিন, হল্যাণ্ডের ইরাসমাস

www.pathagar.com

ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। জন ওয়াইক্লিফের পথ অনুসরণ করে জনহাস সংস্কার আন্দোলন এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। ক্যাথলিক চার্চ তাকে বিরত করার চেষ্টা করে। বিরত না হওয়ায় ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়।

একই পথ ধরে জার্মানীর মার্টিন লুথার অগ্রসর হন। রোমের পোপের পক্ষ থেকে পাপ মোচনের সার্টিফিকেট (Indulgence) জার্মানীতে বিক্রি করতে আসলে তিনি protest (প্রতিবাদ) করেন। তিনি ছিলেন জার্মানীর উইটেনবার্গ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। ১৫১০ সালে তিনি রোমে যান। রোমের পোপ ও যাজকদের কার্যকলাপ সচক্ষে দেখে এসে তিনি ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ৯৫ দফা প্রতিবাদ লিপি পেশ করেন। কিন্তু পোপ ৯৫ দফা প্রতিবাদ লিপিতে কর্ণপাত না করে উল্টো তাকে চার্চের আওতা থেকে বের করে দেন এবং ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেন। মার্টিন লুথার দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি protest (প্রতিবাদ) অব্যাহত রাখেন। তখন থেকে protestant ধর্মের উদ্ভব হয় এবং তার অনুসারীদেরকে বলা হয় protestant.

তখনকার পোপ লিও রোমের সম্রাট ৫ম চালর্সকে দিয়ে 'ওয়ার্মস' নামক স্থানে ধর্মসভার আয়োজন করে মার্টিন লুথারকে হাজির করান। লুথার তার মত পরিবর্তন করতে অস্বীকার করায় তাকে আইনের আশ্রয় থেকে বের করে দেওয়া হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় তাকে যে কেউ যেকোন স্থানে হত্যা করলে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ হবে না। এভাবেই ধর্মীয় সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। লুথারের লিখা সব বই পুড়িয়ে ফেলা হয়।

মার্টিন লুথারের সমর্থক স্যাকসনির রাজা তাকে দুর্গে লুকিয়ে রাখেন। লুথারের সংস্কার আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে উত্তর জার্মানী, হলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের রাজা ও নাগরিকগণ Protestant ধর্মে দীক্ষিত হন।

ক্যাথলিক ধর্ম, Protestant ধর্মের আন্দোলনের কারণে হুমকির মুখে পড়ে। স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ডের চেষ্টায় আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে Counter Reformation আন্দোলন শুরু হয়। ইগ্নেশিয়াস, লয়লা, লাইনেজ, জেভিয়ার প্রভৃতি ক্যাথলিক যাজকগণ আত্মশুদ্ধি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৫৪৫ সালে রোম সম্রাট ৫ম চার্লস ট্রেন্ট নামক স্থানে ধর্মসভা আহ্বান করেন। ১৫৬৩ সাল পর্যন্ত এ সভা চলে। সভায় Vulgate নামক বাইবেলের ল্যাটিন অনুবাদ প্রামাণ্য ও একমাত্র অনুসরণীয় ধর্মগ্রন্থ হিসেবে

www.pathagar.com

স্বীকৃতি লাভ করে। এ সভায় মার্টিন লুথারের কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং রোমের পোপকে কেবলমাত্র ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সর্বময় কর্তা হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে Inquisition নামে প্রতিটি ক্যাথলিক চার্চে একটি ধর্মীয় আদালত স্থাপন করা হয়। প্রথমদিকে এর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনের মুসলমান, ইহুদী ও নাস্তিকদের শাস্তি প্রদান করা। ক্রমে এ আদালত protestant সহ ধর্মদ্রোহীদের দমন করার কাজে ব্যবহার হয়। এ আদালতে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ ছিল না। ফলে Inquisition আদালত ধর্মের নামে অন্যায়, অত্যাচার, বর্বরতা ও অমানুষিকতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

ফলশ্রুতিতে ক্যাথলিক ও প্রটেসটেন্ট ধর্মে বিশ্বাসী রাজ্যগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৫৫৫ সালে রোম সম্রাট ৫ম চার্লসের নেতৃত্বে ক্যাথলিক রাজ্যসমূহের রাজাগণ প্রটেসটেন্ট ধর্মে বিশ্বাসী রাজ্যগুলোর রাজাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ৫ম চার্লস যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে প্রটেসটেন্ট ধর্মাবলম্বী রাজাদের সাথে আপোষ-মীমাংসা করতে বাধ্য হন।

৫ম চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করে সাম্রাজ্য ভাগ করে তার ছেলে ২য় ফিলিপ ও ভাই ফ্যার্ডিন্যান্ডকে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। ছেলে ২য় ফিলিপ স্পেন ও হল্যান্ড লাভ করেন। তিনি স্পেনকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করতে সচেষ্ট হন। চার্লস কট্টর ক্যাথলিকপন্থী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন প্রটেসটেন্ট সহ ক্যাথলিক ধর্মের বিদ্রোহীদেরকে—"আগুনে পুড়িয়ে, গর্তে ফেলে কিংবা তলোয়ার দিয়ে দ্বিখন্ডিত করে হত্যা করা হবে।" তিনি Inquisition আদালতের মাধ্যমে অসংখ্য লোককে হত্যা করান। ফলে ক্যাথলিক ও protestant ধর্মে বিশ্বাসী রাজ্যগুলোর মধ্যে ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধ ৩০ বৎসর চলে। বহুলোক নিহত হয়। অবশেষে উভয়পক্ষ একমত হয়ে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'ওয়েস্টফেলিয়ায়' শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে যুদ্ধের অবসান ঘটান।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

খ্রিস্টধর্ম পরিণতিতে মানব রচিত মতবাদ 'খ্রিস্টবাদ'

এ ব্যাপারে আলোচনার আগে জানা দরকার ধর্ম কি আর মানব রচিত মতবাদ কাকে বলে?

ধর্ম :

সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করে তাঁর নিজের খলিফা বা প্রতিনিধি বানিয়েছেন। মানুষের কাজ হল- তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে ইহজগতে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা। তিনি মানুষের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সৃষ্টি করেছেন যে উদ্দেশ্যে তা হল—আল্লাহ মৃত্যুর পর সকল মানুষের পুনরুত্থান ঘটাবেন, সকলকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করে বিচার করবেন। যে নিজেকে স্বাধীন সত্ত্বা না ভেবে আপন সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি মনে করে তাঁর ইচ্ছা ইহজগতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করবে আল্লাহ তাকে পুরস্কার হিসাবে বেহেশতে আশ্রয় দিবেন, আর যে বিপরীত কাজ করবে তিরস্কার হিসাবে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

মানুষ কিভাবে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ইহজগতে পালন করবে- এ ব্যাপারে তাকে অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া হয় নাই। তিনি মেহেরবাণী করে হেদায়াত বা জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার নাম হল দ্বীন যার বাংলা অনুবাদ ধর্ম। তিনি ফিরিশতা সর্দার জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে নবী রসুলদের কাছে দ্বীন প্রেরণ করেন। নবী অবিকল তা মানুষের সামনে প্রচার করেন। নিজের তরফ থেকে ধর্মে কিছু যোগ বা বিয়োগ করার এখতিয়ার অন্য লোক তো দূরের কথা স্বয়ং নবী রসূলদের ও নাই।

মতবাদ :

মানুষের মধ্যে অধিকতর চিন্তাশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ (ক) ইচ্ছাশক্তি (খ) বুদ্ধি (গ) প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও (ঘ) অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষের

www.pathagar.com

ইহজীবনের এক বা একাধিক বিভাগ পরিচালনা করার জন্য যে দর্শন ও পথনির্দেশ রচনা করেন তা হল– মতবাদ (Ism)

মহান আল্লাহতায়ালা বনী ইসরাইল কউমের জন্য হযরত ঈসা (আ.) কে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁর উপর ফিরিশতা সর্দার হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে আসমানী কিতাব 'ইনজিল' নাযিল করেন। নি:সন্দেহে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর নবী। তাঁর উপর আসমানী কিতাব 'ইনজিল' নাযিল হয়েছিল। আনুমানিক ৩৩ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহতায়ালা তাঁকে জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন। তারপর তার অনুসারীরা প্রধানত: রোমকে কেন্দ্র করে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। তারা ধর্মে যোগ-বিয়োগ, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে কিভাবে আল্লাহ প্রদত্ত ঈসা (আ.) এর উপর নাযিলকৃত ধর্মকে মানব রচিত মতবাদে পরিণত করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল :-

১। আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) এর নাম–'ঈসা ইবনে মারিয়াম'। আল্লাহ নিজে তাঁর জন্য এ নাম নির্ধারণ করে ফিরিশতার মাধ্যমে তাঁর মাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। খ্রিস্টবাদীরা তাঁর নাম (proper noun) ঈসা ইবনে মারিয়াম বদলিয়ে রেখেছে Jesus Crist যিশু-খৃস্ট। proper noun নাম বদলানো তাদের এখতিয়ার বহির্ভূত।

২। ধর্মের নাম রেখেছে– Christian Religion খ্রিস্টধর্ম। এ নাম আল্লাহ রাখেন নাই। ঈসা (আ.) ও এ নাম অনুমোদন করেন নাই। অথচ ধর্ম এসেছে আল্লাহর তরফ থেকে ঈসা (আ.) এর উপর।

৩। ঈসা (আ.) এর নিকট আগত আসমানী কিতাবের নাম 'ইনজিল'। খ্রিস্টবাদীরা 'ইনজিলের' নাম বদলিয়ে রেখেছে 'বাইবেল'। আবার বাইবেল একটি নয় চারটি। যথা :- (ক) মথি রচিত বাইবেল (খ) লুক রচিত বাইবেল (গ) যোহন রচিত বাইবেল ও (ঘ) মারকাস রচিত বাইবেল।

এগুলোর একটিও আল্লাহর কালাম নয়, এমনকি ঈসা (আ.) এর নিজের ভাষা ও নয়। ঈসা (আ.) ও তার সঙ্গীরা 'সুরিয়ানী' ভাষায় কথা বলতেন। অথচ উপরোক্ত বাইবেলগুলোর ভাষা গ্রীক। এগুলো যদি মূল 'ইনজিল' কিতাবের অনুবাদ হত, তাহলে একদিকে মূলভাষা অন্যদিকে অনুবাদ থাকাই

www.pathagar.com

স্বাভাবিক ছিল। বাস্তবে তা নেই, আছে শুধু গ্রীক ভাষা। মূল কিতাব ও তার ভাষা হারিয়ে গেছে।

(ক) মথি ঈসা (আ.) এর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি বাইবেল রচনা করেন নি। তিনি লিখেছেন Logia যা এখন উধাও হয়ে গেছে। যে বাইবেলটি মথির নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার লেখক অজ্ঞাত। এ গ্রন্থ ঈসা (আ.) এর তিরোধানের পর ৭০ সালে রচিত। অনেকের মতে এটি ৯০ খ্রিস্টাব্দের রচনা।

(খ) লুক কখনও ঈসা (আ.) কে দেখেন নাই। তিনি সেন্টপলের শিষ্য। অথচ সেন্টপলের সাথে ঈসা (আ.) এর সাক্ষাত হয় নাই। সেন্টপল ঈসা (আ.) এর তিরোধানের ৬০ বৎসর পর খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। সেন্টপল কার নিকট থেকে ঈসা (আ.) বাণী পেয়েছেন তাও অজ্ঞাত। সেন্টপলের মুখের কথা শুনে শুনে লুক বাইবেল রচনা করেন। লুক রচিত বাইবেলের রচনাকাল নিয়েও মতবিরোধ আছে। কারো মতে ৫৭ সালে, অন্যদের মতে ৭৪ সালে অথচ হ্যারিং, ম্যাক গিফটিং ও পোমারের মত পণ্ডিতদের মতে ৮০ সালের পর এ বাইবেল রচিত হয়।

(গ) হযরত ঈসা (আ.) শিষ্য যোহন বাইবেল রচনা করেন নি। অজ্ঞাত ব্যক্তি বাইবেল রচনা করে যোহনের নামে চালিয়ে দিয়েছে। এটির রচনাকাল ৯০ থেকে ১১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

(ঘ) মারকাসের সাথে ঈসা (আ.) এর সাক্ষাত হয় নাই। তিনি সেন্ট পিটারের শিষ্য। তার কাছ থেকে শুনে মারকাস বাইবেল রচনা করেন। ৬৩ থেকে ৭০ সালের মধ্যে এটি রচিত হয়।

কুরআন হিফজ করার মত হাফিজের অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। 'ইনজিল' মুখস্ত করার মত কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি। ইনজিল মুখস্ত করার কোন রেওয়াজও ছিল না। এ চারটি বাইবেলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। শুধু তাই নয়—পরস্পর বিরোধী বক্তব্যও আছে। এ বাইবেলগুলোর একটিও তখন জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় নাই। প্রথম জনসমক্ষে প্রকাশিত বাইবেল ৩৯৭ খ্রিস্টব্দে 'কার্টোজেনা' কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর 'New Testament নামে প্রকাশিত হয়।

যে প্রাচীনতর বাইবেলগুলো বর্তমানে দুনিয়াতে বিদ্যমান আছে তার প্রথমটির লিপি ৪র্থ শতাব্দীর। দ্বিতীয়টির লিপি ৫ম শতাব্দীর। তৃতীয় যে অসম্পূর্ণ লিপিটি বর্তমানে রোমে পোপের লাইব্রেরীতে আছে, তাও ৪র্থ শতাব্দীর

www.pathagar.com

আগের নয়। ফলে প্রথম শতাব্দীর বাইবেলের সাথে ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর উল্লিখিত বাইবেলগুলোর কতটুকু মিল ও বেমিল আছে তা পরিস্কার নয়। পরবর্তী লিপিকাররা বাইবেলে তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এবং ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর ধ্যান ধারণা ঢুকিয়ে দেন নাই– তা হলফ করে বলা যাবে না। রোম সম্রাট ও পোপ বার বার ধর্মসভা আহবান করে বাইবেলের বক্তব্য পরিবর্তন করেছেন–এর বহু উদাহরণ আছে। বই এর কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় মাত্র একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হল :-

১৫৪৫ সালে রোম সম্রাট ৫ম চালর্স 'টেন্ট' নামক স্থানে ধর্মসভা আহবান করেন। ১৫৬৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর এ সভা আলোচনা পর্যালোচনা করে। বিশেষ করে জার্মানীর ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের খ্রিস্টধর্মের উপর আনীত ৯৫ দফা আপত্তি (Protest) আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল। অত:পর Vulgate নামে ল্যাটিন ভাষায় একটি বাইবেল প্রকাশ করা হয়। এটিই ক্যাথলিকদের কাছে একমাত্র প্রামাণ্য ও অনুসরণীয় ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৪। ঐতিহাসিক H.A.L. Fisher তার বিখ্যাত ইতিহাস The History of Europe গ্রন্থে লিখেন–"খ্রিস্টান তাত্ত্বিকরা তাদের ধর্মকে ইতিহাসের পাল্টা গতিতে পরিচালিত করে নি। বরং ইতিহাসের ঐশী লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন। তারা ইহুদী ধর্মগ্রন্থ, গ্রিকদর্শন ও সিবিলের দৈববাণীতে তাদের ধর্মের উৎস খুঁজেছে।"

H.A.L. Fisher আরো বলেন–

"রোমান চার্চ একটি বিষয়ে সর্বদা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে–যা কিছু প্রতিরোধ করা যাবে না, তা মেনে নেওয়াই ছিল তাদের রীতি। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী লোকদের বহু দেবতাবাদ তারা গ্রহণ করে এবং তাদের ধর্মের অধীন করে নেয়। প্যাগানদের অশরীরী আত্মাকে তারা রূপান্তরিত করে খ্রিস্টান Angel এ। প্যাগান আইসিস হয়ে যায় খ্রিস্টান Madona. প্যাগান উৎসব হয়ে যায় খ্রিস্টান ধর্মীয় উৎসব। আধ্যাত্মিক সহায়কশক্তি মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি মানুষের আস্থা লক্ষ্য করে রোমান চার্চ এদের স্বীকৃতি প্রদান করে। বস্তুগত অনেক জিনিসকে শক্তিমান গণ্য করার প্রবণতাকে বরণ করে নেয়। মূর্তি ও চিত্র স্বীকৃতি লাভ করে। পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন উপাসনা এবং স্মৃতিচিহ্নের মন্দির দর্শন স্বীকৃতি পায়। সপ্তম

www.pathagar.com

শতাব্দীতে মানসিকতা ও নৈতিকতার অধঃপতন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর সে সময় খ্রিস্টধর্মের বস্তুগত কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকটা বিকাশের সুযোগ পায়। রোমের চার্চে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। আরো বেশী প্রচলন ছিল বাইজান্টিয়ান চার্চে।"

৫। খ্রিস্টবাদীরা এমন কিছু বিশ্বাস ও কিছু কর্মকাণ্ড ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে যা অযৌক্তিক, অনৈতিক ও বাস্তবতা বিরোধী। এগুলো আল্লাহর মনোনীত হবার প্রশ্ন উঠে না। আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ও এগুলো সমর্থন করতে পারেন না। যেমন :-

(ক) ত্রিত্ববাদে (Trinity) বিশ্বাস :

খ্রিস্টবাদীরা তিন খোদায় বিশ্বাসী। তারা আল্লাহ, হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত জিবরাঈল (আ.) কে খোদা বানিয়েছে। ঈসা (আ.) কে তো তারা আল্লাহর জৈবিক সন্তান বানিয়ে ছেড়েছে। তাদের ভাষায় তাদের তিন ঈশ্বরের নাম God Father, God Son and Holy Ghost. অথচ "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি। কার কাছ থেকে জন্ম নেন নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই।" ঈসা (আ.) তাঁর বান্দা ও রাসুল। জিবরাঈল (আ.) ফিরিশতাদের সর্দার, আল্লাহর সৃষ্টি ও বিশ্বস্ত কর্মচারী।

(খ) আদি পাপ মতবাদে বিশ্বাস :

খ্রিস্টবাদীদের বক্তব্য আদম ও হাওয়া (Adam & Eve) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে স্বর্গচ্যুত হয়েছেন। এটি আদি পাপ। God Son যিশুখ্রিস্ট স্বর্গ থেকে এসে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করে সেই আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। যে এ মতবাদে বিশ্বাস করবে, সে সমাজে যত অপরাধ আছে, যত নৈতিক স্খলন আছে, সবটাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেও মাফ পেয়ে আসমানী সাম্রাজ্যে অর্থাৎ স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে।

অর্থাৎ পাপ করলেন একজন, আর প্রায়শ্চিত্ত করলেন অন্যজন, আর একথা বিশ্বাস করলেই সব পাপ মাফ।

প্রকৃত ঘটনা হল– হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে যে অপরাধ করেছিলেন, তওবা করার কারণে আল্লাহ্ তাদের উভয়কে মাফ করে দেন এবং আদম (আ.) নিষ্পাপ অবস্থায় নবী হয়ে দুনিয়াতে আসেন। আর প্রত্যেক মানবশিশু জন্মায় নিষ্পাপ অবস্থায়।

www.pathagar.com

(গ) পাপমোচন সার্টিফিকেট (Indulgence) বিক্রি :

বাইবেলে আছে :

"আমি তোমাদের বলছি, ধনীদের আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। আমি আবার বলছি, সূচের ছিদ্র দিয়ে উট চলে যাওয়া, ধনীদের স্বর্গে যাওয়া অপেক্ষা সহজতর।" (মথি : ১৯-২১)

উপরোক্ত বাইবেলের শ্লোকের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, খ্রিস্টানরা ধনী হতে পারবে না। কারণ ধনী হয়ে গেলে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। আবার দেখা যায়, খ্রিস্টধর্ম সংশোধন করার অধিকার রাখে তাদের একটি সংস্থা 'ইকিউম্যানিকেল কাউন্সিল।'

দ্বাদশ 'ইকিউম্যানিকেল কাউন্সিল' ঘোষণা করে যে, যেহেতু যিশু গীর্জাকে পাপমোচনের ক্ষমতা দিয়েছেন, সেহেতু পোপ পাপমোচন ও স্বর্গে যাবার সার্টিফিকেট (Indulgence) বিক্রি করতে পারবেন। এ সিদ্ধান্তের পর বহু টাকার বিনিময়ে ধনীদের কাছে (Indulgence) সার্টিফিকেট বিক্রি করা শুরু হয়। ধনীরা বিশ্বাস করত তাদের স্বর্গে যাবার পথ God Father কোন অবস্থাতেই রুদ্ধ করতে পারবেন না যেহেতু তাদের সঙ্গে Indulgence সার্টিফিকেট আছে। কার্যত : 'ইকিউম্যানিকেল কাউন্সিল' God Father থেকেও শক্তিশালী হয়ে যায়, কারণ এ সংস্থা God Father এর নির্দেশনাবলী সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে। এ যেন খোদার উপর খোদকারী।

(ঘ) ইউকারিস্ট অনুষ্ঠান :

খ্রিস্টবাদীদের ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানে মদ ও রুটি রাখা হয়। এ মদ ও রুটিকে যিশুর রক্ত ও মাংস মনে করা হয়। তারা প্রচার করে এ মদ ও রুটি যিশুর প্রকৃত দেহ ও রক্তের রূপ লাভ করবে। যে ব্যক্তি এ অনুষ্ঠানে মদ ও রুটি খাবে সে প্রভুর ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা Funeral (দাফন) অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদেরকে মদ ও রুটি পরিবেশন করে।

অথচ সবাই জানে সকল ধর্মে মদ নিষিদ্ধ।

৬। মহিলারা Door of Devil :

খ্রিস্টবাদীরা মহিলাদেরকে Door of Devil অর্থাৎ শয়তানের প্রবেশদ্বার মনে করে। তাদের বক্তব্য হল- স্বর্গোদ্যানে আদম নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে প্রথম রাজী হন নাই। Eve (হাওয়া) তাকে খেতে বাধ্য করেন। আর Eve কে Devil (শয়তান) ফুসলিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে রাজী করায়। এ

www.pathagar.com

কারণে 'আদি পাপ' সংঘটিত হয়। তাই তারা মহিলা সমাজকে 'Door of Devil' অর্থাৎ 'শয়তানের প্রবেশদ্বার'–আখ্যায়িত করে।

খ্রিস্টজগতের এক বড়মাপের পাদ্রী Tortulian বলেন "নারী হচ্ছে মানুষের মনের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করার ফটক। সেইত পুরুষকে নিষিদ্ধ গাছের নিকট ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের আইন লংঘনকারী তো সে। ঈশ্বরের প্রতিকৃতি অর্থাৎ পুরুষকে সেইত বিকৃত করেছে।"

এ অভিযোগ মহিলা সমাজের চরম অবমাননা।

৭। খ্রিস্টবাদীদের মধ্যে Deist নামে একটি সম্প্রদায় আছে, যারা মনে করে ঈশ্বর ছয়দিনে সৃষ্টি কাজ সমাপ্ত করে সপ্তম দিনে বিশ্রামে চলে গেছেন।তার আর কোন কাজ নাই। মানব জাতির জীবন পরিচালনায় তাঁর কোন ভূমিকা কিংবা নির্দেশনা নাই।

৮। আল্লাহতায়ালা হযরত ঈসা (আ.) কে বনী-ইসরাঈল কউমের জন্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং ঈসা (আ.) এর নবুয়তের দাওয়াত বনী ইসরাঈল বাদে অন্য কোন মানবগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য নয়। সেন্টপলই প্রথম ইহুদী সমাজের বাইরে অ-ইহুদী মানবসমাজে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। তিনি পরিবেশ ও পরিস্থিতি সামনে রেখে ধর্মে ছাটাই বাছাই করে বক্তব্য রাখতেন। তাই অনেকে খ্রিস্টবাদকে সেন্টজন পলের মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করে।

এ অধ্যায়ের শিরোনামের সমর্থনে বহু উদাহরণ প্রদর্শন করা সম্ভব। আকলমন্দের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। আল্লাহ প্রদত্ত ও ঈসা (আ.) এর উপর নাযিলকৃত ধর্ম Original রূপে নাই। আসমানী মূল কিতাব 'ইনজিলের' অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খ্রিস্টান যাজকশ্রেণী মূল ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলেছে। এখন আছে বাইরে ধর্মের মোড়ক–আর ভিতরে মানব রচিত মতবাদ তথা খ্রিস্টবাদ।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

সেকুলারিজমের উদ্ভব, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান এবং রেনেসাঁ ও আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ১৪৫৩ সালে তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্যের খলিফা সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ্‌র হাতে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টানটিনেপুল (ইস্তাম্বুল) এর পতন হয়। ৩২৪ সালে রোম সম্রাট কন্‌স্টেনটাইন তুরস্কের ইস্তাম্বুল দখল করে রোম থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ইস্তাম্বুলের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন "কন্‌স্টানটিনেপল।" বায়জান্টিয়ান সম্রাটগণ এখান থেকে ভূমধ্যসাগরের উভয়পারে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় দাপটের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাদের রাজত্বকালে ইউরোপের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীরা কন্‌স্টানটিনেপল, বাগদাদ, দামেস্ক, বৈরুত, কায়রো, গ্রানাডা, কর্ডোভা ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত স্থানের বিদ্যাপীঠগুলোতে লেখাপড়া করতে আসে। কন্‌স্টানটিনেপলের পতনের পর তারা ইউরোপে ফিরে আসে। আসার সময় তারা বই-পুস্তক, গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব এবং অতীতের পাণ্ডুলিপি সাথে নিয়ে আসে। তাছাড়া এ সময় আরবী থেকে বহু মূল্যবান বই-পুস্তক ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফিরে এসে তারা ইউরোপের প্রধান নগরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলে।

এবার তারা পুরোদ্যমে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে জীবনমান উন্নত করার পথে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে মুসলমানদের আবিষ্কৃত সমুদ্রযাত্রার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তারা আমেরিকা, কানাডা, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশসমূহে যেতে সক্ষম হয়। ফলে সমুদ্রপথে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার হয়। আফ্রিকা থেকে দাস নিয়ে ব্যবসা, খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি, কলোনী স্থাপন এবং শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে তারা আর্থিক দিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করে।

www.pathagar.com

এ সময় তাদের বুদ্ধিজীবীরা গীর্জা ও পোপের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করতে মনোনিবেশ করে। তাদের স্মরণ হয় পোপ ও যাজকরা তাদেরকে ক্রুসেডে (ধর্মযুদ্ধে) শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং বলেছিল–স্বয়ং God Son যিশু নিজে এ অভিযানে নেতৃত্ব দিবেন। অথচ বার বার তাদেরকে ক্রুসেডে পর্যদুস্ত হয়ে ফিরে আসতে হয়। দীর্ঘ এগারশত ত্রিশ বছরের রাজধানী কনস্টানটিনেপল বাধ্য হয়ে ছেড়ে আসতে হয়।

যাজকদের নিয়ন্ত্রণ আরোপের কারণে অতীতে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং নতুন কিছু আবিস্কার করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের বহুলোককে আগুনে পুড়িয়ে এবং অন্যান্য পন্থায় হত্যা করা হয়। ঐ সময় খ্রিস্টধর্ম ও বিজ্ঞান এবং যাজক শ্রেণী ও চিন্তাবিদদের মধ্যে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর লিখা Islam and The World বইতে :

"প্রথমদিকে খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে অতঃপর ক্রমান্বয়ে সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধেই বৈরিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যে যুদ্ধ প্রথমদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির পতাকাবাহী ও খ্রিস্টধর্মের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল, পরে তা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাতের রূপ ধারণ করে। একপক্ষ হয়ে যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান আর ধর্ম হয়ে যায় প্রতিপক্ষ। উভয়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে প্রগতিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির পতাকাবাহীরা নিজ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান এক সাথে অবস্থান করতে পারে না। এজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণের নিমিত্তে প্রয়োজন হয় ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এদের সামনে যখন ধর্মের নাম উচ্চারিত হত, তখন আকস্মিকভাবে ধর্মীয় প্রতিনিধি ও গীর্জার পুরোহিতদের লোমহর্ষক জুলুম-নিপীড়নের ভয়াবহ ছবি তাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠত। উঠত সেসব নিরপরাধ জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ছবি, যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ও অসহায় অবস্থায় ঐসব জল্লাদদের হাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছিল। ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর নামে ক্রোধব্যঞ্জক চেহারা, রুদ্র ও রুক্ষমূর্তি, অগ্নিঝরা চোখ ও সংকীর্ণ হৃদয়, পাদ্রীদের স্থূলমস্তিষ্ক তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত। ফলে কেবল খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধেই নয় সকল ধর্মের প্রতি ভীতি ও ঘৃণাকে তারা জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নেয়।"

গীর্জা, পুরোহিত ও ধর্মের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের আস্থা বিনষ্ট হয়। তাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে—যাজকরা God Father, God Son, Holy

www.pathagar.com

Ghost, আসমানী গ্রন্থ, আসমানী সাম্রাজ্যের কথা বলে তাদেরকে পরজগতের সুখ স্বপ্ন দেখায় অথচ তারা নিজেরা ইহজগতের যত ধরনের মজা আছে সব ভোগ করে। এবার তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তারা God Father, God Son, Holy Ghost, আসমানী গ্রন্থ, আসমানী সাম্রাজ্য তথা পরজগৎ অন্যকথায় ধর্মকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে ইহজগতকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা আরম্ভ করে। 'এ জগতে কিভাবে মানুষের উন্নতি ও সম্পদের সমৃদ্ধি হয় এবং কিভাবে এ জগতেই সকল আশা-আকাংখা পরিপূরণ করা যায়'—এটাই হয় তাদের গবেষণার মুখ্য বিষয়। এ জাতীয় চিন্তাভাবনা ও গবেষণার ফসল হল সেকুলারিজম (Secularism).

সেকুলারিজমের সংজ্ঞা এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে :

The New Encyclopedia Britanica এর ২০০৩ সালের সংস্করণের দশম Volume এ ৪৯৪ পৃষ্ঠায় সেকুলারিজম সম্পর্কে বলা হয় :

"Any movement in a society directed away from other worldliness to life on earth. In the European middle ages, there was a strong tendency to religious persons to despise human affairs and to meditate on God and afterlife. As a reaction to this medieval tendency, Secularism, at the time of Rennaissance, exhibited itself in the development of humanism, when people began to show more interest in human cultural achievements and the possibilities of their fulfilment in this world. The movement towards Secularisms has been in progress during the entire course of modern history and has been viewed as being anticristian & antireligion."

"পরকাল বাদ দিয়ে ইহজগতকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাকে মূলধন করে পরিচালিত হয় সেকুলারিজমের আন্দোলন। ইতিপূর্বে মধ্যযুগে মানবিক বিষয়গুলো বাদ দিয়ে ঈশ্বর ও পরজগতকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও গবেষণা প্রাধান্য পেত। মধ্যযুগের এ জাতীয় চিন্তাভাবনার প্রতিক্রিয়া (Reaction) হিসাবে রেনেসাঁ যুগে মানবিকতার উন্নতি সাধন, মানুষের সাংস্কৃতিক অর্জন ও এ জগতেই তার আশা আকাংখার প্রতিফলন দেখার ব্যাপারে মানুষ অধিকতর মনোযোগী হয়। এর ফলশ্রুতিতে সেকুলারিজমের উদ্ভব হয়। সেকুলারিজমের আন্দোলন আধুনিক যুগে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

www.pathagar.com

সেকুলারিজমের এ আন্দোলন খ্রিস্টধর্ম ও ধর্মবিরোধী আন্দোলন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।"

সেকুলারিজমের আন্দোলনকে বেগবান করতে আধুনিক যুগের যে সকল বুদ্ধিজীবী কলম ধরেন তাদের কয়েকজনের বক্তব্য নিম্নে প্রদান করা হল :
ইংল্যান্ডের National Secular Society এর-সভাপতি Mr. Charles Bradlaugh তার Autobiography বইয়ে লিখেন :-
"সেকুলারিজম ও আস্তিকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। তাই আস্তিকতাবাদী বিশ্বাসের সাথে লড়াই করা সেকুলারিজমের জন্য অপরিহার্য। অদৃশ্য বিশ্বাস ও মানব প্রগতি পাশাপাশি চলতে পারে না।

ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিহত করাই সেকুলারিজমের কর্তব্য। কেননা এসব কুসংস্কারমূলক ধারণা, বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে বিরাজমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি লাভ কল্পনাতীত হয়ে থাকবে।

ধর্ম অজানা জগত নিয়ে কথা বলে। ফলে ইহকালীন বিষয়ে ধর্মের কোন স্থান নাই, যেমন পরজগতের ব্যাপারে সেকুলারিজমের কোন বক্তব্য নাই।"

* Jeferson বলেন :
"সেকুলারিজম গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দেয়াল নির্মাণ করতে চায়।"

* John Stuart Mill বলেন :
"ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষকে অন্য কারো কাছে দায়ী হতে হবে- আমি এ ধারণাকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করি।"

* খ্রিস্ট সমাজের মধ্যে Deist নামক একটি গ্রুপের মতামত হল :
"সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন-যিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, কিন্তু মানব জাতির পার্থিব জীবন পরিচালনায় তার কোন ভূমিকা বা নির্দেশনা নাই।"

একটি বইতে সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে :-
Secularism is independent of Religion.
Secularism is not dependent on Religion.
Secularism is not subordinate to Religion.
Secularism is not controlled by Religion.
A Secular person does not belong to any Religion

www.pathagar.com

অর্থাৎ সেকুলারিজম ধর্ম থেকে পৃথক। ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়। ধর্মের অধীন নয়। ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

একজন সেকুলার ব্যক্তি কোন ধর্মের উপর বিশ্বাসী নন।

সেকুলারিজম এমন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন :
১। যা মানব রচিত একটি মতবাদ।

২। যার আওতা (scope) ইহজগত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

৩। যা মানুষ ছাড়া বাইরের কোন শক্তির নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন মনে করে না।

৪। এর আওতাধীন বিষয়গুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইহজগতেই সম্ভব।

৫। মানবীয় সকল আশা-আকাঙ্খা পরিপূরণ হতে হবে এ জগতে।

৬। অদৃশ্য বিশ্বাস ও মানব প্রগতি এক সাথে চলতে পারে না।

৭। ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কুসংস্কারমূলক এবং বস্তুগত উন্নতির প্রতিবন্ধক।

৮। মানুষ কেবল মানুষ ছাড়া অন্য কোন শক্তির নিকট দায়ী নয়।

অতএব স্বত:স্ফূর্তভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সেকুলারিজম ধর্মের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান :

আল্লাহ্
আখেরাত
পুনরুত্থান
শেষ বিচার
বেহেশত
দোযখ
ফিরিশতা
ওহি
নবুয়ত
আসমানী কিতাব

এর উপর এক কথায় ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না।

www.pathagar.com

সেকুলারিজমের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলন :

সেকুলারিজমের নামকরণ ও সত্ত্বার দিক দিয়ে প্রধান ব্যক্তি হলেন George Jacob Holyoake. ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে তার জন্ম এবং ১৯০৫ সালে তার মৃত্যু হয়। তিনি ১৫ বছর বয়সে Chartism নামক সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৪১ সালে তিনি দৃঢ়তার সাথে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেন। এ কারণে ব্লাসফেমী আইনে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং 'ক্যালটেনহামে' কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। গ্রেফতারের পর খ্রিস্টধর্মের প্রতি তার ঘৃণা অধিকতর গভীর তীব্র ও প্রচণ্ড হয়ে উঠে। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি "Reasoner" নামক পত্রিকায় লিখেন–"আমরা সকলে খ্রিস্টধর্মের ভ্রান্তিমূলক রীতিনীতি প্রত্যাখ্যান করছি।" ১৮৪৯ সালে তিনি Secular Society গঠন করে সেকুলারিজমের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৬৬ সালে এ সোসাইটিতে যোগদান করেন Charles Bradlaugh. এ সময় এ সোসাইটির নামকরণ করা হয় National Secular Society. Mr. Charles Bradlaugh এ সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। Mr. Charles Bradlaugh ১৮৮০ সালে বিলাতের Northampton আসন থেকে M.P নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি ধর্মীয় কায়দায় শপথ নিতে অস্বীকার করায় তার আসন খালি হয়ে যায়। দুই বছর পর শপথ নেবার এ পদ্ধতি পরিবর্তন হয়। তারপর তিনি একই আসন থেকে ৪ বার M.P. নির্বাচিত হন। উক্ত National Secular Society জনমত সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ প্রভাবিত করে। তাছাড়া এ সংগঠন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

ফ্রান্সে সেকুলারিজম :

ফ্রান্সে Secularism এর পরিবর্তে যে পরিভাষাটি ব্যবহার হয় তার নাম Laicism. এর অর্থ হল 'অধর্মীয় ব্যবস্থা'। রাষ্ট্র, সমাজ, আইন ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে গীর্জার কর্তৃত্বমুক্ত করার জন্য Laicism আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯০৪–০৫ সালে এ আন্দোলন সফলতা অর্জন কর। ১৯০৪ সালে রাষ্ট্রীয় আইন করে পোপের বিচারিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয়। এ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে গীর্জায় অনুদান প্রদান করা নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানগুলো থেকে সকল প্রকার ধর্মীয় প্রচারণামূলক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

www.pathagar.com

সেকুলারিজম সম্পূর্ণ একটি পাশ্চাত্য মতবাদ :

জাপান থেকে আরম্ভ করে ভারত, মধ্যএশিয়া, মক্কা, মদিনা, ফিলিস্তিন ও কায়রো পর্যন্ত বহু সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে। এ এলাকা সমূহে বহু নবীর আগমন হয়েছে। ইতিহাসে কোথাও ধর্মের সাথে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক কিংবা রাজনীতিবিদদের সাথে এমন সংঘাত যা পাশ্চাত্যে ঘটেছে, প্রাচ্যে তার নজির নাই।

Secularism এর বাংলা অনুবাদ :

সেকুলাজিমের তিনটি বাংলা অনুবাদ হতে পারে। যথা :

১। ইহজাগতিকতাবাদ ২। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ৩। ধর্মহীন মতবাদ।

১। ইহজাগতিকতাবাদ :

এটাই সেকুলারিজমের সঠিক অনুবাদ। Secularism ল্যাটিন শব্দ Saeculum শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। Saeculum শব্দের অর্থ ইহজগত। এ মতবাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ ইহজগতকেন্দ্রিক। সুতরাং Secularism এর সঠিক অনুবাদ হবে ইহজাগতিকতাবাদ।

২। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ :

এটি Secularism এর সঠিক বাংলা অনুবাদ নয়। তবে সমাজে এ অনুবাদ প্রচলিত হয়ে গেছে। ধর্ম ইহজগত ও পরজগত উভয় জগতকে স্বীকার করে। কিন্তু সেকুলারিজম কেবলমাত্র ইহজগত স্বীকার করে আর পরজগতকে করে অস্বীকার। তবে Secularism is fully independent of religious ideas and religion অর্থাৎ ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক (Independent) মতবাদের নাম হল Secularism. এ অর্থে এর অনুবাদ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ চলতে পারে।

যে ব্যক্তি চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় ও কার্যকলাপে ধর্মের পক্ষে অবস্থান করল, সে হল ধর্মের পক্ষের লোক। আর যে লোক কোন ধর্মের পক্ষে অবস্থান করল না– সে হল ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

৩। ধর্মহীন মতবাদ :

যেহেতু ধর্মের প্রতি এ মতবাদের আস্থা নাই– তাই এ মতবাদ হল ধর্মহীন মতবাদ।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

সেকুলার বাগানের কয়েকটি চারা

সেকুলারিজমের চিন্তা চেতনার উপর ভিত্তি করে ইউরোপে বহু দর্শন ও মতবাদ গড়ে উঠেছে। এ দর্শন ও মতবাদগুলো পশ্চিমাবিশ্বে ইতিহাস বিনির্মাণ ও জীবন পরিচালনায় বিরাট ভূমিকা রেখেছে। পুস্তকটিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই। মাত্র কয়েকটি মতবাদ বইটির বক্তব্যের সাথে প্রাসঙ্গিক মনে করে সংক্ষিপ্ত আকারে তার পরিচয় প্রদান করা হচ্ছে :

১। বস্তুবাদ :

এটি একটি দর্শন। "যার ওজন আছে এবং স্থান দখল করে তাকে বস্তু বলা হয়।" বস্তু থেকে বস্তুবাদ দর্শন। এ দর্শনের মূল কথা :-

এ বিশ্বজগত ও তার নিয়ম-শৃঙ্খলা এক আকস্মিক দুর্ঘটনার ফসল। এ জীবন ও জগত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং নিজস্ব শক্তির সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতে চলতে এক পর্যায়ে একদিন আপনা আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে।

এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের (Evolution) মাধ্যমে মানুষ বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। মানুষ অন্যান্য পশু থেকে উন্নতমানের এক পশু। মানুষের মধ্যে ইচ্ছা, বাসনা, লালসা ইত্যাদি রয়েছে। তার নিজের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি রয়েছে যার সাহায্যে ইচ্ছা, বাসনা, লালসা চরিতার্থ করা যায়। সমস্ত জগতে বস্তু সামগ্রী ও উপায়-উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যার উপর মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন পূরণ করবে।

মানুষ সামষ্টিক জীবনযাপনের প্রয়োজনে নিজেরা আইন-কানুন রচনা করবে এবং পৃথিবীর সকল জীবজন্তু ও বস্তুর সাথে সম্পর্ক ও কর্মনীতি নির্ধারণ করবে। এ ব্যাপারে সে প্রাকৃতিক জগত ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান

www.pathagar.com

সম্ভারের সহযোগিতা নিতে পারে। বস্তুর বাইরে দৃশ্যমান পর্দার আড়ালে অতীন্দ্রিয় কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং বাইরে থেকে জ্ঞান লাভের প্রশ্ন অবান্তর।

মানুষের ইহকালীন জীবনই একমাত্র ও চূড়ান্ত জীবন। সকল কাজের প্রতিফল এ জগতে সীমাবদ্ধ ও সমাপ্তব্য। সুতরাং কেবল এ দুনিয়ায় প্রকাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে কোন নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুনের শুদ্ধ-অশুদ্ধ, উপকারী-ক্ষতিকর, গ্রহণযোগ্য বা বর্জনযোগ্য নির্ধারণ করতে হবে।

সংক্ষেপে এটি বস্তুবাদ—একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সকল মৌলিক প্রশ্নের জবাব ও সকল সমস্যার সমাধান এ দর্শনে রয়েছে।

এ দর্শনে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি নিয়ন্তার কোন স্থান নেই। মানুষের বাইরে অন্য কোন শক্তির কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের কোন সুযোগ নেই। মানুষ কেবল মানুষ ছাড়া অন্য কোন শক্তির কাছে জবাবদিহি করবে না। মানুষ মরে মাটির সাথে মিশে যাবে। সুতরাং এ মতবাদে পুনরুত্থান, শেষ বিচার ও পুরস্কার, তিরস্কারের প্রশ্ন উঠে না। মানুষ স্বাধীন, দায়িত্বহীন ও স্বাধিকার সমন্বিত এক সত্ত্বা। তার ইচ্ছা, বাসনা, লালসা পূর্ণ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এর বাইরে আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে যে সকল বস্তু ও মানুষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, সে সব জিনিসপত্র ও মানব সমষ্টি তার কাছে মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বিঃদ্রঃ মায়ের পেটে যখন শিশুর প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ শুক্রানু ও ডিম্বানু একত্রিত হয়ে ক্রমান্বয়ে রক্তপিন্ড ও মাংসপিন্ড সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে রুহের (প্রাণবায়ুর) আবির্ভাব হয়-শিশুর প্রাণ সঞ্চালনের লক্ষণ ফুটতে আরম্ভ করে। তারপর শিশু ভূমিষ্ট হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়ে জীবনধারণ করে একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অর্থাৎ তার 'রুহ' চলে যায় আর লাশ মাটিতে পড়ে থাকে। 'রুহ' বস্তু নয়। অথচ রুহ তার অভ্যন্তরে থাকা অবস্থায় সে কত কল্পনা করে, কত চিন্তাভাবনা করে, কত দর্শন, কত মতবাদ রচনা করে। আর এ রুহ শরীর থেকে বের হয়ে যাবার পর শুধু বস্তু অর্থাৎ লাশই পড়ে থাকে যা জ্বালিয়ে অথবা মাটির অভ্যন্তরে লুকিয়ে ফেলে তার একান্ত আপনজন পরিবেশ নির্মল রাখে। সুতরাং মানুষ শুধু বস্তুই নয়- বস্তুর অভ্যন্তরে 'রুহ' নামক একটি অবস্তুরও সমষ্টি। এ রুহকে অস্বীকার করে ইহজাগতিকতাবাদীরা বস্তুবাদী দর্শন আবিষ্কার করেছে। তারা গোটা জগত মন্থন করেছে অথচ নিজের অভ্যন্তরের রুহের সাথে পরিচিত হতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

২। ডারউইনবাদ / ক্রমবিকাশবাদ/ বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution)
আল্লাহ, রসুল ও আখেরাত বাদ দিয়ে ইহজগতকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার ফসল আরো একটি মতবাদ ডারউইনবাদ। এ মতবাদ ক্রমবিকাশবাদ, বিবর্তনবাদ, Theory of Evolution নামেও পরিচিত। ইংল্যান্ডের চালর্স রবার্ট ডারউইন এ মতবাদের আবিষ্কারক। ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ সালে, আর মৃত্যু ১৮৮৮ সালে। তার পিতা ছেলেকে ডাক্তার বানাতে চেয়েছিলেন। পরে পিতা বুঝতে পারলেন ছেলের ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা নেই। তাই তিনি ডারউইনকে কেমব্রীজ ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি করান। উদ্দেশ্য তাকে ধর্মযাজক বানাবেন। ডারউইন Crist College এ তিন বৎসর লেখাপড়া করেন। ডারউইন লিখেন– "এ সময় আমি নিয়ম-মাফিক প্রার্থনা করে, বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে নেশা করে এবং তাস খেলে কাটিয়েছি।"

এ তিন বৎসর পর তার আর লেখাপড়া করা কিংবা ধর্মযাজক হওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি 'বিগল' নামক একটি জাহাজে চাকুরিতে যোগদান করে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেন এবং জাহাজে করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। পাঁচ বছর পর দেশে এসে 'সমুদ্রযাত্রার ইতিবৃত্ত' রচনা করেন। অত:পর তার লিখা সুবিখ্যাত দুটো বই 'Origin of Species' এবং 'The Descent of Man' প্রকাশিত হয়। এ দুটো বইতে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করেন তা হল 'Theory of Evolution' অর্থাৎ বিবর্তনবাদ। এ মতবাদের মূল কথা :
আদিকালে পৃথিবী যখন বসবাসের উপযুক্ত হয়, তখন আকস্মিক এক সংঘাতের ফলে এককোষ বিশিষ্ট এক প্রাণীর (Unicellular Amoeba) সৃষ্টি হয়। পরে তাতে বিপুল জীবন-সংগতি ও বেঁচে থাকার যোগ্যতার উদ্ভব হয়। কালের ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে শক্তি পরীক্ষা এবং বহু, বহু, বহু বছরের ক্রমাগত প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ও ক্রমবিকাশের (Evolution) এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে ঐ এক কোষ বিশিষ্ট প্রাণী বিবর্তনের ক্রমধারায় বানর প্রজাতি এবং সর্বশেষে মানুষ প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ডারউইন লিখেন— "আমাদের বিদ্বেষ ও অহংকারই আমাদের পিতৃপুরুষের মুখে এ কথা বলিয়েছে যে, তারা দেবতার সন্তান। আর এ অনুভূতিই মানুষকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেয়নি যে, তারা স্বতন্ত্র কোন সৃষ্টি নয়–আসলে তারা অন্যান্য জীবজন্তুর ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত বংশধরমাত্র।"

www.pathagar.com

"সমগ্র উচ্চতর গুণপনা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ এখন পর্যন্ত নিজের দেহের মধ্যে সেকালের অমোছনীয় চিহ্নসমূহ বহন করে চলছে, যখন সে নিম্নমানের জীবের আকৃতিতে ছিল।"

ডারউইনবাদ বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র ফুটে উঠে তা হল :- এ বিশ্বজগত একটি সংগ্রাম ক্ষেত্র। জীবন স্থিতির জন্য এখানে প্রতি মুহূর্তে এক চিরস্থায়ী যুদ্ধ চলছে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, প্রতিরোধ বিশ্ব প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। বাঁচার যোগ্যতা যে দেখাতে পারে, কেবল তারই বাঁচার অধিকার আছে। যে ধ্বংস হয়, দুর্বল বলেই সে ধ্বংস হয়। যে বেঁচে থাকে, সে সংগ্রাম করেই টিকে থাকে। শক্তিমান বলেই সে বেঁচে থাকে। আর বেঁচে থাকাই তার অধিকার। মাটি, জমি, পারিপার্শ্বিক যাবতীয় বস্তু, জীবনযাপনের যাবতীয় উপায় উপাদান সবকিছু ভোগদখল করার অধিকার একমাত্র শক্তিমানের। কারণ বেঁচে থাকার যোগ্যতার প্রমাণ সে দিয়েছে। দুর্বলের কোন অধিকার স্বীকৃত নয়। অতএব শক্তিমানের জন্য স্থান ছেড়ে দেয়াই তার কর্তব্য। শক্তিমান যদি শক্তি প্রয়োগ করে দুর্বলকে স্থানচ্যুত কিংবা বিলুপ্ত করে তবে এটা তার অধিকার এবং তারপক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

ভূপৃষ্ঠে প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রকার প্রজাতি (species) আছে। ডারউইনের মতে আকস্মিক এক সংঘাতের ফলে এককোষ বিশিষ্ট প্রাণী দেহে (Amoeba) প্রাণের সঞ্চার হয়। তারপর বংশবৃদ্ধি, ঘাত-প্রতিঘাত, শক্তি পরীক্ষা, বাঁচার লড়াই, যোগ্যতমের উধর্তন (Survival of the fittest) ক্রমাগত প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ও ক্রমবিকাশের (Evolution) ধারা অতিক্রম করে এককোষ বিশিষ্ট (Unicellular) প্রাণী থেকেই প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রকারের প্রজাতির (species) রূপান্তর ঘটেছে। মানুষ তন্মধ্যে এক প্রকার প্রজাতিমাত্র।

এ মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে চমক সৃষ্টি করলেও আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা এ মতবাদের সত্যতা স্বীকার করেন না। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক স্যার আর্থার কিইথের একটি চমৎকার মন্তব্য আছে। মন্তব্যটি হল–

'Evolution is unproved and unprovable. We believe it because, the only alternative is special creation and that is unthinkable.'

অর্থাৎ : "জীব সৃষ্টির ব্যাপারে বিবর্তন মতবাদ প্রমাণিত নয় এবং প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এ মতবাদ মেনে নেয়া হয় এজন্য যে, এটা না

www.pathagar.com

মানলে স্বীকার করে নিতে হবে যে সৃষ্টিকর্তা সকল জীব সৃষ্টি করেছেন–যা আমাদের জন্য অচিন্তনীয়।"

ইউরোপের সেকুলারপন্থীরা এ মতবাদ জীবতাত্ত্বিক (Biological) দিক দিয়ে গ্রহনযোগ্য কিনা তা প্রমাণ করার জন্য মোটেই আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। অথচ এর দার্শনিক দিক তারা হুমড়ি খেয়ে লুফে নিয়েছে।

এ মতবাদ তারা প্রচার করে বুঝাতে চেয়েছে–মানুষ অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের মত এক জীবমাত্র। সবার মূল এক জায়গায়। এককোষ বিশিষ্ট প্রাণী থেকে সবার উদ্ভব। আকস্মিক এক সংঘাতের ফলে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। 'সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন'—এ তত্ত্ব ঠিক নয় কারণ সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছুই নেই। প্রাকৃতিক জগত স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে। ক্রম বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে মানব নামক প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। কালের চক্রে সে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হবে। মানুষ পশু সবই যন্ত্রমাত্র। স্বাভাবিক নিয়মে যন্ত্র চলছে। এদের মধ্যে 'স্বাধীন ইচ্ছার' কোন অস্তিত্ব নেই। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে কিংবা প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেলে তার মৃত্যু ও লয় হবে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রশ্ন উঠে না।

এ জীবন দর্শনে সহানুভূতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, ইনসাফ, ন্যায়বিচার, দায়িত্বশীলতা, অন্যের অধিকার রক্ষা করা, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি abstract গুণাবলীর কোন স্থান নাই। এখানে দুর্বলের কোন অধিকার স্বীকৃত নয়। আর শক্তিমানের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের অধিকার কেড়ে নেওয়া বা তাকে ধ্বংস করে ফেলা কোন অপরাধ নয়। এ জন্য তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না। এটা শক্তিমানের জন্মগত অধিকার। কেননা এ বিশ্বজগত একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তারই টিকে থাকার অধিকার আছে, যে যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারবে। দুর্বলের টিকে থাকার কিংবা বেঁচে থাকার কোন অধিকার নাই। ফলে জুলুম নিষ্পেষণ বলতে আর কিছুই থাকে না। জুলুম করা শক্তিমানের অধিকারে পরিণত হয়।

এ মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপীয়ানরা বিশ্বযুদ্ধ বাঁধায়, বিভিন্ন দেশ দখল করে, কলোনী স্থাপন করে, কলোনীর সম্পদ লুট করে নিজ দেশ সমৃদ্ধ করে, উভয় আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার আদিবাসীদের বংশ ধ্বংস করে, দুর্বলদের ধরে নিয়ে দাসে পরিণত করে আর ডারউইনপন্থীরা ফতোয়া জাহির করে-এটা তাদের জন্মগত অধিকার কারণ তারা যোগ্য। যারা নিশ্চিহ্ন

www.pathagar.com

হয়েছে, টিকে থাকার যোগ্যতা নাই বলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে বা দাসে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রতি অন্যায়, অবিচার কিংবা জুলুম করা হয় নাই। সম্ভবত: ডারউইনের এ দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতিসংঘের Veto Power অধিকারী মুষ্টিমেয় দেশগুলো নিজেদের হাতে Veto Power রেখেছে। তারা মনে করে Veto Power সংরক্ষণ করা তাদের যোগ্যতা ও জন্মগত অধিকার। আর যাদের এ ক্ষমতা নাই সে দেশ ও জাতিগুলোকে তাদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করাও তাদের জন্মগত কর্তব্য।

৩। মেকিয়াভেলী মতবাদ

এ মতবাদের প্রবক্তা নিকোলো মেকিয়াভেলী ১৪৬৯ সালে ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২৭ সালে তিনি মারা যান।

লেখাপড়া শেষ করে তিনি সরকারী চাকুরিতে যোগ দেন। ১৪৯৮ সালে তিনি সচিব পদে উন্নীত হন। কূটনীতিক হিসাবে তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। ১৫১২ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তিনি নির্বাসিত হন। অত:পর তাকে জেলে যেতে হয়। জেলে বসে তিনি কয়েকটি বই লিখেন। এর মধ্যে দুটো বই The Prince এবং The Discourse সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। The Prince বইটি তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর প্রকাশিত হয়।

বই দুটোতে তিনি যে মতামত জাহির করেন তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ :-
সাধারণ জনগণ বোকা ও কোন যুক্তির ধার ধারে না। তারা মরীচিকার পিছনে দৌড়াতে অভ্যস্থ। মানুষ ভীষণ লোভী, স্বার্থপর ও নীচ মনোভাব সম্পন্ন। সে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব সচেতন। আর্থিক লাভ-ক্ষতির বিষয়টিকে মানুষ সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর্থিক ক্ষতি বরদাস্ত করতে সে রাজি নয়, সে পিতার হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজের সম্পদ অপহরণকারীকে মাফ করতে নারাজ। সে নিজের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক কার্যকলাপ বাছবিচার করে।

মানুষের কাজ করার পিছনে দুটো মানসিকতা কাজ করে। একটি ভয়, অন্যটি ভালোবাসা। মানুষ থেকে কাজ আদায় করতে হলে প্রয়োজন ভীতি প্রদর্শন। ভয় না পেলে সে কাজ করবে না। মানুষ প্রাচুর্য ও বিলাসিতার আকাংক্ষী। সে নিজের জন্য স্বাধীনতা চায় কিন্তু অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করে না। সরকার কঠোর হলে সে শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মানুষ স্বভাবত রক্ষণশীল। নতুনের প্রতি আগ্রহ এবং অজানাকে জানার ব্যাপারে সে খুব উৎসাহী নয়। পুরানো ও পরিচিত

www.pathagar.com

পথ ধরে চলতে সে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। তাই বিদ্রোহ করার মনোভাব তার মধ্যে খুব কমই সৃষ্টি হয়। মানব সন্তান ভীরু ও অভ্যাসের দাস। সাধারণ জনগণ অকৃতজ্ঞ, বাচাল, কপট, বিপদ এড়ানোর জন্য ব্যাগ্র ও অর্থলোলুপ।

মেকিয়াভেলী সাধারণ জনগণের চরিত্রের এ চিত্র অংকন করেন। তারপর তিনি শাসনকর্তাকে ক্ষমতা অর্জন, ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার ও শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য যে পরামর্শ প্রদান করেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

End justifies the means.

পরিণতি ভাল হলে অসৎ পন্থা অবলম্বন কোন অন্যায় নয়। শাসনকর্তা ক্ষমতা অর্জন ও সংরক্ষণের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করবেন। তিনি পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও ন্যায়-অন্যায় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। লক্ষ্য অর্জিত হলে কেউ পদ্ধতির দোষ-গুণ নিয়ে প্রশ্ন উঠায় না—কিছুদিন পর সব ভুলে যায়।

শাসনকর্তাকে শৃগালের মত ধূর্ত ও সিংহের মত হিংস্র হতে হবে। জনগণকে সন্ত্রস্ত করে রাখতে হবে। তিনি আইনের কঠোর প্রয়োগ করবেন। আইন প্রয়োগে কাজ না হলে পাশবিকতার পথ অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে দ্বিধা বা সংকোচ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে।

দুষ্টের দমনের জন্য নিষ্ঠুরতা ও ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। শাসকের জন্য ন্যায় অন্যায় বলতে কিছুই নাই। শঠতার আশ্রয় নিতে তাকে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। এ পন্থা অবলম্বন করে তিনি সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলা দূর করবেন।

স্বার্থরক্ষার জন্য বিশ্বাস ভঙ্গ করা যাবে। অতীতের বহু নামজাদা শাসক বিশ্বাস ভঙ্গ করে ঘৃণিত হননি।

শাসনকার্য পরিচালনায় ধর্ম, নৈতিকতা ও আদর্শের কোন স্থান নাই। তাকে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে হবে।

ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের ব্যাপারে তাকে দ্বৈত ভূমিকা (Double Standard) পালন করতে হবে। প্রজাদের জন্য যে বিধি-বিধান ও নীতি-নৈতিকতা অবশ্য পালনীয়, শাসনকর্তার জন্য তা পালন করা জরুরী নয়। তিনি প্রয়োজন মাফিক নীতি অনুসরণ করবেন, পরিস্থিতির প্রয়োজনে তা পাল্টিয়ে ফেলবেন। তাকে কপট হতে হবে। প্রয়োজনে ভান করবেন।

www.pathagar.com

পরিস্থিতির সবকিছু সবাইকে খুলে বলা যাবে না। পরিস্থিতির স্বার্থে কোন ওয়াদা করলে তা পূরণ করা অত্যাবশ্যক নয়। পরিস্থিতি বাধ্য করলে তাকে দয়া, মানবতা, ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। তাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে ভাগ্য ও পরিবেশ ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে চলতে। আর তাকে স্মরণ রাখতে হবে পৃথিবী অতি সাধারণ স্তরের মানুষ নিয়ে চলছে। মানুষকে প্রবঞ্চিত করা সহজ তবে এ ব্যাপারে আনাড়ীর মত নয়, কৌশলী হতে হবে। যে কোন পন্থায় ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভণ্ডামি বা বিশ্বাসঘাতকতা কোন অপরাধ নয়।

আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাকে তার নিজের বড়ত্বের এমন এক উদাহরণ স্থাপন করতে হবে এবং এ ঘটনার চর্চা জনগণের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে চালু রাখতে হবে।

তাকে ভাল ও আধুনিক অস্ত্র মওজুদ করতে হবে। দেশের নিরাপত্তা সংকটের সম্মুখীন হলে সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করে দেশ রক্ষা করতে হবে। এছাড়া যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি। সাবধানী হওয়ার চাইতে দুর্দান্ত হওয়া উত্তম। শান্তির সময়ও যুদ্ধাবস্থার ভাব বহাল রাখা শাসকের জন্য কল্যাণকর।

বি:দ্রঃ এ দুটো বইয়ের প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। তারপরও The Prince বইটি পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রনায়কের বালিশের নীচে সযতনে রাখতে দেখা যায়।

৪। ফ্যাসীবাদ

ধর্মের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সাধারণ মানুষের উপর শাসক শ্রেণীর একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠা আরো একটি মতবাদ হল– ফ্যাসীবাদ।

এ মতবাদেরও জন্ম হয় ইতালীতে। ইতালীর বেনিটো মুসোলিনী হলেন এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইতালীতে ১৯২০ সালে 'ফ্যাসিস্ট দল' নামে একটি দল গঠন করেন। ১৯২২ সালে এ দল রোমের সর্বময় ক্ষমতা দখল করে এবং রাষ্ট্রের উপর এ মতবাদ চাপিয়ে দেয়।

মুসোলিনীর নামে 'ফ্যাসীবাদ' শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটি তার বক্তৃতা ও উদ্ধৃতির সমষ্টি। এ বইতে ফ্যাসীবাদের আদর্শ প্রচার করা হয়।

www.pathagar.com

ফ্যাসীবাদের মূল কথা হল :

রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, রাষ্ট্র ঐক্য ও কল্যাণের প্রতীক। ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়–রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি। রাষ্ট্রের গৌরব, মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিকে যে কোন• ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অর্জিত হলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির কল্যাণ হবে।

ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র একটি সর্বাত্মক রাষ্ট্র (Totalitarian state)। এ ধরনের রাষ্ট্রে ব্যক্তি ও সমাজ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। এ ব্যাপারে মুসোলিনীর বক্তব্য–

Everything for the state, nothing against the state, nothing outside the state.

অর্থাৎ সব কিছু রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কিছু নয়, রাষ্ট্রের বাইরে কোন কিছু নাই।

ফ্যাসীবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাস করে না।

এ মতবাদে গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বীকৃতি নেই। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্র রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। এ ধরনের রাষ্ট্রে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার পরিবর্তে দায়িত্ব, নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যক্তি ও সমাজের যে কোন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা যাবে। এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করার কোন জায়গাও নাই–সুযোগও নেই।

সমগ্র রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে মাত্র একটি দল। বিরোধীদল ও বিরোধী মত সহ্য করা হবে না। মিডিয়া সরকারের পক্ষে লিখতে পারবে—বিপক্ষে কোন কিছু লিখা যাবে না।

এ মতবাদে সরকার ও রাষ্ট্র একত্রিভূত। দলীয় প্রধান, সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি। তার আদেশ রাষ্ট্রের আইন বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এক নেতা, এক দেশ। নেতা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ও প্রতীক। মুসোলিনীর ভাষায় এ ধরণের রাষ্ট্রের নাগরিকের কর্তব্য হবে কাজ, কাজ আর কাজ ও নিয়মানুবর্তিতা–কোন তত্ত্ব নয়–কোন দর্শন নয়।

এ মতবাদ অনুসরণ করে হিটলার নাৎসী দল গঠনের মাধ্যমে জার্মানীর ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেন। ইতালী তার সমর্থনে তার পক্ষে বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

বিঃদ্রঃ-১

মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ন্যায়পরায়ণ, হিসাব গ্রহণকারী সকল জ্ঞানের আধার, চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন হয়ে গেলে তার যে অবস্থা দাঁড়ায় তা হল :-

সে নিজেকে এক তুচ্ছ বস্তু, (সম্ভবত অপবিত্র তরল পদার্থ) এক যন্ত্র মনে করে। সে যখন ওহীর মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে রাজি না হয়—তখন তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় প্রাকৃতিক জগত তথা বন-জঙ্গল থেকে। পশু হয়ে যায় তার উস্তাদ। পশুকে উস্তাদ মানতে তার কোন আপত্তি নেই। কারণ সে নিজেও তো (unicellular amoeba) এককোষ বিশিষ্ট প্রাণী থেকে রূপান্তরিত হয়ে বানরের স্তর পার করে বর্তমান স্তরে উপনীত হয়েছে। ভবিষ্যতে বিবর্তনের মাধ্যমে আরো কোন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আর জঙ্গলের পশুদের মধ্যে তার পছন্দ শিয়াল ও সিংহ। শিয়াল ও সিংহের মত ধূর্তামি ও হিংস্রতা প্রদর্শন করে সে সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে কাবু করে ফেলবে। সে একা না পারলে তোষামোদকারীদেরকে যোগাড় করে মাত্র একটি দল গঠন করে সবার উপর কর্তৃত্ব জাহির করবে। যেহেতু সাধারণ মানুষ বোকা, ভীরু, স্বার্থপর, নীচ মনোভাব সম্পন্ন—ভয় প্রদর্শন করে তাদের কাছ থেকে আনুগত্য উদ্ধার করা যায়, সুতরাং তাদেরকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ভীত সন্ত্রস্ত করে তাদের লর্ড, তাদের প্রভু বনে যাবে। এ কাজ করা তার অপরাধ নয়। কারণ সে শক্তিমান, তার দলবল আছে। সে অন্য সভ্যতার সাথে সংঘাত বাধিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে টিকে থাকবে। কারণ আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট এ বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম হল Survival of the fittest.

বিঃদ্রঃ ২

খ্রিস্টানদের দুই স্তম্ভ সেন্ট পিটার ও সেন্ট জনপলের দেহাবশেষ রয়েছে ইতালীর রাজধানী রোমের সেন্টপিটার কেথিড্রেলে। এ গীর্জা খ্রিস্ট জগতের মধ্যমণি। এ গীর্জা থেকে গোটা বিশ্বের খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই জায়গায় রয়েছে খ্রিস্টানদের ধর্মরাজ্য—ভেটিকান সিটি। পোপ হলেন এ রাজ্যের রাজা। অতীতেও রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটগণ ছিলেন খ্রিস্ট জগতের সম্রাট।

কালের আবর্তনে পোপের সাথে সম্রাটদের সংঘাত হয়। অত:পর পোপ ও যাজকশ্রেণীর সাথে বুদ্ধিজীবীদের সংঘাতের ফলে উদ্ভব হয় সেকুলারিজম। সেকুলারিজমের ফসল বস্তুবাদ, বিবর্তনবাদ, মেকিয়াভেলীবাদ, ফ্যাসীবাদসহ আরো অনেক মতবাদ। বিবর্তনবাদ ব্যতিত বহু মতবাদের জন্মভূমি ইতালী ও গ্রীস। উপরোক্ত মতবাদগুলো আমাদের জাতিসত্ত্বাকে গিলে ফেলতে মুখব্যাদন করে আছে।

ইতালীর পাশ্ববর্তী দেশ গ্রীস।

www.pathagar.com

- ❖ গ্রীসে অতীতে বহু দেব-দেবীর পূজা করার সময় উৎসবের আয়োজন করা হত। দেবদেবী থেকে মঙ্গল কামনায় মোমবাতি জ্বালিয়ে তাদের নিকট প্রার্থনা করা হত।

- ❖ ক্ষতিকর অশরীরী আত্মা তাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মাঠে একত্রিত হয়ে আতশবাজী পোড়ান হত।

- ❖ গ্রীক দেবতা লাইকিউস আরগোসের মন্দিরে আগুনের 'শিখা চিরন্তন' সর্বদা জ্বালিয়ে রাখা হত। তাদের মতে এ 'শিখা চিরন্তন'—চিরজীবনের প্রতীক। এ শিখাকে পূজা করা হত—স্যালুট করা হত।

- ❖ তাদের জাতীয় বীরকে দেবতার আসন প্রদান করে দস্তুরমত তার পূজা করা হত।

এসব Pagan (পৌত্তলিক) আমলের গ্রীক সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি এখনও তাদের মধ্যে চালু আছে।

আমরা সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে অবস্থান করেও এ আগ্রাসী সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আটকে পড়ছি কি?

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

বিপর্যস্ত মানবতা

মানুষ আজ একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত। বিশ্ব আজ একটি ছোট পল্লীতে (global village এ) পরিণত হয়েছে। মানুষ ধারণাতীত গতি বৃদ্ধি করেছে। সে আজ পৃথিবীর দূরবর্তী স্থানের মানুষের সাথে ঠিক এভাবেই কথা বলতে পারছে, যেভাবে সে তার পাশের লোকের সাথে আলাপ করে। মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও উদ্ভাবনের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। আজ প্রতিযোগিতা চলছে কার আগে কে চাঁদ কিংবা মঙ্গলগ্রহে হোটেল-মোটেল নির্মাণ করবে আর প্রমোদ ভ্রমণে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। সম্ভবতঃ মাটির অভ্যন্তরে এমন কোন সম্পদ নাই, যা সে তুলে আনতে সক্ষম হয় নাই। ধারণা করা হয়, সে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গেছে।

তারপরেও মানবতা আজ বিপর্যস্ত। মানুষ সামষ্টিক অর্থে কি সুখ ও শান্তিতে আছে? এর জবাব ইতিবাচক না হয়ে নেতিবাচক হওয়াই স্বাভাবিক।

আজও সেই বৃদ্ধের আহাজারি শোনা যায়, যে তার সকল শক্তি সামর্থ ও মেধা উজাড় করে দিয়ে এখন অসহায়। তার ছেলে-মেয়েদের ছবি মিডিয়াতে সে দেখে, তাদের গলার আওয়াজও ইথারে ভেসে আসে। কিন্তু তাদের সময়ের এত অভাব যে তাদের পক্ষ থেকে একটি হ্যালো শোনবার সুযোগ তার হয় না। শোনা যায় সেই বৃদ্ধার ক্রন্দন, সুসময়ে যার আঙিনায় ভিড় লেগেই থাকতো, কত ভ্রমরের গুঞ্জরণ সে শোনত অথচ আজ তার দিকে ফিরে তাকাবার কেউ নাই। শোনা যায় ক্রন্দন সেই কোটিপতির, যাকে সাময়িক সময় দেওয়ার জন্য অনেকেই প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু তার অন্তরের অন্তঃস্থলের বেদনাগুলো উপলব্ধি করার কারো সময় নাই, কারো ধৈর্য নাই, কারো হৃদয় নাই। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায় সেই শ্রমিককে, যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সোনা কিংবা হিরা অতল তল থেকে আহরণ করে। তার হাতে সামান্য কয়েকটি মুদ্রা তুলে দিয়ে বিদেশীরা তার জন্মভূমির মূল্যবান সম্পদ লুটে নিয়ে যায়। শোনা যায় সেই যুবকের

www.pathagar.com

আর্তনাদ যার দিকে তাক করে আছে বিদেশী সৈন্যদের বন্দুকের নাল—যাদের ইচ্ছার বাহিরে নড়াচড়া করলে খোয়াতে হবে জীবন। শোনা যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দনরব সেই সৈনিকের, যাকে গুলি করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে– সে বুঝে গুলি করার পরিণতি কি, যার উপর গুলি আঘাত করবে তার নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের কি অবস্থা হবে। কিন্তু সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না, যাকে গুলি করবে তার কি অপরাধ? বিলাপ শোনা যায় শিশুসদনের সেই অসহায় শিশুর, যে জানে না কে তার মা? কে তার বাবা? কিভাবে সে পৃথিবীতে এলো? কেন সে এলো? কোথায় সে যাবে? তার শেষ পরিণতি কী হবে? দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যায় সেই মুমূর্ষু রোগীর, যার শেষ আকুতিগুলো কার কাছে নিবেদন করবে, আজো এ পরিণত বয়সে তার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব হলো না।

আরো কত কান্না, কত আহাজারি, কত বিলাপ, কত দীর্ঘশ্বাস ইথারে ভেসে বেড়ায়—শোনার ইচ্ছা থাকলে কান পেতে তা শোনা যায়, উপলব্ধি করার মন থাকলে মর্মে মর্মে তার সুর অনুরণিত হয়।

এবার বিপর্যস্ত মানবতার কারণ চিহ্নিত করে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। যাদের উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে–তারা বিশ্বে পরিচিত, বিশ্ব বিখ্যাত।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি পণ্ডিত ড. আলেক্সিস ক্যারল তাঁর Man the Unknown গ্রন্থে বলেন :

"প্রতিটি দেশের ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণীর মধ্যে যাদের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি রয়েছে—মানসিক ও নৈতিক যোগ্যতার দৃশ্যমান অবনতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা অনুভব করছি, আধুনিক সভ্যতা সেসব বড় বড় আকাঙ্খা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা মানবতা তার প্রতি পোষণ করেছে এবং সে সমস্ত লোক জন্ম দিতে পারে নি যারা মেধা ও সাহসিকতার অধিকারী হবে এবং সভ্যতাকে সে কষ্টকর দূরাতিক্রম্য রাস্তায় নিরাপদ শান্তির সাথে নিয়ে যেতে পারবে, যেখানে মানবতা আজও ঠুকর খাচ্ছে।.....

প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-প্রযুক্তি মানুষের জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তা মানুষ উপযোগী নয় এবং সুপরিকল্পিতভাবেও স্থাপিত হয় নি। .....আমরা এক অব্যাহত নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতনের সাথে নিপতিত। যে সব জাতি গোষ্ঠির মধ্যে প্রযুক্তি–সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করছে ও চরম উন্নতি লাভ করেছে, তারা আগের তুলনায় খুবই

www.pathagar.com

দুর্বল এবং খুব দ্রুততার সাথে অসভ্যতা ও বর্বরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তাদের এই অনুভূতি নাই.....আমরা বস্তুবাদ সম্পর্কে যতটা জানি এর তুলনায় জীবনের জ্ঞান এবং মানুষের কিভাবে জীবন অতিবাহিত করা দরকার এ সম্পর্কে খুব কমই জানি। আমাদের জ্ঞান এ সম্পর্কে খুব পিছনে পড়ে রয়েছে। আর এ কম জানার কারণে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এর ফল আমরাই ভুগছি।.....আমাদের জন্য তো এটাই সমীচীন ছিল যে আমরা নিজের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করি ও মনোযোগ দেই। যান্ত্রিক, প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধ্য নাই যে সে আমাদেরকে মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দান করতে পারে, দান করতে পারে নৈতিক শৃংখলা, চারিত্রিক বিধান, স্বাস্থ্য, স্নায়ুবিক ভারসাম্য, শান্তি ও নিরাপত্তা।"

Guide to Modern Wickedness গ্রন্থে অধ্যাপক Joad বলেন—
"সমসাময়িক যুগের সমাজ ও সোসাইটির বিশ্বাস ছিল—আরামপ্রিয়তার নামই হলো সভ্যতা। কিন্তু এ যুগের বিশ্বাস হলো দ্রুততা তথা গতির নাম সভ্যতা।

গতি হলো বর্তমান কালের যুবকদের আরাধ্য। এর মন্ডপ ও মন্দিরে তারা আরাম, প্রশান্তি ও দয়া-মায়াকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বলি দেয়।..... উড়োজাহাজ দেখুন, যারা এটা আবিস্কার করেছিল তাদের উচ্চ মনোবল, অটুট সংকল্প, ইচ্ছাশক্তি ও দুঃসাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু এখন আপনি সে সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করুন যার আওতাধীনে এ উড়োজাহাজ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে—সে সব উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কি? তা হলো— আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ, মানবদেহ খন্ড-বিখন্ডকরণ, জীবিতদের জীবন হরণ, মানবদেহ ভস্মীভূতকরণ, বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপণ ও প্রতিরক্ষায় অসমর্থ দুর্বল মানুষগুলোকে ধ্বংসকরণ।"

ইউরোপের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও দার্শনিক ধর্মান্তরিত মুসলমান লিওপোল্ড মুহাম্মদ আসাদ তাঁর Islam At The Cross-Road বইতে লেখেন—
"ইউরোপের মানুষের একটি দল সৃষ্টি হয়ে গেছে, যাদের নীতিবোধ ও নৈতিকতা নিছক উপযোগবাদের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ। যাদের কাছে ভাল মন্দের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র বস্তুবাদী সাফল্য।"

Man The Unknown গ্রন্থের আর একটি উদ্ধৃতি "এ কালের মতাদর্শ পূঁজারিরা মানবতার কল্যাণের জন্য সভ্যতার নানা ভিত্তি স্থাপন করেছে।

www.pathagar.com

তারা মানুষের অসম্পূর্ণ ও কুৎসিত ছবি এঁকেছে। .....প্রতিটি ব্যাপারে পরিমাপের মানদন্ড হওয়া উচিত ছিল স্বয়ং মানুষ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত।.....আসলে আমরা বড় হতভাগ্য। কেননা আমরা বিবেক, বুদ্ধি ও নৈতিকতা উভয়দিক দিয়েই ক্ষয়িষ্ণু ও বিলয়মুখী। যে সব জাতি বর্তমানে সভ্যতার শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেছে, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে, তারা দুর্বলতার শিকার। বরং দুনিয়ার সমগ্র জাতির মধ্যে চরম উন্নত জাতিগুলিই পুনরায় বর্বরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার অবলম্বন করে বসবে।"

আমেরিকার নিহত প্রেসিডেন্ট জন. এফ. ক্যানেডি ১৯৬২ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে বলেছিলেন—"আমেরিকার ভবিষ্যত বিপদাপন্ন, কেননা নব্য যুবকেরা যৌন চর্চার পঙ্কিলতায় এত বেশী নিমজ্জিত যে, তারা নিজেদের দায়িত্বের বোঝা বহন করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। সামরিক বাহিনীতে যোগদান করার জন্য আসা প্রতি সাত জন যুবকের মধ্যে ছয় জনই ব্যর্থকাম হয়ে প্রত্যাখাত হয়ে যায়। কেননা যৌন লালসা-কামনা তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থাকে সাংঘাতিকভাবে পর্যদুস্ত করে দিয়েছে। বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে ৩৩জন কর্মীকে বহিস্কার করা হয়েছে, শুধু এই জন্যই যে, তারা যৌনতার ক্ষেত্রে চরম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। আর এ কারণে সরকারী গোপনীয়তা সংরক্ষণের দিক দিয়ে তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিল না।"

Dr. Cyril Garbett বলেন :-

"বর্তমানে মানুষ ইতিহাসের জটিলতম সংকটে নিপতিত। সভ্য মানুষ আজও বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সে এমন এক খাড়া স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে এক ধ্বংস গহ্বরের পড়ার আশংকা রয়েছে। সেখানে পড়ার পর হয়ত উদ্ধার পাবার আর কোন উপায় কোন দিনই খুঁজে পাবে না।"

Stah Wood Cobb বলেন :-

"আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা অনেকগুলো আভ্যন্তরীণ বৈপরিত্য ও অসামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ। এই বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয় কথা ও কাজের মধ্যে, চিন্তা ও বক্তব্যের মাঝে এবং যুক্তি ও অনুভূতির মধ্যে। বস্তুবাদী সভ্যতা নানান ধরনের অভিব্যক্তির মাঝে সকল মানুষের নীতিগত সাম্যের কথা ঘোষণা করেছে, কিন্তু কার্যত নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক পরিসরে অসাম্য ও অবিচারের জন্ম দিচ্ছে এবং এই মন্দগুলোকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে।"

www.pathagar.com

দার্শনিক কবি ড. আল্লামা ইকবাল তাঁর Reconstruction of Religious Thought in Islam বইতে লেখেন :-

"এ কালের মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে আর হৃদয়বান হিসেবে জীবনযাপন করতে পারছে না। চিন্তার জগতে সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লড়ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে অপরের সাথে সংঘাতরত। বাস্তব ঘটনার বেড়াজালে আটকে পড়ে সে তার আপন সত্তার গভীরতা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।"

"স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের (ওহী) নিয়ন্ত্রণমুক্ত চিন্তাশক্তি এবং বিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিজ্ঞানী আধুনিক মানুষকে দিয়েছে নির্মম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অন্যায় সমাজ ব্যবস্থা, নির্দয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শ্রেণীতে শ্রেণীতে লড়াই এবং ক্ষমতা দখলের উম্মাদনা।"

পারমাণবিক বোমা আবিস্কারের পর অধ্যাপক বার্বাস এর ধ্বংসাত্মক কার্যকারিতার কথা চিন্তা করে বলেছিলেন—"বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অনুশীলন না করলে মানবসভ্যতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ মানুষ ধ্বংসের উপকরণ অনেক বেশী যোগাড় করে ফেলেছে।" তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পারমাণবিক বোমার নিয়ন্ত্রণ ভার কোন অবস্থাতেই সেকুলার চিন্তাধারার লোকদের হাতে দেওয়া যাবে না। এ বোমার নিয়ন্ত্রণ ভার অবশ্যই ধার্মিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন লোকদের হাতে অর্পণ করতে হবে। এবার কিছু তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে যা থেকে ধারণা করা সম্ভব হবে মানবতার বিপর্যয় আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে।

আজ যদি বিশ্ববাসীর গণভোট নেওয়া হয় এই প্রশ্নে যে, মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু কোনটি? নিঃসন্দেহে উত্তর আসবে তার নিজের জান, নিজের প্রাণ।

মানুষের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু এ প্রাণ একটি পবিত্র আমানত। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তা হরণ করা যায় না। অথচ বর্তমান কিংবা বিগত শতাব্দীতে কত মানুষের প্রাণ বিনা দোষে, বিনা কারণে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ইতিহাস তার পূর্ণ তালিকা সংরক্ষণ করে নি। তারপরও ছিটে-ফোঁটা কিছু হিসেব বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যায়, তার উপর ভিত্তি করে কিছু তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো :-

- জাপানের হিরোশিমা পৌরসভার চেয়ারম্যান ১৯৪৯ সালের ২০শে আগস্ট এক ঘোষণায় বলেন ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট আমেরিকার

www.pathagar.com

নিক্ষিপ্ত এটম বোমায় যে সব বনি-আদম মারা যায় তাদের সংখ্যা দুই লাখ দশ থেকে চল্লিশ হাজার, আর আহত হয় ৮০ হাজার।

- আর জাপানের নাগাসাকিতে এটম বোমার আঘাতে নিহত হয় ৪০ হাজার এবং আহত হয় ২০ হাজার মানুষ। নিহত আহতদের চেয়েও বেশী সংখ্যক লোক পরবর্তী পর্যায়ে এটম বোমার তেজস্ক্রিয়তার কারণে সারাটা জীবন কোন না কোন অসুখে, দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত করে।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সালে আরম্ভ হয়। এ যুদ্ধে ১ কোটি ৩০ লাখ লোক নিহত হয়, আর আহত হয় ২ কোটি ২০ লাখ।

- A.J.P Teylor তাঁর The First World War বইতে উল্লেখ করেন—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে

  ফ্রান্স হারায়–১৫ লাখ লোক।

  জার্মানী হারায় ১৫ লাখ লোক্

  ব্রিটেন হারায় ১০ লাখ লোক।

  আমেরিকা হারায় ৮৮ হাজার লোক

  রাশিয়া হারায় সবার যোগফল থেকেও বেশী সংখ্যক লোক।

- Western Civilization বই এর হিসেব অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিন কোটি ৫০ লাখ লোক নিহত হয়েছে এবং ২ কোটি লোক পঙ্গুত্ব বরণ করেছে।

  (বি:দ্রঃ New Clear Weapons নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলোর হাতে যে পারমাণবিক অস্ত্র মওজুদ আছে, সেগুলোর শক্তি হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার শক্তির প্রায় ১০ লক্ষ গুণের সমান।)

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশ ইরাক ও আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়ে কত নিরাপরাদ মানুষ হত্যা করেছে, ফিলিস্তিনে কত মানুষ নিহত হচ্ছে তার সংখ্যা বেসুমার।

বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আল্লাহর দুনিয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হল, তাতে যে কোটি কোটি বনী আদম নিহত হল, তাদেরকে কোন মানুষ পয়দা করে নি। তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব জগতের মালিক মহান আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালা। নিহতরা হতে পারে হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান, নগরবাসী বা পল্লিবাসী, আর্য জাতি কিংবা উপজাতি—এরা সবাই আল্লাহর খলিফা, তাঁর নিজের প্রতিনিধি, বিনা কারণে তাদের প্রাণ সংহারের কারো কোন অধিকার নাই।

যারা এ অপরাধ সংঘটিত করলো, যারা এ অপরাধের ষড়যন্ত্র করল, যারা পরিকল্পনা গ্রহণ করল, যারা হুকুম দিল—তাদের সবাই সেকুলার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। এরা যদি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হত, তবে তারা আল্লাহকে ভয় করতো, তারা আল্লাহর এত সংখ্যক খলিফা, তাঁর প্রতিনিধিকে হত্যা করতো না, এত সংখ্যক লোক আহত হত না, এত সংখ্যক নারী বিধবা হতো না, এত সংখ্যক শিশু এতিম হতো না, এতটি পরিবার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো না।

এ নরঘাতকেরা ইহজগতবাদী সেকুলার। তারা আখেরাত পুনরুত্থান, শেষ বিচার, বেহেশত ও দোযখে বিশ্বাসী ছিল না। যদি তাদের বিশ্বাস থাকত, তাহলে তারা কোন দিন এ পথে অগ্রসর হতো না। মানবতা এ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো না।

একজন লোক একজন মানুষকে অকারণে হত্যা করলে তাকে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেওয়া হয়। যে লোক লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করল তাকে একবারের বেশী ফাঁসি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ দু'জনের অপরাধের মাত্রা সমান নয়। তাহলে ইহজগতে চাইলেও সত্যিকার অর্থে ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব নয়। ইনসাফ একমাত্র আল্লাহ করতে পারেন। আর এ জন্যই আখেরাতের প্রয়োজন। শেষ বিচারের প্রয়োজন। প্রয়োজন বিভিন্ন ক্যাটাগরীর দোযখের। আল্লাহ তার ব্যবস্থা করেছেন, পরিমাণ মত সব ঠিক-ঠাক করে রেখেছেন।

পারিবারিক বিপর্যয় :

মানুষ বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগত পারিবারিক ক্ষেত্রে কি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তার ছিটে-ফোঁটা চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে :-

পরিবার হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে সাধারণত পরিবার গঠিত হয়। পরিবারের মাধ্যমে বংশধারা ও সভ্যতা অগ্রসর হয়। সভ্যতার এ প্রাথমিক ভিত্তি পরিবার আজ হুমকির সম্মুখীন।

আজ পর্যন্ত নিম্নোক্ত দেশসমূহে আইন সভায় আইন পাশ করে সমলিঙ্গের মধ্যে (পুরুষে পুরুষে) বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে এ জাতীয় বিয়ের

www.pathagar.com

মাধ্যমে কি সন্তানের জন্ম হবে? বংশধারা অব্যাহত থাকবে? মানব সভ্যতা টিকে থাকবে? যে সব দেশে সমলিঙ্গের মধ্যে বিয়ে বৈধ ও আইন সঙ্গত এগুলো হল : আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ।

এছাড়া উভলিঙ্গের মধ্যে বিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটছে। বিয়ে হয়েছে তালাক হয় নাই অথচ স্বামী-স্ত্রী আলাদা বসবাস করছে এদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।

এছাড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত মিলনের সংখ্যা যোগাড় করা আজকাল humanly impossible হয়ে গেছে। জন্ম নিরোধক সরঞ্জামের এত ছড়াছড়ির পরেও কোটি কোটি কুমারী মাতৃত্ব বরণ করছে। ফলে সমসংখ্যক জারজ সন্তান জন্ম নিচ্ছে।

The Crisis of Our Age গ্রন্থে পি,এ সরোকিন বলেন—"পারিবারিক পরিবেশ এখন শুধু একত্রে রাত্রিযাপনেই পরিণত হয়েছে। তাও আবার প্রত্যেক রাতের জন্য নয়। এমন কি সব সময় এক রাতের সবটুকু সময়ের জন্য নয়।"

জর্জ র‍্যালী স্কট তাঁর A History of Prostitution গ্রন্থে বলেন—"যে সকল নারী তাদের দেহ ভাড়া দেওয়াকে তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের বাদ দিলেও আর এক শ্রেণীর নারী আছে এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে—তারা জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির লাভ করার জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে থাকে এবং অতিরিক্ত রোজগারের জন্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। পেশাদার বেশ্যা ও এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।"

পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টিতে কিছু পাশ্চাত্য পন্ডিত আগুনে ঘি ঢেলেছেন। তাদের একজন হচ্ছেন দরখায়েম। তার বক্তব্য—"নারীর বিয়ে করা তার স্বাভাবিক দাবী নয়।"

অন্য পন্ডিত ফ্রয়েড বলেন—"নারীর যৌন সত্ত্বা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সকল প্রকার বাধা-বন্ধন মুক্ত হয়ে।"

ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী George Sand বলেন—"জগতকে যতটুকু দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। তাতে আমি অনুভব করি প্রেম সম্বন্ধে আমাদের যুবক-যুবতীদের ধারণা কতখানি ভ্রান্ত। প্রেম শুধু একজনের জন্য হতে হবে অথবা তার মন জয় করতে হবে এবং তাও চিরদিনের জন্য—এরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল।"

www.pathagar.com

আর এক বুদ্ধিজীবী তার স্ত্রীকে সামনে রেখে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা শুনলে গায়ে শিহরণ জাগে। তিনি বলেন–"যে ফুল আমাকে ব্যতিত অন্যকে তার সুরভি দান করতে চায় তাকে পদদলিত করার আমার কি অধিকার আছে?"

জার্মান পন্ডিত Babel বলেন–"নারী ও পুরুষ তো পশুই। পশু দম্পতির মধ্যে কি কখনো স্থায়ী বিয়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়?"

এ রকম প্রচারণার ফলশ্রুতিতে যা ঘটছে তার কিছু তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল :-

আমেরিকান National Crime Victimization Survey এর রিপোর্ট : "১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় দুলাখ। গড়ে প্রায় আড়াই মিনিটে একটি ধর্ষণ হয়।" Microsoft এর বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে—"যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক স্কুলের উপর পরিচালিত এক জরীপে দেখা গেছে ২৩% থেকে ৪৮% ছাত্রী তাদের ছেলে বন্ধুদের দ্বারা যৌন নির্যাতনে শিকার হয়েছে।" কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র এর চেয়ে করুণ।

সুইডেনের ৯৯% লোক বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রের যৌনক্ষম নারী-পুরুষের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় ৯৫% লোক বিয়ের আগে যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। (সূত্র : Pre-Marital Sex–The Norms in America) অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কারণে জন্ম নিরোধক সরঞ্জাম ব্যবহার সত্ত্বেও অনাকাংখিত গর্ভধারণ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলছে। Social Psychology Understanding Human Interaction বইতে উল্লেখ আছে—"১৯৭৮ সালে শুধু আমেরিকায় ১০ লাখ অবাঞ্চিত গর্ভধারণের ঘটনা ঘটে। ১৯৯৬ সালে শুধু আমেরিকায় ১৩ লাখ ৬৫ হাজার ৭ শত ত্রিশটি গর্ভপাত ঘটানো হয়। ইংল্যান্ডে ২০০৬ সালে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭ শত গর্ভপাত ঘটানো হয়। (সূত্র : Abortion Statistics England and Wales 2006)

গর্ভপাত বৈধ হয় রাশিয়ায় ১৯২০ সালে, জাপানে ১৯৪৮ সালে। ১৯৬০–৭০ সালের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় গর্ভপাত আইনের মাধ্যমে বৈধতা লাভ করে। স্বাস্থ্যগত কিংবা অন্য কোন কারণে যারা গর্ভপাত ঘটায় না তাদের অবৈধ সন্তান জন্ম দিতে হয়। The World Almanar এর সূত্রমতে ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যত শিশু জন্ম হয়েছে তার মধ্যে ৩২.৮% জারজ সন্তান অর্থাৎ মোট শিশুর $\frac{১}{৩}$ অবৈধ সন্তান।

www.pathagar.com

জারজ সন্তানদের অধিকাংশই মা প্রতিপালন করে না। ফলে তাদেরকে শিশু সেবা কেন্দ্র কিংবা দত্তক প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হয়। ওরা ওখানে সব পেতে পারে, কিন্তু মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে পরবর্তী জীবনে তাদের অধিকাংশ সমাজ বিরোধী কিংবা সমাজ বিদ্বেষীতে পরিণত হয়।

১৯৯৪ সালে বিশ্ব ব্যাংকের এক জরিপে বলা হয়—নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, বার্বাডোজ ও নেদারল্যান্ডে নারীদের প্রতি তিন জনে একজন শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের অধিকাংশ সৎ পিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়।

২০০০ সালের আদমশুমারীর পর রিপোর্ট করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের সমকামী (Homosexual) লোকের সংখ্যা ১ কোটি (সূত্র : Sociology P–342, By Richard T Schaefer)

আমেরিকায় পাঁচ লক্ষ পেশাদার পতিতা এবং সমসংখ্যক Part-time (খন্ডকালীন) পতিতা রয়েছে। Part-time পতিতাদের অধিকাংশেই সুশিক্ষিতা এবং সমাজের সম্মানিতা নারী। (সূত্র : Abnormal Psychology And Modern Life, By James C. Coleman)

নগ্ন হয়ে বিচরণ (Exhibitionism) যৌন বিকৃতির আর এক রূপ। সমুদ্র-সৈকত, সুইমিংপুল ও পার্কে এখন নগ্ন হয়ে চলাফেরা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ২০০৩ সালে ভার্জানিয়ার হোয়াইট টেইল পার্কে ঘোষণা করে সাড়ম্বরের সাথে তরুণ-তরুণীদের নগ্ন Camp অনুষ্ঠিত হয়। এ রকম ক্যাম্প এর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

বিবাহিত নারী-পুরুষ তার জোড় ব্যতিত অন্যদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করছে—এদের সংখ্যা আমেরিকায় মোট বিবাহিতদের এক তৃতীয়াংশ। এটা ১৯৭৮ সালের এক জরিপ রিপোর্ট। (সূত্র : Marriage and Family Development, By Evelyn Millis Duvall)

পরকীয়া প্রেমের কারণে স্ত্রীর কোলে যে শিশু আসে, স্বামী সন্দেহ করে এ শিশু তার নয়। এ কারণে সেখানে শিশু নির্যাতন দিন দিন বেড়ে চলছে।

—"আমেরিকায় প্রতিবছর দশ থেকে বিশ লাখ শিশু পদাঘাতের শিকার হয় তাদের পিতা-মাতা কর্তৃক। আর পরিবার সদস্যদের মধ্যে হত্যাকান্ড, অন্য যে কোন প্রকার হত্যাকান্ডের চেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়।

(সূত্র : Mal Adoptive Behaviour : An Introduction to Abnormal Psychology, Scott, Foresman & CO. U.S.A)

www.pathagar.com

এ বইতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে—"সামগ্রিক পর্যালোচনা এ ইঙ্গিত করে যে, প্রায় ২০ লাখ স্বামী ও সমসংখ্যক স্ত্রী একে অন্যকে বছরে অন্তত একবার আক্রমন করে। এর মধ্যে প্রায় আড়াই লাখ প্রহারের ঘটনা মারাত্মক হয়ে থাকে। প্রহারের ঘটনায় নারীরা সাধারণত পুরুষের চেয়ে বেশী আহত হয়ে থাকে।"

আমেরিকায় যত বিবাহ হয় তার প্রায় অর্ধেক বিচ্ছেদে পরিণত হয়। বিয়ে করে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এমন ঘটনা প্রায় ঘটছে। প্রতিবছর সঙ্গী ত্যাগের ঘটনা প্রায় দশলাখ। (সূত্র : Marriage and Family Development)

আমেরিকায় মোট শিশুর এক তৃতীয়াংশ পিতা-মাতা উভয়ের সাথে বসবাসের সুযোগ পায় না। (সূত্র : Social Psychology Understanding Human Interaction, By Robert A. Baron, Donn Byrne)

পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্টি হয় মানসিক সমস্যা। ২০০৪ সালে আমেরিকার মানসিক ব্যাধির উপর এক সমীক্ষা চালানো হয়। এতে দেখা যায় ২ কোটি ৯০ লাখ লোক Mood disorder এবং ৪ কোটি লোক Anxiety Disorder এ ভুগছে।
(সূত্র : Diagonostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th edition U.S.A)

আমেরিকায় যৌন রোগে ভুগছে মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ। এর সাথে প্রতিবছর যোগ হচ্ছে প্রায় ৫ লাখ নতুন রোগী। (সূত্র : Social Psychology: Understanding Human Interaction)

বিশ্বে আজ AIDS মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এ রোগের কোন ওষুধ আবিস্কার হয় নাই। সুতরাং যার AIDS হয়েছে, সে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। বর্তমান বিশ্বে HIV/AIDS এ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তিন কোটি ৩২ লাখ।

- এ পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ৩ কোটি লোক এইড্‌সে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। ২০০৮ সালে নতুনভাবে আক্রান্ত AIDS রোগীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ।
- ২০০৮ সালে এইড্‌স রোগে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২১ লাখ।

www.pathagar.com

- ২০০৮ সালে প্রতিদিন গড়ে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮০০ জন। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় ৫ জন।
- ২০০৮ সালে প্রতিদিন গড়ে মারা গেছে ৫ হাজার সাতশত জন। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে মারা গেছে গড়ে ৪ জন।

বি:দ্রঃ উপরোক্ত তথ্যগুলো সিলেটের সিভিল সার্জন মহোদয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত।

আত্মহত্যা :

১৯৫০ সালের পর থেকে মার্কিন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যা ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। (সূত্র : Abnormal Psychology and Modern Life)

জাপানী তরুণীরা আত্মহত্যার ব্যাপারে আরো অগ্রসর। তারা প্রতিবছর দল বেধে একসাথে আত্মহত্যা করে।

মাদকাসক্তি :

আমেরিকায় প্রতিবছর ২ লাখ লোক নতুন মাদকাসক্তের তালিকায় শরীক হচ্ছে। যারা সাধারণ মদখোর, তাদেরকে বাদ দিয়েই এ তালিকা।

(সূত্র : Abnormal Psychology and Modern Life)

অপরাধ প্রবণতা :

The World Book of Encyclopedia, Crime এ উল্লেখ আছে যে ১৯৬০ সালের পর থেকেই আমেরিকায় বিভিন্ন অপরাধ ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে প্রতি ২ সেকেন্ডে একটি গুরুতর অপরাধ (Serious Crime) এবং প্রতি ১৬ সেকেন্ডে ১টি মারাত্মক অপরাধ (Violent Crime) সংঘটিত হয়।

(বি:দ্রঃ সেকুলার চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে বর্তমানে যে সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শন চালু হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে মানব সমাজ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, এ ব্যাপারে পৃথক বই লিখা যেতে পারে। কলেবর বৃদ্ধি না করে আপাতত এ অধ্যায় এখানে শেষ করা হল।)

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশে মাত্র একজন শতভাগ খাঁটি সেকুলার

আমার জানামতে বাংলাদেশে মাত্র একজন খাঁটি সেকুলার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার বিশ্বাসে ১০০% মজবুত ছিলেন। তিনি ইহজগতের বাইরে অন্য কোন জগত সোজা কথায় পরকাল, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, বেহেশত, দোযখ এমন কি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি জীবিতাবস্থায় বলে গিয়েছিলেন তার যেন জানাযা, দাফন কাফন না হয় এবং লাশ কবরস্থ না করা হয়। তার দেহাবশেষ যেন মেডিকেল কলেজে দিয়ে দেয়া হয়, যাতে মেডিকেল ছাত্ররা তার লাশ ও কংকাল ইহজাগতিক কাজ–অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা অর্জনে ব্যবহার করে। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ। তিনি এক অর্থে ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত, কারণ তিনি তার বিশ্বাসে বলিষ্ঠ ছিলেন। তার ভিতর বাইরে মোনাফিকী ছিল না। তিনি সেকুলারিজম তথা ইহজাগতিকতাবাদে ১০০% নির্ভেজাল বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে তার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড ইহজগতকেন্দ্রিক হয়েছে। যেহেতু জানাযা, দাফন-কাফন, লাশ কবরস্ত করা ইত্যাদি ইহজাগতিক কাজ নয়, আখেরাত কেন্দ্রিক কাজ তাই তিনি এগুলো থেকে তার লাশকে মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন।

যারা তার মতের অনুসারী, সেকুলারিজমে বিশ্বাস করেন, তাদের লাশকেও যেন ইহজগতকেন্দ্রিক কাজের বাইরে পরজগতকেন্দ্রিক কোন কাজকর্মে জড়িত না করা হয়, আহমদ শরীফের মত, এ রকম সাহসী উচ্চারণ তাদের পক্ষ থেকেও এসে যাওয়া উচিত, যদি তারা সেকুলারিজমে ১০০% নির্ভেজাল বিশ্বাসী হন। যদি তারা জীবিতাবস্থায় এ রকম ঘোষণা না করেন, তা হলে বুঝা যাবে তারা সেকুলারিজমের পক্ষে ওকালতি করেন বটে—বিশ্বাসে কিন্তু তারা ১০০% খাঁটি সেকুলার হতে পারেন নি। ফলে মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের মুখ থেকে ঐ দার্শনিকের মত কথা উচ্চারিত হয়ে যেতে পারে, যে বলেছিল—

www.pathagar.com

"O God! If there be any, forgive me, if you have the power to forgive.

অর্থাৎ হে খোদা, যদি তুমি থেকে থাক, আমাকে ক্ষমা কর, যদি ক্ষমা করার তুমি ক্ষমতা রাখ।"

আহমদ শরীফের অনুসারী যারা বাংলাদেশকে সেকুলার রাষ্ট্র বানানোর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের বক্তব্য মোটামোটি এ রকম :-

১। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার-ধর্ম হল Private relation between man and God.

২। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

৩। মানব ধর্ম আসল ধর্ম অন্যান্য ধর্ম সাম্প্রদায়িক

৪। ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম

৫। ইসলাম ধর্ম পবিত্র ধর্ম। পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা উচিত নয়।

এবার আমরা প্রতিটি বক্তব্যের পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি।

১। প্রথমে ধর্মের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল : Private relation between man and God.

অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাম হল ধর্ম।

এ সংজ্ঞার বাইরে আরো দুটি সংজ্ঞা আছে। একটি সংজ্ঞা জার্মান দার্শনিক ইহুদীসন্তান Karl Marks দিয়েছেন। এটি হল Religion is the opium of the people. অর্থাৎ জনগণের নিকট ধর্ম আফিম সদৃশ। অন্য সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন ইহজাগতিকতাবাদী সেকুলার বস্তুবাদী দার্শনিকগণ। তাদের দেওয়া সংজ্ঞা হল-"ধর্ম মানুষের অলীক কল্পনার ফসল।"

এ তিনটি সংজ্ঞাই ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা নয়। ধর্ম মানুষের জন্য এসেছে, কিন্তু কোন মানুষ ধর্ম সৃষ্টি করে নাই। ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা অবগত হবার আগে মানুষের জন্য কিভাবে ধর্ম আসল তার ঐতিহাসিক পটভূমি জানা দরকার।

মহান আল্লাহ মানুষ ব্যতিত মহাবিশ্ব ও অন্যান্য সৃষ্টির সৃষ্টি কাজ সমাপ্ত করার পর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি পৃথিবী নামক গ্রহে তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর খলিফা সৃষ্টি করবেন, যারা তাঁর হয়ে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক

www.pathagar.com

তিনি মাটি দিয়ে নিজ হাতে মানুষের সুরত তৈরী করে তাতে রুহ (প্রাণবায়ু) ফুঁকে দিলেন। সংগে সংগে প্রথম মানুষ 'আদম' সৃষ্টি হয়ে গেলেন। তাকে আল্লাহ্তায়ালা সব ধরণের জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। অত:পর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ফিরিশতা ও ইবলিশের সামনে আদমকে পেশ করে তাকে সম্মানসূচক সিজদা করতে আদেশ দিলেন। ফিরিশতারা সেজদা করলেন। কিন্তু আগুনের তৈরী ইবলিশ অহংকার প্রদর্শন করে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করল। সে সিজদা করা থেকে বিরত থাকল।

আল্লাহ তাকে অপমানিত করে বিতাড়ন করলেন। ইবলিশ আল্লাহর কাছে একটি অনুমতি প্রার্থনা করল। সে বলল—"যেহেতু মানুষের কারণে আমি অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হচ্ছি, অতএব মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীম অর্থাৎ সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমি ডান, বাম, সামনও পিছন দিক থেকে চেষ্টা করে যাব, আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত তা করার সুযোগ দিন। আমি ইহজগতে মানুষের জন্য এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করব, যে আকর্ষণের টানে সে ভুলে যাবে যে, সে আপনার প্রতিনিধি। সে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে বিভ্রান্ত হয়ে আপনার পরিবর্তে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। আর আমাকে ও আমার বংশধরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবে।"

আল্লাহ ইবলিশকে অনুমতি দিয়ে বললেন—"যে মানুষ আমার প্রতিনিধিত্ব না করে তোর প্রতিনিধিত্ব করবে, তোকে ও তোর বংশধরকে অভিভাবক বানাবে—তাদেরকে, তোকে ও তোর বংশধরদেরকে দিয়ে দোযখ ভর্তি করে চিরস্থায়ী শাস্তি প্রদান করতে থাকব।"

আল্লাহ সাময়িক সময়ের জন্য আদমকে বেহেশতে থাকার অনুমতি দিলেন। তার একাকীত্ব দূর করার এবং আরাম ও প্রশান্তির জন্য তার বাম পাজর থেকে তার সঙ্গিনী 'হাওয়া'কে সৃষ্টি করলেন। বেহেশতের সবকিছু তাদেরকে ভোগ করার অধিকার দিলেন। কিন্তু একটি গাছের নিকট যেতে নিষেধ করলেন। তারাও ঐ গাছের নিকট না যাবার সংকল্প করলেন।

এদিকে ইবলিস যাকে হাশরের দিন পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সে আদম, হাওয়ার হিতাকাংখী সেজে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করালো। আদম, হাওয়া নিজ সংকল্পে অটল থাকতে পারলেন না।

নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। আদম ও হাওয়া ভুল বুঝতে পারলেন। তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন—"হে

www.pathagar.com

আমাদের রব, আমরা নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি, আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।"

আল্লাহ আদম ও হাওয়ার তওবা কবুল করে তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং ইবলিশ যে মানুষের চির দুশমন এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আদম, হাওয়া ও ইবলিশকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন—যেখানে পাঠানোর জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। পাঠানোর সময় তাদেরকে বলে দিলেন :-

"দুনিয়াতে তোমাদের বাসস্থান ও জীবিকা রয়েছে। সেখানে নির্দিষ্ট হায়াত পর্যন্ত তোমরা জীবিত থাকবে, অত:পর মরবে আর সেখান থেকে হাশরের দিন তোমাদের পুনরুত্থান হবে। ইহজগতে থাকাকালীন অবস্থায় আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য হেদায়াত (জীবনযাপন প্রণালী) আসতে থাকবে। যারা এ হেদায়াত মেনে চলবে তাদের ভয় পাবার এবং হতাশ হবার কোন কারণ নাই। আমি তাদের উপর সন্তুষ্ট হব এবং চিরস্থায়ী বেহেশতে থাকার ব্যবস্থা করে দিব।"

আল্লাহ হযরত আদম (আ:)কে তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রথম নবী বানিয়ে পাঠান। তারপর ক্রমাগত বনীআদমের মধ্য থেকে বাছাই করা মানুষকে আল্লাহর নবী ও রসুল মনোনীত করতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর (কউম) জন্য নবী হয়ে আসতে থাকেন। প্রত্যেক নবীর কাছে আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য হেদায়াত পাঠাতে থাকেন। নবী রসুলদের সংখ্যা হবে কমপক্ষে একলাখ চব্বিশ হাজার। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) কে সর্বশেষ নবী ও রসুল মনোনীত করা হয়েছে। আল্লাহ্ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর পর আর কোন নবী পাঠাবেন না। মুহাম্মদ (স.) এর কাছে প্রেরিত আল্লাহ্র হেদায়াত সম্বলিত সর্বশেষ আসমানী কিতাবের নাম 'আল কুরআন'। আল্লাহ্ নিজে কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল কুরআন সকল নবী রসুল ও আসমানী কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী। আল কুরআনে আছে মানুষের ব্যক্তিগত দিক, পারিবারিক দিক, সামাজিক দিক, রাজনৈতিক দিক, অর্থনৈতিক দিক, আন্তর্জাতিক দিক—এক কথায় মানুষের সার্বিক দিকের দিক নির্দেশনা।

এ ইতিহাস জানার পর ধর্মের সংজ্ঞা জানার চেষ্টা করি। ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা হল—"প্রত্যেক নবী রাসুলের কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে ফিরিশতা সর্দার

www.pathagar.com

হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে মানুষের জন্য যে হেদায়াত বা জীবনযাপন প্রণালী এসেছে সে হেদায়াতের নাম দ্বীন যার বাংলা অনুবাদ ধর্ম।"

ধর্ম শুধু মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারের সাথে সম্পৃক্ত নয়
ধর্ম মানুষের জীবনের সার্বিক দিকের সাথে সম্পৃক্ত।

২। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের

এ বক্তব্যের দুটো অংশ :

(ক) ধর্ম যার যার

(খ) রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের।

প্রথমে (খ) অংশের আলোচনা করা হবে, পরে (ক) অংশের আলোচনা হবে।

(খ) অংশের আলোচনা : রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের

রাষ্ট্র তথা দেশ বলতে নির্দিষ্ট ভূখন্ড, তার ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ, জলজ সম্পদ, ভূপৃষ্ঠস্থ সম্পদ ও ভূ-উপরস্থ সম্পদ এবং সমুদ্রসীমা থাকলে উপকূলস্থ সম্পদ ইত্যাদি বুঝায়। দেশ তথা রাষ্ট্র জনগণের হলে রাষ্ট্রের সম্পদেরও মালিক জনগণ। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমিও রাষ্ট্রের সম্পদের একজন মালিক। হতে পারি পনের কোটি ভাগের এক ভাগের মালিক।

অন্যান্য সম্পদের কথা বাদ দিলাম। খনিজ সম্পদের উপর আমার দাবী উত্থাপন করছি। এ পর্যন্ত কোটি কোটি টাকার খনিজ সম্পদ আহরণ করা হয়েছে। এ সম্পদের কমপক্ষে পনের কোটি ভাগের এক ভাগের মালিক আমি। আমি আমার অংশ আজ পর্যন্ত বুঝে পাই নাই। খনিজ সম্পদের টাকা যাদের কর্তৃত্বে আছে তারা ভবিষ্যতে আমাকে আমার অংশ বুঝিয়ে দিবেন এমন আলামত দেখছি না। যদি আমি আমার অংশের জন্য মামলা করি এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্টে যাই, সে কোর্টও আমার অংশ বুঝিয়ে দেবে—এমন সম্ভাবনা দেখছি না। কারণ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণও তাদের অংশ বুঝে পান নাই।

অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে আমি মালিক হলাম কিভাবে? কোন যুক্তিতে? তাহলে জনগণ দেশ ও রাষ্ট্রের সম্পদের মালিক হল কোন দলিলের ভিত্তিতে? কোন নৈতিক অধিকারে? বাস্তবেই যদি জনগণ মালিক হত তাহলে প্রত্যেকে তার অংশ অবশ্যই বুঝে পেত।

www.pathagar.com

প্রকৃত সত্য হল— দেশ ও দেশের খনিজ, বনজ, জলজ ইত্যাদি কোন সম্পদের মালিক জনগণ নয়। দেশের এক খন্ড মাটি, মাটির গুণাগুন, একটি মাছ, একটি গাছ, একটি পশু, একটি পাখি, বাতাসের সামান্য অক্সিজেন, একটি বৃষ্টির ফোঁটা, নদী-নালার পানি ইত্যাদি কোন কিছু মানুষ সৃষ্টি করে নাই। এসব কিছুর স্রষ্টা হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনিই সব কিছুর মালিক। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। 'লিল্লাহি মা ফিস্ সামাওয়াতি ওমা ফিল আরদ।'

"আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহর।"

(সূরা : বাকারা, আয়াত-২৮৪)

আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনিই মালিক সেসব জিনিসের যা আসমান ও জমিনের আছে। আর যা আছে আসমান ও জমিনের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে। (সূরা : ত্বাহা, আয়াত-৬)

আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর খলিফা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। 'ইন্নি জা-ঈ-লুন ফিল আরদি খলিফা।' তিনি মানুষের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন (তিনিই সে সত্ত্বা যিনি হে মানুষ তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন) (সূরা : বাকারা আয়াত-২৯)।

সুতরাং জনগণ সবকিছুর মালিক নয়। তবে মানুষ হোক সে হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান, সাদা বা কালো, নারী কিংবা পুরুষ সবই আল্লাহর খলীফা, তাঁর প্রতিনিধি এবং সবকিছুর ভোগাধিকারী। সবকিছু মানুষের খেদমত করবে, মানুষ সব কিছু ভোগ করবে যেহেতু সে সৃষ্টিকর্তার খলিফা, তাঁর প্রতিনিধি। আর মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর মালিকানাধীন সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছামত ব্যবহার করবে। সে যেহেতু কোন কিছুর মালিক নয়, কোন কিছু তার মালিকানাধীন নয় সুতরাং তার নিজের position, নিজের মর্যাদা নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে। সে মালিকের ইচ্ছার বাইরে নিজের ইচ্ছা বা আইন প্রয়োগ করে কোনো কিছু করলে সে হবে স্বেচ্ছাচারী, মালিককে অস্বীকারকারী, আমানতের খেয়ানতকারী, জুলুমবাজ, অকৃতজ্ঞ ও নিমক হারাম।

মানুষকে অনুভব করতে হবে আমি সৃষ্টির সেরা, সবকিছু আমার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আমার মর্যাদা সবার উপরে কারণ সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর নিজের প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে সবকিছুর উপর তার ইচ্ছা কার্যকর করার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। ঐ উপলব্ধি যার মধ্যে আসবে সে মর্যাদার

www.pathagar.com

উচ্চ আসনে সমাসীন হতে পারবে, হতে পারবে আমানতের হেফাযতকারী, স্বীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালনকারী, সত্যের সাধক, সফলকাম ব্যক্তি, সত্যিকার কল্যাণকামী, বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞ।

অতএব দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তি–হোন তিনি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, সংস্থা প্রধান, সমাজ প্রধান, সরকার কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান তাকে এ অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে হবে—'আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি।' আমাকে সৃষ্টিকর্তা বিরাট সুযোগ প্রদান করেছেন, আমার উপর কর্তব্যের বোঝা বিরাট। আমাকে স্বেচ্ছাচারী হলে চলবে না, আমানতের খেয়ানত করা যাবে না। মালিককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমাকে সব কাজ সম্পাদন করতে হবে।

(ক) অংশের আলোচনা : ধর্ম যার যার :

❖ উপরের কথা স্বীকার করে নিলে সেকুলারিজমের পক্ষে ওকালতি করার কোন যুক্তি, কোন নৈতিক অধিকার থাকে না। কারণ 'ধর্ম যার যার'– বলে ধর্ম স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। ধর্মের অত্যাবশ্যক উপাদানগুলো হল–ইহজগত, পরজগত, শেষবিচার, স্বর্গ-নরক, নবী, ধর্মগ্রন্থ, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি।

সেকুলার আদর্শ ইহজগত ছাড়া ধর্মের একটি উপাদানও বিশ্বাস করে না। সুতরাং সেকুলারিজম ও ধর্ম বিশ্বাসের সহাবস্থান হয় না।

❖ সেকুলাররা উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষকে ধারণা দিতে চায় যে, যেহেতু দেশের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা আছে, সুতরাং দেশ কোন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে না গিয়ে সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো সেকুলারদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। সেকুলাররা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনা করুক। তারা অতি চালাক সেজে ধার্মিক লোকদের বোকা বানিয়ে রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব ও সরকারী কর্মকান্ড থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে নিজেদের হাতে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে চায়।

❖ নিজের ধর্মের সব বিষয়ে জ্ঞান রাখে এমন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এক বিষয়ে সবাই একমত যে তারা সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি। সৃষ্টিকর্তা সব মানুষকে প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। দায়িত্বশীল সব নাগরিক চায় হিন্দুরা ভাল হিন্দু

www.pathagar.com

হোক, মুসলমানরা ভালো মুসলমান হোক, বৌদ্ধরা ভালো বৌদ্ধ হোক, খ্রিস্টানরা ভালো খ্রিস্টান হোক। দেশ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের হিত কামনা করা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অতএব সব ধর্মের লোকেরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আইনসভায় যাবে। আইনসভা সরকার গঠন করবে। ধার্মিক নাগরিকেরা রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারা রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। অতএব সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হবে দেশের নাগরিক হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সবাইকে ধার্মিক ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। সরকার রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলবে এবং ধর্ম, বর্ণ, গোত্র অঞ্চল নির্বিশেষে সবার কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

আইনসভা সৃষ্টিকর্তার আইনের স্বীকৃতি দিবে। যে সব ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার সুস্পষ্ট বিধি-বিধান নেই, সেসব ক্ষেত্রসমূহে আইন ও বিধি-বিধান রচনা করবে। আইন রচনা করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা হবে যাতে কোন আইন ও বিধি-বিধান স্রষ্টার আইনের পরিপন্থী না হয়।

অতএব সেকুলারদের কথা সমর্থন করে বলা যায় যে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' সেকুলারিজমের পক্ষে কোন যুক্তি নয়।

(৩) মানব ধর্ম আসল ধর্ম অন্যান্য ধর্ম সাম্প্রদায়িক

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায় :

মানব ধর্ম যদি আসল ধর্ম হয় তবে অনুসন্ধান করে জানতে হবে এ ধর্মের উপাদান কি কি?

সবাই জানে ধর্মের অত্যাবশ্যক উপাদান হল—স্রষ্টা, সৃষ্টি, নবী-রসুল, ধর্মগ্রন্থ, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, স্বর্গ, নরক, পূজা-উপাসনা-ইবাদত, পূজারী, যার উদ্দেশ্যে পূজা প্রদান করা হয় (মাবুদ) ইত্যাদি। মানবধর্মে এ সমস্ত উপাদান আছে কি?

যদি না থাকে তবে এটা ধর্ম পদবাচ্য হল কবে? কার মাধ্যমে? কিভাবে?

বলা হয় মানবধর্মের রচয়িতা মানুষ। সবাই জানে মানুষ যা রচনা করে তা মতবাদ (ism) হয়, ধর্ম হয় না। তারপরও যদি জোর খাটিয়ে বলা হয় মানবধর্ম আসল ধর্ম তাহলে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যার জবাব পাওয়া দরকার।

www.pathagar.com

মানবধর্মের রচয়িতা–	কোন মানুষ?
	কোন শ্রেণীর মানুষ?
	কোন দেশের মানুষ?
	কোন কালের মানুষ?
	কোন বর্ণের মানুষ?
যিনি এ ধর্ম রচনা করেছেন–	তিনি কি সবজান্তা?
	তিনি কি ভুলের উর্ধ্বে?
	তিনি কি স্বার্থের উর্ধ্বে?
	তিনি কি কালের উর্ধ্বে?

কবে এ ধর্মের আবির্ভাব হল? কাদের উপর এ ধর্ম প্রযোজ্য হবে?

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাপনের প্রয়োজনে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ ধর্মে মানুষের সব সমস্যার সমাধান আছে কি?

এ ধর্মে চিরসত্য বলে কিছু আছে? না সত্য আপেক্ষিক?

এ ধর্ম আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে, না নিশ্চিত কোন জ্ঞানের সাহায্যে রচিত হয়েছে? যদি নিশ্চিত কোন জ্ঞানের সাহায্যে রচিত হয়ে থাকে তবে সে জ্ঞানের উৎস কি? মানবধর্মে মানবের পরিসমাপ্তি ইহজগতে শেষ? না আর কোন জগত আছে?

মানবধর্ম রচয়িতাকে যদি প্রশ্ন করা হয়– 'আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ, তাহলে আপনি কোন অধিকারবলে আপনার রচিত ধর্ম আমার উপর চাপিয়ে দিতে চান?' এর জবাব কি হবে?

এ সমস্ত জবাব পাওয়ার পরই কেবল মানবধর্ম বিবেচনার যোগ্য হতে পারে।

(৪) ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম

ইসলাম ধর্মের উপর সেকুলাররা অভিযোগ উত্থাপন করে যে, ইসলাম একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম।

সেকুলারদের এ অভিযোগ সঠিক নয় কারণ :–

ইসলাম কোন মানুষের রচিত ধর্ম নয়। এ ধর্ম সমগ্র বিশ্বজগত ও সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্তায়ালা নাযিল করেছেন। এ ধর্মে কাঁচি লাগানো কিংবা

www.pathagar.com

সুই সুতার মাধ্যমে কোন কিছু সংযোজন করার অধিকার কোন মানুষের নাই। ইহজগতের সর্বস্বীকৃত শ্রেষ্ঠতম মানুষ, সর্বশেষ নবী ও রসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) যার উপর আসমানী কিতাব আল কুরআন নাযিল হয়েছে—তাঁর নিজেরও ধর্মে কোনকিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার কোন অধিকার ছিল না।

মহান আল্লাহ্তায়ালা বলেন—"এই নবী যদি কোন কথা রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠশিরা ছিন্ন করে ফেলতাম।" (সূরা : হাক্কাহ, আয়াত-৪৪, ৪৫ ও ৪৬)

আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুষ আল্লাহর খলিফা তথা প্রতিনিধি। সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোন বৈষম্য নাই। তাঁর সৃষ্ট বাতাস, পানি, মাটি, আগুন, সূর্যের আলো, চাঁদের জোছনা, বৃষ্টির পানি, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফল ফসল, গাছ, মাছ, পশু-পাখি ইত্যাদি কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়, কোন কালের জন্য নয়, কোন এলাকার জন্য নয়, এগুলো সর্বকালের, সব এলাকার, সব মানুষের জন্য।

অতএব আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম ইসলাম কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয়, কোন কালের জন্য নয়, নয় কোন বিশেষ এলাকার জন্য। আল কুরআনে মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে এ ভাষায়— ইয়া আইয়ুহান নাস্—হে মানবমন্ডলী।

সুতরাং ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলা অযৌক্তিক ও অসংগত।

(৫) ইসলাম পবিত্র ধর্ম, পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা উচিত নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ৩টি কথা :-

প্রথমত : নীতিগতভাবে একটি কথা বলতে হয়। রাজনীতি যারা করেন, তারা জনগণের মনজয় করে তাদের ভোটে নির্বাচিত হতে চান। নির্বাচনের সময় একটি শ্লোগান সর্বত্র শোনা যায়। শ্লোগানটি হল—"অমুক ভাইর চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র।" সুতরাং যারা ফুলের মতো পবিত্র, তারাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হয়ে জনগণের খেদমত করতে চান। মানুষের খেদমত করা হক্কুল ইবাদ—সৃষ্টির সেবা অত্যন্ত পবিত্র কাজ। যারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন, তারাই রাজনীতি করেন, তারাই সৃষ্টির সেরা মানুষ তথা দেশ ও দশের খেদমত করতে চান। তাদের ইচ্ছা, আকাংখা ও নিয়ত পবিত্র আর তাদের চরিত্রও ফুলের মত পবিত্র। অতএব তারা রাজনীতিকে অপরিচ্ছন্ন করবেন না। রাজনীতিকে পবিত্র রাখবেন—এটাই সর্বসাধারণের কাম্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত :
উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে পবিত্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পবিত্র ধর্মের অঙ্গচ্ছেদ করলে প্রতিবন্ধী বানিয়ে ফেলা হবে। সুতরাং সবার খেয়াল রাখা দরকার, পবিত্র ধর্মের অঙ্গহানি যেন না হয়।

তৃতীয়ত :
আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রদান করে সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ মানুষের সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম।

মানুষের কাছে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল ইসলাম।

আল্লাহ নিজেই বলেন—"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ধর্ম) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের জীবনবিধান হিসেবে কবুল করলাম।"
(সূরা : মায়েদা, আয়াত-৩)

অত:পর আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্য হুকুম এল—"তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও। শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না।" (সূরা : বাকারা, আয়াত-২০৮) তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাবধান বাণী আসল—"তোমরা কি (আল্লাহর) কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ কর অবিশ্বাস। জেনে রাখো—তোমাদের মধ্যে যারা এমন আচরণ করবে, তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম আজাবের দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ মোটেই বেখবর নন।" (সূরা : বাকারা, আয়াত-৮৫)

পবিত্র ধর্ম যার কাছ থেকে নাযিল হয়েছে, সে মহান আল্লাহর নির্দেশ শোনার পর আমার প্রতিক্রিয়া হল :-
পবিত্র ধর্মে সম্পূর্ণরূপে দাখিল হতে হবে। 'ধর্মের এক অংশ মানব আর অন্য অংশ মানব না'—এ রকম করা যাবে না। যদি আমি কুরআনের একটি আদেশ—তথা আল্লাহর একটি নির্দেশ অস্বীকার করি, তাহলে আমি কাফির হয়ে যাব। কিন্তু যদি স্বীকার করি কিন্তু বাস্তবায়ন করতে গাফলতি করি তাহলে হব মুনাফিক। মুনাফিকের অবস্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে (সূরা : নিসা, আয়াত-১৪৫)। এ ছাড়া দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকব এবং পরকালে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হব। সুতরাং ধর্মকে পবিত্র

www.pathagar.com

বলে গ্রহণ করার পর যথাযথ স্থানে ধর্মকে রাখতে হবে। ধর্মকে তার নিজস্ব স্থান থেকে টেনে নীচে নামানো যাবে না, উপরেও তোলা যাবে না, অন্য কোথাও টেনে আনা যাবে না। বরং আমি যদি পবিত্র ধর্ম ইসলামের কোন দিক ও বিভাগের বাইরে অবস্থান করি, কিংবা আমার কোন কার্যকলাপ ধর্মের আওতা বহির্ভূত হয়, তাহলে আমার সম্পূর্ণ সত্ত্বা ও কর্মকান্ডকে টেনে এনে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে। অন্যথায় আমার কি পরিণতি হবে তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ কালামে পাকে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের যত দিক ও বিভাগ আছে, রাজনৈতিক দিক সহ সর্বব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সব নির্দেশের গুরুত্ব সমান। কোন আদেশ অমান্য করার কোন সুযোগ নাই।

সুতরাং কোন মানুষ কিংবা মানব সমষ্টির কথায় পবিত্র ধর্ম ইসলামের কোন অংশ রহিত করার কিংবা মুলতবি রাখার এখতিয়ার কোন মানুষের নাই। যিনি মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে তাঁকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন—"হে মুহাম্মদ তাদেরকে বল, আমার এ কাজ নয় যে, আমার নিজের তরফ থেকে উহাতে (ধর্মে) কোনরূপ রদবদল করে নিব। আমি তো শুধু সে ওহীর অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠানো হয়। আমি যদি আমার রবের নাফরমানি করি, তাহলে আমার এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় আছে।" (সূরা : ইউনুস, আয়াত-১৫)

পবিত্র ধর্ম ইসলাম কিভাবে মানতে হবে তার নমুনা ছিলেন আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। তার ব্যাপারে আল্লাহ্র সার্টিফিকেট–"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ"।

(সূরা : আহযাব, আয়াত নং-২১)

সেই আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনিই সমগ্র দুনিয়ার প্রথম লিখিত সংবিধান ৪৭ ধারা বিশিষ্ট মদিনা সনদ ৬২২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেছিলেন। তাঁর শাসিত মদীনা রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক ইহুদীরাও বসবাস করত।

আমাদের দেশে জনগণের একটি অংশ এমন আছেন যারা সঠিক পদ্ধতিতে নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, হজ্জ করেন, সম্পত্তির বাৎসরিক সঠিক হিসাব করে গুণে গুণে যাকাত আদায় করেন। তাদের ব্যক্তিগত আমল, আখলাকও ভাল। তারা আল্লাহ্র রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর

www.pathagar.com

প্রতি মহব্বত রাখেন। রসুল (স.) এর প্রতি কেউ কোন কটাক্ষ করলে তারা ক্ষেপে যান এবং কটাক্ষকারীকে শায়েস্তা করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন।

আবার তারা ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনীতি অর্থনীতি, বিচার ফায়সালা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও শিক্ষাদান ইত্যাদি সামাজিক ও সামষ্টিক বিষয়ে রাসুল (স.) এর আদর্শ কি তা জানার ও মানবার চেষ্টা করেন না। অনেকে সামাজিক, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা কিংবা কায়েম রাখার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তাদের কেউ এমন মন্তব্য করেন যে, রাসুল (স.) এর যুগের জন্য তাঁর আদর্শ সঠিক ছিল। এখন যুগ বদল হয়েছে, এ যুগের জন্য ঐ আদর্শ এখন অচল। আবার কেউ মন্তব্য করেন বর্তমানে ঐ আদর্শ ফিরিয়ে আমার অর্থ ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরানো—অর্থাৎ মধ্যযুগ ফিরিয়ে আনা। এ প্রচেষ্টা প্রগতি বিরোধী। আবার কেউ কেউ নেক নিয়তে বলেন—'রাসুল (স.) এর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরামের মত সোনার মানুষ আর আসবে না—সুতরাং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, যুগের চাহিদা মিটাতে হবে।'

এ সবার কথার অর্থ দাড়ায়—'রাসুল (স.) এর আদর্শ আধুনিক যুগে অচল। রাসুল (স.) এর আদর্শ বিশেষ যুগে বিশেষকালের জন্য এসেছিল। তাঁর আদর্শ ও আল-কুরআনের আইনকানুন সার্বজনীন নয়, সবযুগের জন্য নয়, সর্বকালের সব মানুষের জন্য নয়।' নাউজুবিল্লাহ। রাসুল (স.) আল কুরআন ও ইসলামের প্রতি এ রকম দোষারোপ করা ঈমানের পরিপন্থী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
রাসুল (স.) রাহমাতুল্লিল আলামিন
কুরআনের আইনকানুন সার্বজনীন।

রাসুল (স.) এর রেসালত কিয়ামত পর্যন্ত, কেননা তিনি শেষ নবী, কিয়ামত পর্যন্ত, আর কোন নবী আসবেন না—আর কোন আসমানী কিতাব ও আসবে না।

হযরত মুহাম্মদ (স.) নিছক কোন ব্যক্তি নন। তিনি আখেরী নবী ও আল্লাহর রাসুল। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা—"রাসুল দ্বীন সম্পর্কে নিজে নিজে কিছু বলেন না। তিনি যা বলেন, ওহি পেয়েই বলেন।"

(সূরা : নযম, আয়াত-৩৩৮)

www.pathagar.com

তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছু করেন না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সবকিছু করেন। তাই রাসুল (স.) যা বলেন, যা করেন এবং যা করার অনুমতি প্রদান করে সবই সুন্নাহ–দলিল।" তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসুলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা : আহযাব, আয়াত-২৯)

সেই আল্লাহ্‌র রাসুল (স.) নামাজ কি ভাবে পড়তে হবে, রোজা কিভাবে রাখতে হবে, কিভাবে হজ্জ করতে হবে, কিভাবে যাকাত আদায় করতে হবে—তা দেখিয়ে দিয়েছেন। একই সাথে তিনি কিভাবে পরিবার পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হবে, তাও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ব্যবসা পরিচালনা করেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগে মজুরী প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি চল্লিশ দিনের বেশী খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিচারক ছিলেন। আবার বিচারের রায় কার্যকর করার ব্যবস্থা করতেন। তিনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি এতিমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি নারীর সঠিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তিনি দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ৬২২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত সংবিধান রচনা করেন যা মদীনা সনদ হিসাবে পরিচিত। তাঁর সময়ে তাঁর পরিচালনাধীন রাষ্ট্রের সাথে বিরুদ্ধ শক্তির সাতাশটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে রাসুল (স.) স্বয়ং নয়টি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি (commander-in-chief) হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে পত্র যোগাযোগ করেছেন। তার চিঠিতে official seal (মোহর অংকিত) থাকত। তিনি রাষ্ট্রদূতদের সাথে নিয়মিত সাক্ষাত প্রদান করতেন। তিনি প্রতিপক্ষের সাথে সন্ধি করেছেন এবং প্রতিপক্ষ সন্ধিভঙ্গ করার আগে সন্ধির কোন শর্ত ভঙ্গ করেননি। তিনি সমাজে প্রচলিত সুদ নিষিদ্ধ করেছেন এবং সমাজ থেকে মদ উৎখাত করেছেন। তিনি মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে আযাদ করেছেন। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন সত্য চিরসত্য, সত্য আপেক্ষিক নয়।

এসব তিনি করেছেন ব্যক্তি মুহাম্মদ হিসাবে নয়—মুহাম্মদর রাসুলুল্লাহ—আল্লাহ্‌র রাসুল হিসাবে। তিনি মসজিদে ইমামতি করার সময় যেমন আল্লাহর রাসুল ছিলেন উপরে বর্ণিত এবং বর্ণনার বাইরে সামষ্টিক সবকাজ পরিচালনার সময় ও তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল ছিলেন। সুতরাং রাসুল

www.pathagar.com

(স.) এর গোটা জীবনটাই ইসলামী জীবন এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে সামিল। মুহাম্মদর রাসুলুল্লাহ (স.) হিসাবে রাসুলের সব কথা, কাজ ও অনুমোদন সকল মুসলমানের অবশ্য পালনীয়। এ ব্যাপারে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিবে, সে রেসালাতের প্রতি ঈমানদার হতে পারল না।

সুতরাং রাসুলুল্লাহ্ (স.) এর উপস্থাপিত আদর্শ ব্যতীত অন্য কোন আদর্শ, কোন মতবাদ অনুসরণ করা রাসুলের অনুসারী 'উম্মার' কোন সুযোগ নাই।

অতএব একজন দ্বীনদার, ঈমানদার, রেসালতে বিশ্বাসী নবীপ্রেমিক উম্মাতে মোহাম্মদীর পক্ষে সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, তথা ধর্মহীনমতবাদ তথা ইহজাগতিকতাবাদ—যা সম্পূর্ণ মানবরচিত একটি পাশ্চাত্য মতবাদ—অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

এ পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ (স.) এর একটি হাদিস উল্লেখ করা হচ্ছে :-
"তোমাদের দ্বীনের আরম্ভ নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে—যতক্ষন আল্লাহ্ চান। অত:পর আল্লাহ্ তাও উঠিয়ে নিবেন।
তারপর নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত পরিচালিত হবে যতদিন আল্লাহ চান। অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।
তারপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের জামানা এবং যতদিন আল্লাহ চাইবেন, তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর জুলুমতন্ত্র শুরু হবে এবং তাও আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন, ততদিন থাকবে, অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নিবেন।

অতঃপর আবার নবুয়তের পদ্ধতিতে (খিলাফত আ'লা মিমহাজুন নবুয়ত) প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের উপর আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশি থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেট থেকে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদ্গীরন করে দেবে।

[এ হাদিসটি মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজা মুসনাদে আহমদ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এছাড়া ইমাম শাতবী (র.) তাঁর 'মাযহাবে ইমামমত' কিতাবে এবং মুহতারাম নাসিরউদ্দিন আলবানী তাঁর ছহ হাদিস সিরিজ প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন।]

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইসলাম

আপনার সন্তান যদি জ্বরে আক্রান্ত হয়, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠে, রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করে, হাতের কাছে প্রাপ্ত প্রাথমিক ঔষধ খাবার পরও যদি জ্বর না সারে, তাহলে আপনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তার রোগীকে দেখেই ঔষধ প্রয়োগ করেন না। তিনি রক্ত পরীক্ষা করার জন্য প্যাথলজিস্টের কাছে পাঠান। প্যাথলজিস্ট যখন রক্ত পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেন যে, রোগীর ম্যালেরিয়া কিংবা টাইফয়েড হয়েছে, তখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ঔষধ লিখে দেন। তারপর আপনি ফার্মাসিস্টের নিকট থেকে ঔষধ ক্রয় করে আনেন এবং আপনি নিজে. কোন সময় আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতায় রোগীকে ঔষধ সেবন করান।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাত্র একজন নিজের চোখে রোগের জীবাণু দেখেছেন, আর বাকী সবাই প্যাথলজিস্টের কথায় বিশ্বাস করে ঔষধের ব্যবস্থা ও প্রয়োগ করেছেন।

আরো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এ বক্তব্যের অবতারণা করা যেতে পারে। মহাকাশে Black hole (কৃষ্ণ গহ্বর) আছে। Black hole এর আওতায় (Range এর মধ্যে) কোন বিরাটাকার নক্ষত্র যদি চলে আসে, মুহূর্তের মধ্যে Black hole নক্ষত্রটিকে গিলে ফেলবে। নক্ষত্রের কোন অস্তিত্ব খোঁজে পাওয়া যাবে না। মহাকাশে এ রকম কৃষ্ণগহরের সংখ্যা বহু। এ Black hole খালি চোখে দেখা যায় না। অত্যন্ত উন্নতমানের দূরবীনের সাহায্যে Black hole দেখতে হয়। যারা এ Black hole দেখেছেন তাদের সংখ্যা খুবই কম। অথচ বিশ্বের মানুষ বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্ররা Black hole এর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে না। সবাই Black hole এর অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা তা সব মানুষ প্রত্যক্ষ করে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন, বাকী সবাই তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে। গোটা

www.pathagar.com

মানবসমাজে এ প্রক্রিয়া চালু আছে। এ ভূমিকা স্মরণ রেখে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে:-

(১) আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস :

ইসলামের দাবী আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালা। তিনি এক এবং একক। তিনি সবকিছু থেকে মুখাপেক্ষহীন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। না তার কোন সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান। কেউ তাঁর সমতুল্য নয়।

আল্লাহ্ যে কত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা শুমার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গোটা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিদর্শন দেখেই বুদ্ধিমানরা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন।

সমগ্র বিশ্বজগতের যৎসামান্য একটি অংশ হল পৃথিবী। আর পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে একটি সৃষ্টি হল মানুষ। আর মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না– এ যুক্তিতে যে, আল্লাহ্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। মানবদেহে অসংখ্য অঙ্গ আছে। তার মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ হল ইন্দ্রিয়। এগুলো হল–চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক। অবিশ্বাসীদের কথা হল–'যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার অস্তিত্ব নাই।'

তাদেরকে জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষ অস্তিত্বে এসেছে। আদম (আ.) কে কেউ Adam, কেউ মনু আবার কেউ অন্য নামে আখ্যায়িত করে। কিন্তু তার অস্তিত্বে সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে না। সেই আদম (আ.) সৃষ্টির পর প্রথমদিকে বেহেশতে অবস্থান করেন। সবাই জানে সেখানে কিছু ঘটনা ঘটেছিল। আদম (সা.) ঐ সময় বেহেশতে আল্লাহ্কে নিজের চোখে দেখেন এবং তাঁর সাথে বাক্য বিনিময় হয়। আল্লাহ্র সাথে কথা বলেন হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত মুহাম্মদ (দ.)। (সূত্র : সূরা বাক্বারা, সূরা : মায়েদা এবং সূরা : বনি ইসরাইল।) কথা বলতে কান ও জিহ্বার প্রয়োজন হয়। সুতরাং আল্লাহ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কমপক্ষে উপরোক্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও ইতিহাস বিখ্যাত নবী রসূলদের কাছে।

ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য বিষয়টি সব মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া শর্ত নয়। বিশেষজ্ঞদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় আর সবাই তাদের কথায় বিশ্বাস করে। আল্লাহ্ কমপক্ষে উপরে বর্ণিত

www.pathagar.com

সম্মানিত নবী রসুলদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-আর এ নবী-রসূলগণের মর্যাদা দুনিয়ার যে কোন প্যাথলজিস্ট ও দূরবীনে প্রত্যক্ষ করতে পারদর্শী বৈজ্ঞানিকের মর্যাদার চাইতে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী।

আল্লাহ্ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী :

প্রথমে সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝায় তা জানার চেষ্টা করা যাক :

◈ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Blackstone এর মতে সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা :

Sovereign power means the supreme, irresistable, absolute and uncontrolled authority.

সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে সর্বোচ্চ, অপ্রতিরোধ্য, চূড়ান্ত ও অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃপক্ষকে বুঝায়।

◈ অধ্যাপক বার্জেসের মতে- Sovereignty is the original, absolute power, over the individual subject and over all association of subjects.

সার্বভৌমিকতা হচ্ছে ব্যক্তিপ্রজা অথবা প্রজাদের সামষ্টিক সংস্থা সমূহের উপর মৌলিক ও চূড়ান্ত এবং অপরিসীম ক্ষমতা।

◈ John Austin বলেন :

Law is the command of sovereign.

সার্বভৌমের আদেশই হল আইন।

◈ **সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য :**

১। সার্বজনীনতা (Universality)

২। চরমতা (Absoluteness)

৩। অবিভাজ্যতা (Indivisibility)

৪। স্থায়িত্ব (Permanence)

৫। হস্তান্তর অযোগ্যতা (Inalienability)

৬। এককত্ব (Exclusiveness)

৭। ব্যাপকতা (Comprehensiveness)

৮। অভ্রান্ত (Unerring)

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্বের উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা ছাড়া গত্যন্তর নাই যে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মানুষ কিংবা মানব সমষ্টি উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া অসম্ভব।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ইংল্যান্ডের King in Parliament–রাজা সমেত আইন সভাকে আইন সম্মত সার্বভৌমত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে পেশ করেন। এ অভিমত কতটুকু সঠিক, বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত তা যাচাই করে দেখা যাক :

সবাই জানে এককালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্তমিত হত না। কিন্তু বর্তমানে ব্রিটিশ এখন সাম্রাজ্য নয়, বিলাতের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাজত্ব। সুতরাং অতীতে যাদের উপর King in Parliament এর আদেশ চলত, এখন তা চলে না। তাদের মধ্যে সার্বজনীনতা নাই। আগের কলোনী ও তার বাসিন্দাদের উপর তাদের চরম ক্ষমতা অচল। রাজা-রাণী ও আইন সভার সদস্যরা permanent নন–তাদের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। তাদের সাম্রাজ্যের আওতাধীন রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হয়ে যাবার কারণে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা ভাগাভাগি হয়ে গেছে। বর্তমানে তাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে ভবিষ্যতে তাও থাকবে কিনা প্রশ্ন সাপেক্ষ?

মানুষ বা মানব সমষ্টির উপর আরোপিত সার্বভৌম ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণের যদি অবস্থা এই হয় তাহলে এর চেয়ে কম শ্রেষ্ঠ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকদের ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে একথা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া উপায় নাই যে, সার্বভৌমত্বের সার্বিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহ্তায়ালার উপর প্রযোজ্য আর কারো উপর নয়।

"তিনি আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কেউই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নয়। তিনি সমগ্র বিশ্বকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন। তিনি চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত। ঘুম ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি সবকিছুর অগ্র পশ্চাতের খবর রাখেন। তার জ্ঞাত বিষয়ের কিছুই মানুষের জ্ঞান সীমানার আওতাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান (তবে অন্য কথা)। তার সাম্রাজ্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ

www.pathagar.com

সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোন কাজ নয়, যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত: তিনি হচ্ছেন এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্ত্বা।"

(সূরা : বাক্বারা, আয়াত-২৫৫)

"সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নয়।"

(সূরা : ইউসূফ, আয়াত-৬৭)

"সৃষ্টি যার হুকুম দেবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর।"(সূরা: আল-আরাফ, আয়াত-৫৪)

পৃথিবীর আগের পরের ও বর্তমান সকল মানুষকে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের দায়িত্ব হল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। যার কাজে আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিফলিত হবে সে হবে পুরস্কৃত আর বিপরীত হলে সে হবে তিরস্কৃত।

(২) ফিরিশতাদের প্রতি বিশ্বাস :

ফিরিশতা আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি। তাদের প্রকৃতি এমন যে, তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে পারে না। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে সৃষ্টিজগত পরিচালনা করেন। তাদের নিজের কোন ইচ্ছা নাই, স্বাধীন ক্ষমতাও নাই। তারা সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকেন। তাদের সর্দার হযরত জিবরাঈল (আ.)— হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত কমপক্ষে ১,২৪,০০০ পয়গম্বরের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাদের আরো এক সর্দার হযরত আজরাঈল (আ.) এর নেতৃত্বে একদল ফিরিশতা আছেন, যারা আল্লাহর হুকুমে মানুষের আত্মা তার দেহ থেকে বের করে নিয়ে যান। আত্মা দেহ থেকে বের হবার সাথে সাথে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর লাশ হয়ে পড়ে থাকে। ফিরিশতাদের আরো এক অংশ মানুষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন এবং ভালমন্দ সকল কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করেন। এই রেকর্ডকৃত আমলনামা মানুষের সামনে হাশরের দিন হাযির করা হবে। ফিরিশতাদের স্বরূপ দেখা যায় না। তারা রূপ বদলাতে সক্ষম। তবে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জিবরাঈল (আ.) কে তার আসলরূপে দুইবার দেখেছিলেন।

(৩) আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস :

আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে মানুষের হেদায়াতের জন্য কিতাব প্রেরণ করেছেন। কুরআনপাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব ছুহুফে ইবরাহীম, হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব তাওরাত, হযরত

www.pathagar.com

দাউদ (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব যাবুর এবং হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব ইঞ্জিলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এর বাইরেও আল্লাহ্‌র কিতাব নবীদের কাছে এসেছে ; কিন্তু কোনটি আল্লাহর কিতাব—এ সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই। আল্লাহর নিকট থেকে নাযিলকৃত সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব আল কুরআন ব্যতীত আর কোন কিতাব আসল (Original) রূপে নাই। কোথাও কিতাব গায়েব হয়ে গেছে। কোথাও কিতাবের ভাষা উধাও হয়ে গেছে। আবার কোথাও আল্লাহর কালাম ও মানুষের কালাম এমনভাবে মিশে গেছে যে, কোনটি আল্লাহর কালাম আর কোনটি মানুষের কালাম তা বের করার সাধ্য নাই।

আল কুরআনে এ রকম হয়নি এবং হবারও কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ আল্লাহ বলেন :

- "আমি এ উপদেশনামা (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চিত আমি এর হেফাজতকারী। (সূরা : হিজর, আয়াত-৯)
- আল কুরআনের প্রারম্ভে আল্লাহ বলেন– আল কুরআন এমন একখানা কিতাব যেখানে সন্দেহজনক কোন কিছুই সংযোজিত করা হয় নাই।
- "বলুন–যদি সমস্ত মানবকুল ও জিনজাতি একত্রিত হয়ে এ কিতাবের মত একখানা কিতাব রচনা করার জন্য একে অন্যকে সাহায্য করে, তবুও এ কিতাবের মত একখানা কিতাব রচনা করতে সক্ষম হবে না।"

(সূরা : হাশর, আয়াত-২১)

আল কুরআন অতীতে নবী রসুলদের কাছে আগত সকল আসমানী কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী।

(৪) আখেরাতের উপর বিশ্বাস :

একদিন আল্লাহতায়ালা বিশ্বজগত এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু ধ্বংস করবেন। এ সময়ের নাম কিয়ামত। আবার সবার পুনরুত্থান হবে। সবাই আল্লাহর সামনে হাযির হবেন। এটাই হল হাশর। ঐ দিন মানুষ দুনিয়ার জীবনে কে কি করেছে তার বিচার হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তাকে বেহেশতে দাখিল করা হবে। আর যার মন্দের পাল্লা ভারী হবে, তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। বেহেশত ও দোযখের বাসিন্দারা চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে।

www.pathagar.com

মৃত্যুর পর আবার জীবিত কিভাবে হয়– এ ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছিল :–

সে ঘটনা স্মরণ রেখো–যখন ইবরাহীম বলেছিল– "হে আমার রব, আমাকে দেখিয়ে দাও–তুমি মৃতকে কিভাবে পুনরুজ্জীবিত কর।" আল্লাহ বলেন– "তুমি কি তা বিশ্বাস কর না?" তিনি বললেন–"বিশ্বাস তো আমি করি কিন্তু মনের সান্ত্বনার প্রয়োজন।" আল্লাহ্ বললেন–"তবে তুমি চারটি পাখি ধর এবং এগুলোর সাথে সুপরিচিত হয়ে যাও। অত:পর ওদের একেকটি অংশ একেকটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও। এখন তুমি তাদেরকে ডাক– তারা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। বিশেষভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমতাশালী ও বিজ্ঞানী।" (সূরা : বাক্বারা, আয়াত–২৬০)

এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হবার দৃশ্য নিজ ইন্দ্রিয় চোখের সাহায্যে দেখেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) শবে মেরাজে আসমানে ভ্রমণকালীন সময়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেন। তিনি বেহেশত ও দোযখ নিজ চোখে দেখেন। তার আগের নবীদের কয়েকজনের সাথে তার দেখা সাক্ষাত ও কথাবার্তা হয়, যাঁরা বহু আগে ইন্তেকাল করেছিলেন। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট আল্লাহ, ফিরিশতা, বেহেশত দোযখ, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবার দৃশ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ছিল।

(৫) নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস :

কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন আছে, যেগুলোর উত্তর নির্ধারণ না করে আমার সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। এগুলো হল আমার দেহে শক্তি, সামর্থ, ক্ষুধা, অনুভূতি, প্রতিভা ইত্যাদি আছে। আমার সামনে আছে অসংখ্য প্রকার দ্রব্য সামগ্রী। এর মধ্যে কিছু জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা ও শক্তি আমার মধ্যে আছে। আমার সামনে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী আছে। জীবনের প্রয়োজনে এ সবের সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এ সবের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে তা নির্ধারণ না করে আমার জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। ফলে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আমাকে পেতেই হবে। এগুলো হলো :

(ক) আমি কে? কোথা থেকে এলাম? আমার কোন দায় দায়িত্ব আছে কি?

(খ) আমি স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী, না কারো অধীন। যদি অধীন হই, কার অধীন, কার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে?

www.pathagar.com

(গ) মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাব, না তারপর আরো এক জীবন আছে? যদি জীবন থাকে, সে জীবনের স্বরূপ কি? এ জীবনের সাথে ঐ জীবনের কোন সম্পর্ক আছে কি? ঐ জীবনের জন্য ইহজীবনে করণীয় আছে কি?

(ঘ) আমার দেহের শক্তি, সামর্থ, প্রতিভা, বিবেক ইত্যাদি কোথা থেকে পেলাম– এগুলো কি কারো দান?

(ঙ) আমার চারপাশের লোকজনের সাথে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, সহযোগিতা, অসহযোগিতা করা ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয়। এগুলোর ভিত্তি কি হবে?

এসব প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। এদের সবাই সব ব্যাপারে একমত নন। তাদের সবাইকে Study করে মত নির্ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে একটি সমাধান আমার কাছে আছে। তা হল– দুনিয়ার প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত কমপক্ষে একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর দুনিয়াতে এসেছেন। তাঁরা বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কউমের লোকজনের মধ্যে এসেছেন। তাঁরা সবাই আলোচ্য প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছেন। তাঁদের প্রদত্ত জবাবের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই। সুতরাং তাদের নিকট থেকে উপরোক্ত মৌলিক প্রশ্নগুলোর সমাধান গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁদের কাছ থেকে সমাধান গ্রহণ করলে ইহজীবনে শান্তি বিরাজ করবে– এটা ইতিহাসের সাক্ষী। আর তাদের দাবী তাদের কথামত জীবনযাপন করলে পরকালেও সুখ ও শান্তিতে থাকা সম্ভব হবে। আর তাদের দেয়া সমাধানের বিরুদ্ধে চললে চরম অসুখ ও অশান্তির মধ্যে চিরদিন থাকতে হবে। তাঁদের দাবী তাঁরা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এ জ্ঞান পেয়েছেন এবং তারা অনেক কিছু তাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। এরা হলেন নবী ও রসুল। আল্লাহ তাদেরকে বাছাই করেছেন। তাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা হল নবুয়তের দায়িত্ব। যেখানে আমার এক জীবনে আমার নিজের দ্বারা সকল মৌলিক প্রশ্নের সমাধান লাভ করা সম্ভব নয়, যেখানে দুই দার্শনিক সব ব্যাপার একমত হন না, সেখানে নবীদের উপর আস্থা স্থাপন করে জীবন পরিচালনা করা বুদ্ধিমানের কাজ। ইসলাম এটাই দাবী করে আর এ দাবী পূরণ করলে নবুয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

উপসংহার :

১। "সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও একচ্ছত্র শাসক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দান করেছেন জানার, বুঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার, নির্বাচন, ইচ্ছা ও সংকল্প করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দান করেছেন। এক কথায় মানুষকে এক ধরনের স্বাধীনতা (Autonomy) দান করে তাকে দুনিয়ায় নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত করেছেন।

২। মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মনে একথা দৃঢ় বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন ঃ আমিই তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এই সাম্রাজ্যে তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নও, কারোর অধীনও নও এবং আমার ছাড়া আর কারোর তোমাদের বন্দেগী, পূজা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও নেই। দুনিয়ার এই জীবনে তোমাদেরকে কিছু স্বাধীন ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এটি আসলে তোমাদের জন্য পরীক্ষাকাল। এই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তোমাদের কাজগুলো যাচাই বাছাই করে আমি সিদ্ধান্ত নেবো তোমাদের মধ্য থেকে কে সফল হলো এবং কে হলো ব্যর্থ। তোমাদের জন্য সঠিক কর্মনীতি একটিই ঃ তোমরা আমাকে মেনে নেবে তোমাদের একমাত্র মাবুদ ও শাসক হিসেবে। আমি তোমাদের জন্য যে বিধান পাঠাবো সেই অনুযায়ী তোমরা দুনিয়ায় কাজ করবে। দুনিয়াকে পরীক্ষাগৃহ মনে করে এই চেতনা সহকারে জীবন যাপন করবে যেন আমার আদালতে শেষ বিচারে সফলকাম হওয়াই তোমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। বিপরীত পক্ষে এর থেকে ভিন্নতর প্রত্যেকটি কর্মনীতি তোমাদের জন্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর। প্রথম কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার স্বাধীন ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমরা দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসলে আমি তোমাদের দান করবো চিরন্তন আরাম ও আনন্দের আবাস জান্নাত। আর দ্বিতীয় কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমাদের দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখেরাতে প্রবেশকালে সেখানে জাহান্নাম নামক চিরন্তন, মর্মজ্বালা, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের গভীর গর্ভে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে।

www.pathagar.com

৩। একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব-জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানবজাতিকে পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানবজাতির দুই সদস্য (আদম ও হাওয়া) বিশিষ্ট প্রথম গ্রুপকে তিনি পৃথিবীতে জীবনযাপন করার জন্য বিধান দান করেন। এই বিধান অনুযায়ী তাদের ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কারবার চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের এই প্রাথমিক বংশধররা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্ট হননি। আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে, তারা সত্যকে জানতেন। তাদেরকে জীবন বিধান দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর আনুগত্য (অর্থাৎ ইসলাম) ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরও আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ (মুসলিম) হিসেবে জীবনযাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনাচরণে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক জীবন পদ্ধতি (অর্থাৎ দ্বীন) থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তারা এক সময় এই সঠিক জীবন পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানী প্ররোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথিবী ও আকাশের মানবিক ও অমানবিক এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্তাকে আল্লাহর সাথে তাঁর কাজ-কারবারে শরীক করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের (আল ইল্‌ম) মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি (শরীয়াত) পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈরী করেছে যার ফলে আল্লাহর এই যমীন জুলুম-নিপীড়নে ভরে গেছে।

৪। আল্লাহ যদি তাঁর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদেরকে জোরপূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে তা হতো মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতা দান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানবজাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামঞ্জস্যশীল। সৃষ্টির প্রথমদিন থেকে তিনি যে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল এই যে, মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে কাজের মাঝখানে যেসব সুযোগ-সুবিধে

www.pathagar.com

দেয়া হবে তার মধ্য দিয়েই তিনি তাকে পথনির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানবজাতির মধ্য থেকে এমন একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এঁদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এঁদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন যাপনের সঠিক বিধান এঁদেরকে দান করে, তিনি বনী আদমকে ভুল পথ থেকে এই সহজ সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।

৫। এঁরা ছিলেন আল্লাহর নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের আগমনের এ সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তাঁরা সবাই একই দ্বীনের তথা জীবন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী তাঁরা সবাই ছিলেন একই হেদায়াতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ-সংস্কৃতির যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের সবার একই মিশন ছিল। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এই দ্বীন ও হেদায়াতের দিকে আহ্বান জানান। তারপর যারা এ আহ্বান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উম্মাতে পরিণত করেন যাঁরা নিজেরা হন আল্লাহর আইনের অনুগত এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করার এবং তাঁর আইনের বিরুদ্ধাচারণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সবসময় দেখা গেছে মানবগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উম্মাতে মুসলিমার অংগীভূত হয় তারাও ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোন কোন উম্মাত আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়।

www.pathagar.com

৬। সবশেষে বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের পথভ্রষ্ট উম্মাতদেরকেও তিনি আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হেদায়াত পৌঁছে দেয়া এবং এই দাওয়াত ও হেদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মাতে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ যেন একদিকে আল্লাহর হেদায়াতের ওপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে।"

(সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী : তাহফীমুল কুরআনের ভূমিকা)

বিশ্বে পরিচিত ব্যক্তিদের লেখা ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে বইটি সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আরো এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'তাহফীমুল কুরআন' এর উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপসংহার টেনে এ গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Printed By :
Pandulipi Prokashon
Manikpir Road, Kumarpara, Sylhet.
Mobile : 01712 868329